উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

২৩ পৌষ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 8 January 2025 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 230

| সেনসেক্স : | নিফটি : |
|---|---|
| ৭৮,১৯৯.১১ | ২৩,৭০৭.৯০ |
| (+২৩৪.১২) | (+৯১.৮৫) |

**গঙ্গাসাগরে নিরাপত্তা**

গঙ্গাসাগরমেলা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় জল, স্থল ও আকাশ পথে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

» ৭

**প্রণবের স্মৃতিসৌধ গড়বে কেন্দ্র**

রাজঘাটে যমুনার ধারে রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্থলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে।

» ৮

| ২৪° সর্বোচ্চ | ১২° সর্বনিম্ন | ২৪° সর্বোচ্চ | ১২° সর্বনিম্ন | ২৪° সর্বোচ্চ | ১১° সর্বনিম্ন | ২৪° সর্বোচ্চ | ১২° সর্বনিম্ন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |

**কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে অনীতা**

» ৯

# ভূমিকম্পে তিব্বতে হত ১২৬, কাঁপল বঙ্গও

**লাসা, ৭ জানুয়ারি :** তখনও ঘুম চোখ। তার মধ্যে বিপদ এসে হাজির। তিব্বত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের বেশ কিছু এলাকা নড়ে উঠল ভূমিকম্পে। ভারত বা নেপালে তেমন ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। কিন্তু তিব্বতে নিয়ে এল মৃত্যুমিছিল। মঙ্গলবার সকালের ওই ঘটনায় রাত পর্যন্ত ১২৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে কমপক্ষে ১৮৮ জনকে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে হাজারের বেশি ঘরবাড়ি।

চিনের ভূমিকম্প নেটওয়ার্ক কেন্দ্র কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৬.৮ বলে জানালেও মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা (ইউএসজিএস) ৭.১ বলে উল্লেখ করেছে। ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অন্তত আট লক্ষ মানুষ। ভূমিকম্পের উৎসস্থল তিব্বতের তিংরি প্রদেশে।

ভারতে কম্পন অনুভূত হয় বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। শিলিগুড়িতে সকাল ৬টা ৩৭ মিনিটে ভূমিকম্পটি প্রায় ১৫ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। জোরালো ধাক্কার পরপর কম্পন (আফটারশক) হতে থাকে তিব্বতে। ৪০টিরও বেশি কম্পন ধরা পড়েছে সেখানে। যার মধ্যে ১৬টির মাত্রা ছিল ৩-এর বেশি। চিনা সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া জানিয়েছে, শিগাটসে'র বিভিন্ন এলাকায় ধ্বংসলীলা এবং হতাহত সবচেয়ে বেশি ঘটেছে।

তবে তিব্বত ছাড়া আর কোথাও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। ভূমিকম্পের উৎসস্থল থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। প্রভাব পড়ে এভারেস্টের পাদদেশে নেপালের সোলুখুম্বু জেলাতেও। যদিও সেখানকার মুখ্য জেলা আধিকারিক মনোজ রাজ ঘিমিরে জানিয়েছেন, হতাহতের খবর নেই। নেপালের নামচে অঞ্চলের সরকারি আধিকারিক জগৎপ্রসাদ ভূজেলও জানিয়েছেন, 'জীবনহানি ঘটেনি।'

*এরপর দশের পাতায়*

Muthoot Finance
গোল্ড লোন
সর্বাধিক লোন রাশি
1800 313 1212

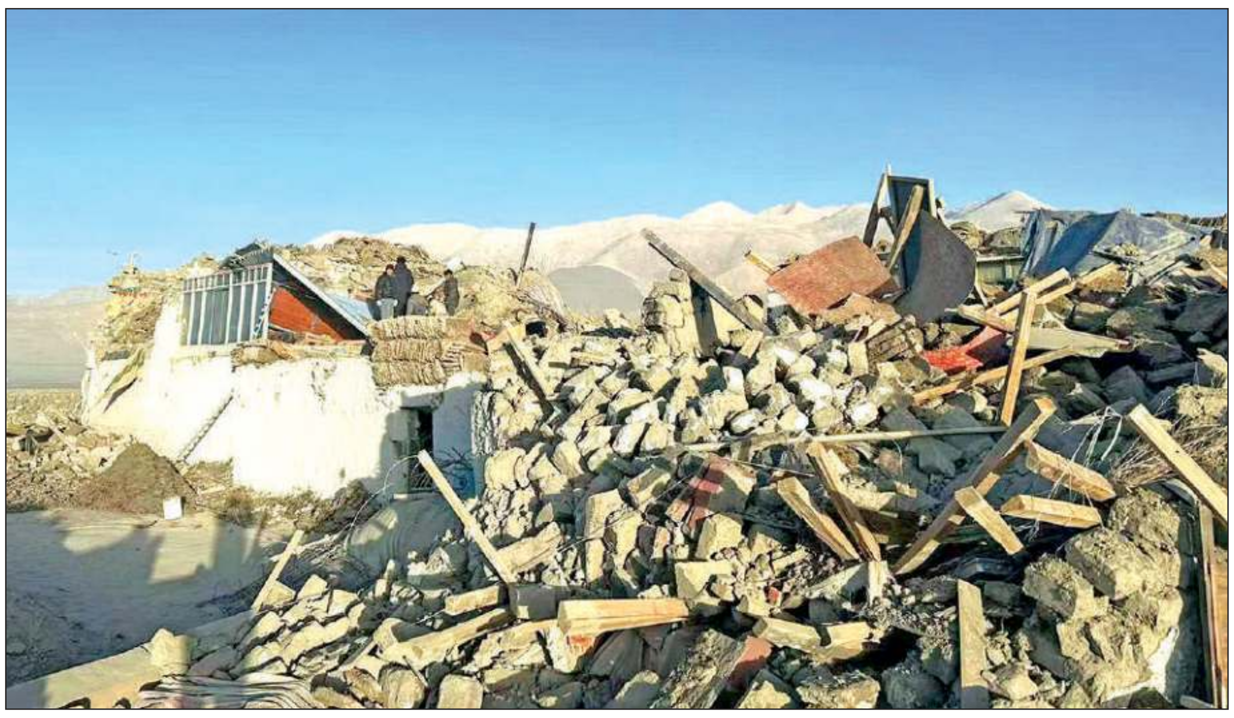

*মঙ্গলবার ভোরে ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের টোংলাই গ্রাম।*

# পাসপোর্ট বাতিল হাসিনার

**এএইচ ঋদ্ধিমান**

**ঢাকা, ৭ জানুয়ারি :** গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পরদিনই আরও চাপে শেখ হাসিনা। তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করল বাংলাদেশ। দেশ ছাড়ার পরপরই তাঁর কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল ঘোষণা করেছিল ঢাকা। এবার নাগরিক হিসেবেও তাঁর পাসপোর্ট আর রইল না। ফলে অনিশ্চয়তায় ঘেরা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ।

হাসিনা এখন আছেন ভারতের আশ্রয়ে। তাঁর পাসপোর্ট বাতিলের দিনই আপাতত বাংলাদেশ ছাড়লেন আরেক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। বিএনপি'র এই শীর্ষনেত্রী অবশ্য চিকিৎসা করাতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লন্ডন রওনা হলেন। হাসিনা আর দেশে ফিরতে পারবেন কি না, সেটা আপাতত অনিশ্চিত। কিন্তু তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা এখন বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রভাবশালী।

খালেদার বিমানে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে মঙ্গলবার হাসিনার বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সাংবাদিক বৈঠকে সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, 'গুম ও হত্যায় জড়িত ২২ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া জুলাই-অগাস্টে গণহত্যায় জড়িত আরও ৭৫ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। পাসপোর্ট বাতিলের তালিকায় শেখ হাসিনার নাম আছে।'

*এরপর দশের পাতায়*

# নীলবাতির গাড়িতে সৌরভ

**ভাস্কর শর্মা**

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** এখন তিনি কোনও জনপ্রতিনিধি নন। সরকারি কোনও বড় পদেও আর নেই। তা সত্ত্বেও নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপে বিতর্কে জড়ালেন আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার ফালাকাটার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক। তখনই তিনি একটি নীলবাতি লাগানো গাড়ি থেকে নামেন। কেবল এদিনই নয়, অভিযোগ, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপেই তাঁকে নাকি যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু কোন পদাধিকার বলে নীলবাতির গাড়িতে চাপছেন সৌরভ? প্রশ্ন উঠেছে। সরব হয়েছেন বিরোধীরাও।

এব্যাপারে সৌরভের কাছেও প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, 'ওটা আমার গাড়ি ছিল না। সরকারি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য একটি পুলকারে উঠেছিলাম। সেখানে কোনও বাতি লাগানো ছিল কি না, সেটা দেখা হয়নি। তবে আমার মনে হয়েছে গাড়িটি এনবিডিডি বা জেলা পরিষদের ছিল।'

এই অজুহাত কিন্তু খুব একটা ধোপে টিকছে না। সৌরভ যতই অন্যের গাড়ি বলে চালাতে চান না কেন, সরকারি তথ্য অন্য কথা বলছে। এদিন তিনি যে গাড়িতে করে যাতায়াত করেছেন, তার নম্বর থেকে স্পষ্ট যে গাড়িটি জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের নামে রেজিস্ট্রেশন করা। খোদ ট্রাফিক পুলিশের থেকেই এই তথ্য মিলেছে। এই ব্যাংকেরই চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ।

রাজ্য সরকারের গাইডলাইন কী বলছে? ২০২১ সালের ২৩ জুলাই রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়। সেখানে কারা গাড়িতে লাল, নীল সহ কোন ধরনের বাতি লাগাতে পারবেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। ফ্ল্যাশারহীন নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সহ অন্য সচিবরা, কমার্সিয়াল ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনালের চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার ট্রাইবিউনালের চেয়ারম্যান, রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা, পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ও অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল সহ জেলায় জেলা শাসক ও এসপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা, ভিজিলেন্স কমিশনার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ আরও বেশ কয়েকজন সরকারি পদাধিকারী। সৌরভ তো এর মধ্যে কোনওটাই নন।

এদিন তাঁর নীলবাতির গাড়ি কারও চোখ এড়ায়নি। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি জয়ন্ত রায় পুলিশের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, 'আলিপুরদুয়ারের জনগণ ২০২১ সালেই সৌরভ চক্রবর্তীকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। তার পরেও ক্ষমতার লোভ ছাড়তে পারেননি।

*এরপর দশের পাতায়*

**নতুন বিতর্ক**

- ফালাকাটায় একটি অনুষ্ঠানে এসে নীলবাতি লাগানো গাড়ি থেকে নামেন সৌরভ চক্রবর্তী
- সৌরভ এখন জনপ্রতিনিধি নন, শুধু একটি সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে
- গাড়িটি ওই সমবায় ব্যাংকের নামেই রেজিস্ট্রেশন করা রয়েছে
- সৌরভের যুক্তি, তিনি একটি পুলকারে চেপেছিলেন
- সরকারি তথ্যেই স্পষ্ট, সৌরভ অজুহাত দিচ্ছেন

বৈষ্ণবনগরে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। বিএসএফ-কে কাজ করতে বাধা দিয়েছিল বিজিবি। স্লোগান-পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সীমান্ত।

# মালদাবাসীর চাপে পিছু হটল বিজিবি

**এম আনওয়ারউল হক**

**বৈষ্ণবনগর, ৭ জানুয়ারি :** সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই আরও এক বেনজির ছবি। মালদার বৈষ্ণবনগরে বিএসএফ-কে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দেওয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাধা দেওয়ায় উত্তেজনা ছড়ায়। সীমান্তের দু'দিকে জমায়েত হয় স্থানীয় বাসিন্দারা। স্লোগান, পালটা স্লোগান ওঠে সেখানে। মঙ্গলবার মালদার বৈষ্ণবনগরে সীমান্তে এই ঘটনা সামনে এল। বৈষ্ণবনগরের শুকদেবপুর এলাকায় প্রায় ১০০ মিটারে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সেখানে প্রায় উন্মুক্ত।

এহেন পরিস্থিতিতে কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরু করে বিএসএফ। কিন্তু বেড়া দেওয়া নিয়ে আপত্তি জানানোয় কাঁটাতারের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। সেই নিয়ে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাতেও উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থল থেকে যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে ভারতের দিক থেকে 'ভারত মাতা কি জয়', 'বন্দেমাতরম', 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ওঠে। পালটা স্লোগান ভেসে আসে ওপার থেকেও। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যদিও বিএসএফ-এর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে শুকদেবপুর বিওপির কিছু অংশে জলাভূমি রয়েছে। সেখানেই কাঁটাতার দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে বিএসএফ। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদের আপত্তির বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে জমায়েত শুরু করে শুকদেবপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা। সময় গড়ানোর সাথে সাথে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরে বিএসএফের আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কাঁটাতার লাগানোর সময় বিজিবি বাধা দিয়েছিল। যাতে ওই এলাকায় সীমানা নির্ধারণ না করা যায়। কিন্তু ভারতের জমিতেই কাঁটাতার লাগানো হচ্ছিল। পরবর্তীতে দু'পক্ষের আলোচনা হয়েছে এই বিষয়ে। আবারও কাঁটাতার লাগানোর কাজ শুরু হবে।

*এরপর দশের পাতায়*

**উত্তপ্ত সীমান্ত**

- বৈষ্ণবনগরের শুকদেবপুর সীমান্তে প্রায় ১০০ মিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই
- সেখানে বিএসএফ বেড়া দিতে শুরু করায় আপত্তি জানায় বিজিবি
- এখবর ছড়াতেই হাজির হয়ে যান শুকদেবপুরের বাসিন্দারা
- উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপ করে বিএসএফ
- চাপের মুখে সরে যায় বিজিবি

# জেলার ১৩ প্রাথমিক স্কুল নিয়ে উদ্বেগ

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে। জেলার এমনই ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ১০ জনের কম। সেই কারণে ওই বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, নতুন বছরে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। তবে কতজন পড়ুয়া ভর্তি হবে তার ওপর বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০ জনের কম পড়ুয়া রয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিছুদিন আগে ১৬টি ছিল। তারমধ্যে পড়ুয়ার সংখ্যা একেবারেই কম থাকায় জেলার তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শহরে বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি পড়ুয়াদের ঝোঁক বেশি। তাছাড়াও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষক পর্যাপ্ত না থাকায় সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি পড়ুয়াদের আগ্রহ কম থাকে। ফলে সরকারি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বরাবরই কম থাকে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করছে, ইদানীং একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠা, ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের প্রতি ঝোঁক এবং সকালবেলায় স্কুল হওয়ার জন্য পড়ুয়াদের সংখ্যা কমে গিয়েছে।

বিধানপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নেতাজি শিশু নিকেতন সহ একাধিক বিদ্যালয় শহরেই রয়েছে। সেসব বিদ্যালয়ে হাতেগোনা পড়ুয়া।

বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়ুয়া ১০ জনের কম হলে সেই বিদ্যালয়গুলিকে সংলগ্ন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে চালানোর বিভিন্ন সময় দাবি উঠেছে।

*এরপর দশের পাতায়*

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা "একলা চলোয় বিশ্বাসী

*জলের খোঁজ। নেতাজি রোডে একটি স্ট্যান্ডপোস্টে। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

# প্রধানমন্ত্রীকে দিশা দেখাবেন উত্তরের ৪ কৃতী

**সপ্তর্ষি সরকার**

**ধূপগুড়ি, ৭ জানুয়ারি :** বিশ্বে শিল্পোৎপাদনে ভারতবর্ষকে শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে আগামীর ভাবনা কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিজেদের পরিকল্পনার কথা শোনাবেন উত্তরবঙ্গের তিন তরুণ ও এক তরুণী। আগামী ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিনে দিল্লির 'ভারত মণ্ডপম প্রেক্ষাগৃহ'-এ অনুষ্ঠিত বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে তরুণ নেতাদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিজের প্রস্তাব দেবেন তাঁরা। রাজ্য থেকে দিল্লিগামী ৩৮ জনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদলে উত্তরবঙ্গের চারজনের মধ্যে রয়েছেন ধূপগুড়ির নেতাজিপাড়ার বাসিন্দা সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক আকাশ ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ি শহরের কংগ্রেসপাড়ার বাসিন্দা কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্র প্রীতম সরকার, শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্রী মল্লি দাস এবং মালদা শহরের সিঙ্গাতলার বাসিন্দা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র পঙ্কজকুমার রায়। এঁদের মধ্যে পঙ্কজ গত বছর এমনই এক প্রতিযোগিতায় দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য রেখে এসেছেন।

১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি সারা দেশের ৩০ লাখের বেশি অংশগ্রহণকারীর মধ্যে তিন ধাপের কঠিন বাছাইপর্ব উতরে নির্বাচিত উত্তরবঙ্গের চার প্রতিনিধি ৮

*এরপর দশের পাতায়*

*আকাশ ভট্টাচার্য ও মল্লি দাস।*

*প্রীতম সরকার ও পঙ্কজকুমার রায়*

# ১৫৬ প্রজাতির মাছের মিউজিয়াম

## লক্ষ্মীকান্তর বাড়িতে প্রতিদিন ভিড় লেগেই থাকে

**রাজেশ দাস**

**গোপালপুর, ৭ জানুয়ারি :** রুই, কাতল, মৃগেল, ইলিশ, বোরোলি, পুঁটি। এই দুনিয়ায় হাজারো রকমের মাছ থাকলেও সেই সমস্ত প্রজাতির বিষয়ে সাধারণ মানুষের জ্ঞান কিন্তু মোটামুটিভাবে সীমিতই। এ নিয়ে কারও মনে যদি কোনও আক্ষেপ থাকে তবে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাকোপা গ্রামে লক্ষ্মীকান্ত বর্মনের বাড়ি যাওয়া যেতে পারে। সেখানে গেলে রুই, কাতল, মৃগেল তো বটেই আরও ১৫৩ প্রজাতির মাছের দেখা মিলবে। নানা আকারের কাচের জারে সংরক্ষিত অবস্থায়। গোটা বাড়িটাকেই তিনি মাছের মিউজিয়াম বানিয়ে ফেলেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় বলতে যে সমস্ত মাছ নিয়ে তাঁর এই মিউজিয়াম, সবই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে মেলে। লক্ষ্মীকান্তর ইচ্ছে একটাই, নতুন প্রজন্ম বেশি করে মাছ চিনুক। তাঁর এই ইচ্ছেয় অবশ্য অনেকেই সাড়া দিচ্ছেন। লক্ষ্মীকান্তর সাধের মাছ মিউজিয়াম দেখতে আজকাল তাঁর বাড়িতে বেশ ভিড়।

মাছের মিউজায়াম? শুনে খটকা লাগছে? দেশে কিন্তু এমন অনেক মিউজিয়াম আছে। কলকাতা জাদুঘরে জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেডএসআই) এমন একটি ফিশ মিউজিয়াম আছে। লখনউতে জাতীয় মাছ জাদুঘর রয়েছে। দেশে এমন আরও কয়েকটি নজির থাকলেও উত্তরবঙ্গে সম্ভবত নেই। একক উদ্যোগে তো বটেই। আর এখানেই লক্ষ্মীকান্ত কামাল করেছেন। যেভাবে মাছই আজকাল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, এলাকায় 'মাছপাগল' হিসেবে পরিচিতি পেতে তাঁর দেরি হয়নি।

গোড়া থেকেই তাঁর অবশ্য এহেন মৎস্যপ্রীতি ছিল না। একসময় ধান, পাট, তামাকের চাষ করতেন। বছর ৪০ আগে মাথাভাঙ্গার দুয়াইশুয়াই গ্রামে গিয়ে দুটি পুকুর থেকে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে দেখে তাঁর 'মীনমুখী' হওয়া। মাছ বিক্রির সুবাদেও যে বেশ লাভ করা যায় সেটা উপলব্ধি করার পর নিজ এলাকায় ফিরে এসে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত। বাড়ির পাশেই দুটো ফাঁকা জলাশয়ে মাছ চাষ শুরু। আজকাল প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে তাঁর সেই চাষের সুফল ছড়িয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই পুকুরে গিয়ে মাছ চাষের দিকে কড়া নজর দেওয়া। তাঁর চাষ করা রুই, কাতল, মৃগেল, মাগুর, শিঙি, বোরোলি সহ বহু জাতের মাছ কোচবিহার জেলা তো বটেই, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের বাজারগুলিতে যায়। মাছ নিয়ে ব্যবসা করে সফল শিল্পপতি হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। লক্ষ্মীকান্ত সেই সাফল্যে মজেছেন আর মাছ সংরক্ষণে ডুবেছেন,

*এরপর দশের পাতায়*

*ভেলাকোপা গ্রামে নিজের মিউজিয়াম দেখাচ্ছেন লক্ষ্মীকান্ত বর্মন।*

# তিনদিন নির্জলা ৩০ হাজার

**পল্লব ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** গত ৩ দিন ধরে পরিস্রুত জল নিয়ে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন আলিপুরদুয়ার শহরের প্রায় ৫টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। সাধারণত দিনে তিনবার করে টাইমকলে জল আসে পুরসভা এলাকায়। কিন্তু গত ৩ দিন ধরে একবারও সেই জল পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন শহরের ২, ৩, ৪, ৬ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ওই ৫টি ওয়ার্ড মিলিয়ে ৩০ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা রয়েছেন। জল না পাওয়ায় তাঁরা ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন।

আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দারা মূলত পিএইচই দপ্তরের পরিস্রুত জলের ওপরই নির্ভরশীল। সেই জলই পান করেন শহরের বাসিন্দাদের সিংহভাগ। বিভিন্ন ওয়ার্ডে পিএইচই'র স্ট্যান্ডপোস্টে ৩দিন ধরে জল না আসায় সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। এখন বাধ্য হয়ে কেউ নলকূপের জল পান করছেন। আবার যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে তাঁরা জল কিনে পান করছেন।

পরিস্রুত জল সরবরাহ নিয়ে সমস্যা কোথায়? পিএইচই দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডল জানিয়েছেন, জল সরবরাহের পাইপলাইনে ভালভ খারাপ থাকায় এই সমস্যা। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখে চেষ্টা করছে। আধিকারিকরা আশাবাদী, শীঘ্রই সমস্যা মিটে জল পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।

নেতাজি রোড, প্রভাত সংঘ মোড় সংলগ্ন এলাকা, মধ্যপাড়া, জগদ্ধাত্রীপুজোর মন্দির সংলগ্ন এলাকা সহ আরও বেশ কয়েকটি এলাকার বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শহরের বাসিন্দা নীলিমা পণ্ডিত যেমন বাড়ির সামনে থাকা ট্যাপকলে জল না পেয়ে পাশের বাড়ির নলকূপ থেকে জল নিয়ে আসছেন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা দেবলীনা অধিকারীর বাড়িতে অবশ্য নলকূপ রয়েছে। তবে তাঁরা পানীয় জলের জন্য পিএইচই'র জলের ওপরই নির্ভরশীল। কারণ বাড়ির নলকূপের জলে আয়রন রয়েছে। এখন অবশ্য বাধ্য হয়ে তাঁরা সেই জলই পান করছেন।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে অন্ধকারে। ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্রীলা দত্ত জানান, বিষয়টি জানা ছিল না। কিন্তু তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গার্গী তালুকদার অবশ্য সমস্যার কথা শুনেছেন।

*এরপর দশের পাতায়*

# ফুটবলের কাছে পাহাড়ও তুচ্ছ

**আয়ুষ্মান চক্রবর্তী**

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** এক সপ্তাহেরও কম সময়ে আবার সুখবর। উচ্ছ্বসিত আলিপুরদুয়ারের ফুটবলপ্রেমীরা। গত সপ্তাহে সন্তোষ ট্রফি জিতেছে বাংলার দল। আর সেই দলে ছিল আলিপুরদুয়ার জেলার দুই ফুটবলার, শুভম রায় ও আদিত্য থাপা। আর এবার বক্সা পাহাড়ের চুনাভাটি গ্রামের শেরিং ডুকপা সুযোগ পেল ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব ১৭ দলে।

তবে শেরিংয়ের এই সাফল্য কিন্তু সহজে আসেনি। চুনাভাটি, লেপচাখার মতো গ্রামের নাম সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে বটে, তবে সেসবই কিন্তু পর্যটনের জন্য। খেলাধুলোর পরিকাঠামো বলতে সেসব জায়গায় কিছুই নেই। শেরিং যেমন প্রায় ৪৫ মিনিট ট্রেক করে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যেত ফুটবল খেলতে। দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে এসে বন্ধুদের সঙ্গে বক্সাদুয়ারের গ্রামের ফুটবল মাঠে খেলত।

২০২০ সাল থেকে ফুটবল খেলা শুরু করেছে সে। ফুটবলের প্রতি তার ভালো লাগার কাছে এই ৪৫ মিনিট ধরে পাহাড়ি পথে চড়াই উতরাই ভাঙাটা কিছুই নয়, বলছিল শেরিং। প্রথমে ফুটবলে পা ছোঁয়ানো বন্ধুদের সঙ্গে খেলাচ্ছলে। পরে আস্তে আস্তে এই খেলার প্রতি আলাদা টান অনুভব করে। সামনে আসে ফুটবল খেলায় তার দক্ষতাও। এরপর শেরিং স্থানীয় বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করে। রাজাভাতখাওয়া, সান্তালাবাড়ি, ২৮ বস্তি সহ বিভিন্ন জায়গায় খেলে বেড়াত সে। লক্ষ্য ছিল ভালো খেলা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই একসময় জয়গাঁ ইউনাইটেডে অনুশীলন করতে শুরু করে। তারপরেই গত বছরের জুলাই মাসে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের মাঠে ট্রায়ালে অংশ নিয়েছিল শেরিং। সেখানে সুযোগ পেয়ে যায়। এরপর নভেম্বর মাসে ডাক পেয়ে কলকাতা পৌঁছায়। ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে সুযোগ পাওয়াটাই তার জীবনের প্রথম বড় সাফল্য বলে জানিয়েছে শেরিং।

এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের খেলাও ছিল। সেই ম্যাচে অবশ্য শেরিং সুযোগ পায়নি। তবে পরের ম্যাচগুলোতে খেলার স্বপ্ন দেখছে। মাঠে স্ট্রাইকার ও উইঙ্গার পজিশনে খেলে সে।

দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে সে। বাবা সঞ্জু ডুকপা ও মা রিনচেলাম ডুকপা জানালেন, ছেলে এত দুর্গম জায়গা থেকে এত বড় ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়েছে, এটাই বড় ব্যাপার। উচ্ছ্বসিত কোচ গোবিন্দ বিশ্বও। বললেন, ‘ও আরও ভালো খেলুক, সেটাই চাইব।’ আর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষও এই খবরে আনন্দিত। তিনি মনে করেন, শেরিংকে দেখে বাকিরাও ভালো খেলার অনুপ্রেরণা পাবে।

### ইস্টবেঙ্গলে শেরিং

- ২০২০ সালে বক্সা পাহাড়ের শেরিং ডুকপার ফুটবল খেলা শুরু
- রাজাভাতখাওয়া, সান্তালাবাড়িতে খেলে নজরে আসে সে
- স্ট্রাইকার ও উইঙ্গার পজিশনে খেলতে স্বচ্ছন্দ
- এখন ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের সদস্য

> জীবনে অনেক দূর পৌঁছানোর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করি। গত বছরের জুলাই মাসে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের মাঠে ট্রায়ালে অংশ নিই। এরপর কলকাতা থেকে ডাক পাই। ইস্টবেঙ্গলের নাম সমাজমাধ্যমে শুনেছিলাম। সেখানেই আজ খেলার সুযোগ পেয়েছি। এটা আমার জীবনের প্রথম বড় সাফল্য।
>
> শেরিং ডুকপা

# বৈকুণ্ঠপুরে বনদুর্গাপুজোর প্রস্তুতি

**পারমিতা রায়**

**শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি :** শীতের রাতে বনে পুজো। স্থানীয়রা বলেন ঠুনঠুনিয়া মায়ের পুজো। এখন সেটি বনদুর্গার পুজো নামেই পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর বনে এই দেবীর আরাধনা হয়ে আসছে। সর্বজনীন শ্রীশ্রী মা বনদুর্গা পুজো কমিটির এই আয়োজন এবার ৪৪তম বর্ষে পড়ল। আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি পুজো হবে।

বিশেষ রীতি মেনে বনদুর্গা পূজিত হন। ১৩ তারিখ রাতভর বৈকুণ্ঠপুরের বনে স্থায়ী মন্দিরে দেবীর আরাধনা হবে। অবশ্য বরাবরের মতো ওইদিন সকাল থেকেই ভক্তরা মন্দির চত্বরে ভিড় জমাবেন। আয়োজক কমিটির তরফে রাজু সাহা বললেন, ‘বহু বছর ধরে সাধারণ মানুষের আশা ও আস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বনদুর্গা। বহু ভক্তের সমাগমে মন্দির চত্বর গমগম করে। এবারের পুজোতেও সাধারণ মানুষকে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।’

*পুজোর পর প্রতিমা। -ফাইল চিত্র*

পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। দু’দিনের এই পুজোয় ভক্তদের সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নেপালি বস্তির বাসিন্দা ধীমান রায়ের কথায়, ‘আমি ছোট থেকেই এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। পুজো নিয়ে আমাদের সবার আলাদা উৎসাহ রয়েছে।’

এই পুজোর ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। বহু বছর আগে এখানে ঠুনঠুনিয়া মায়ের পুজো হত। প্রচুর মানুষ মায়ের কাছে মানসিক করে বৈকুণ্ঠপুরের বনে পুজো দিতে আসতেন। একটা সময় এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ ওই বনে ভিড় করতেন। করোনার পর থেকে সেই ভিড় কমতে থাকে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এখন পুজোকে কেন্দ্র করে কয়েকহাজার মানুষ একত্রিত হন। ইতিমধ্যেই পুজোর আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

## আজ টিভিতে

মিত্তিরবাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

### সিনেমা

**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, দুপুর ২.০০ আজকের সন্তান, বিকেল ৫.০০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ৯.৩০ বাজি, ১২.৩০ দুই পৃথিবী
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ দাদু নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.০০ বন্ধু, বিকেল ৪.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধন, রাত ১০.৩০ বিন্দাস
**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.১০ যোদ্ধা, সন্ধে ৭.১৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.১৫ সকাল সন্ধ্যা
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ পাড়ি
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ প্রতিবাদ
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী
**কালার্স সিনেপ্লেক্স :** বিকেল ৫.৫২ অ্যাঞ্জেল, সন্ধে ৭.৫৮ ফির হেরা ফেরি, রাত ১১.০০ ঠগস
**সোনি ম্যাক্স :** দুপুর ১২.৪৫ চামর্স বন্ড, বিকেল ৩.০০ ডর @ দ্য মল, সন্ধে ৬.০০ এক কা দম এক, রাত ৮.৩০ ফিরঙ্গি, ১১.৩০ গুন্ডা মাওয়ালি
**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.২৬ সত্য প্রেম কি কথা, দুপুর ২.২০ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, বিকেল ৫.১৮ মিশন রানিগঞ্জ, রাত ৮.০০ খট্টা মিঠা, ১১.০৩ চেন্নাই ভার্সেস চায়না
**জি সিনেমা :** দুপুর ১২.০০ রুদ্রাঙ্গী, বিকেল ৩.২৬ চেজিং, ৫.২৮ মায়োঁ, রাত ৮.০০ দ্য রিয়াল টেভর, ১০.৪৯ নবরত্ন
**স্টার মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ দ্য জাঙ্গল বুক, বিকেল ৩.১৫ ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান : ডন অফ জাস্টিস, ৫.৩০ এক্স-মেন, সন্ধে ৭.১৫ ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড, রাত ৯.০০ দ্য কনজুরিং-দ্য ডেভিল মেড মি ডু ইট, ১০.৪৫ কিংসম্যান-দ্য সিক্রেট সার্ভিস
**সোনি পিক্স :** দুপুর ২.২১ র‍্যাম্পেজ, বিকেল ৪.১০ এরিন ব্রোকোভিচ, সন্ধে ৬.২১ দ্য ডার্ক নাইট, রাত ১০.৪৪ অলিম্পাস হ্যাজ ফলেন

বন্ধন সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সজনী গো সজনী
বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

ইন্ডিয়াজ জাঙ্গল হিরোজ
বিকেল ৩.০০
অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট বিকেল ৫.৪৫ মুভিজ নাও

# বাজেয়াপ্ত গাঁজা, গ্রেপ্তার দুই

**সৌরভ রায়**

**ফাঁসিদেওয়া, ৭ জানুয়ারি :** লরিতে গোপন চেম্বার তৈরি করে কোচবিহার থেকে কল্যাণী মোড়ে গাঁজা পাচারের ছক কষা হয়েছিল। কিন্তু দুই পাচারকারীর বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্তই সব ভেস্তে দিল। গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা। ধৃতরা হল রেজ্জাক মণ্ডল (৩৪) এবং মফিজুল হক (২৫)। তারা তুফানগঞ্জের বলরামপুরের বাসিন্দা। লরি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ৭৮ কেজি গাঁজা, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ লক্ষেরও বেশি। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ধামনাগছের ঘটনা। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। পাচারে ব্যবহৃত লরিটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার অভিযুক্তরা ফুলবাড়ি হয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ধামনাগছে পৌঁছায়। এরপর কিছুটা দূরে চলেও যায় তারা। পরে আবার ধামনাগছে ফিরে এসে একটি ধাবায় খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সেই সময় খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছে সন্দেহজনক লরিটিতে তল্লাশি চালান ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকর্মীরা। সিটের নীচে গোপন চেম্বার খুলতেই পুলিশের চোখ ছানাবড়া। চেম্বারের ভিতরে থরে থরে সাজানো ছিল গাঁজার প্যাকেট। ১২টি প্যাকেট থেকে মোট ৭৭ কেজি ৮৩৬ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, মারুগঞ্জ থেকে রওনা হয়েছিল অভিযুক্তরা। কোচবিহারের চিলাখানা থেকে গাঁজা নিয়ে কল্যাণী মোড়ে তা ‘ডেলিভারি’র ছক কষা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, রেজ্জাক এর আগেও গাঁজা পাচারে ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। তবে, আরেক ধৃত মফিজুলের দাবি, সে এবারই প্রথম এই কাজ করেছে। পাচারের জন্য রনি নামে কোচবিহারের এক বাসিন্দা তাদের এই গাঁজা সরবরাহ করেছিল। রনির খোঁজ শুরু হয়েছে। মাদকের কারবারে আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানানো হতে পারে।

### Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-16, Memo No- 04/PS, dated- 06.01.2025 of Block Development Officer & Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 15.01.2025. And incase of eNIT No-17, Memo No-65/BDO, Dated-07.01.2025 last date of submission is 20.01.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO
&
E.O
Blg. P.S

### আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন প্রকারের বস্তের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৪-২৫; তারিখ: ০১-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৪-২৫; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রাণীনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-টিএসআর(পি)-১২.৮০০ টিকেএম-এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের বস্তের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৬,৬০,৪০৬.৫৫/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট/(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

### বিভিন্ন ধরনের বস্ত-এর ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৪-২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৪-২৫, কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রাণীনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-টিএসআর (পি)-১২.১৩২ টিকেএম-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বস্ত-এর ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৬,০০,৭৭৯.৫০/- টাকা, বায়নার ধন: ১২,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

### বিভিন্ন প্রকার বস্তের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৪-২৫ তারিখঃ ৩১-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের শিলিগুড়ি জংশন-নিউ মাল জংশন (এসএলজে)-টিএসআর (পি)-১৭.০০০ টিকেএমের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বস্তের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৭,৪৫,২১০.৫০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৪,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

### কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০২_২০২৫/কে/১১১৯ তারিখঃ ০৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০২_২০২৫। কাজের নামঃ (ক) "রাণীনগর জলপাইগুড়ি-কিশনগঞ্জ এবং রাণীনগর জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী-ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা করা-ক্রমে ৩ নং এবং ১ নং" এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) "হাটিওয়ার-হলদিবাড়ি এবং শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড - নতুন আরজিএম সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা-ক্রমে ৪ নং এবং ১ নং" এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩২,২৫,৯৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৬,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

### রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

বিদ্যমান সূচির সঙ্গে রঙ্গিয়া মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে ই-নিলামের যোগে জানুয়ারি/২০২৫ মাসের জন্যে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্ন অনুসারে প্রদান করা হল।

| ক্রম সংখ্যা | মাস/বৎসর | নিলাম সূচী নং. | বিদ্যমান নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ/সময় |
|---|---|---|---|
| ১ | জানুয়ারি/২০২৫ | এনএফআরআরএনওয়াইও০এন ২০২৪০১২এ | ১১-০১-২০২৫ /১০.৩০ |

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ এবং অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ডাক আহ্বান করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হল।
উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

### পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল ও ডিজিটাল) পলিসির অধীনে বিজ্ঞাপন লটের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং : এডিভিটি-মালদা-২৫-১।** **(১) আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন। সিকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো : **এএ/১,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৮০-২৩-১, ভাগলপুর। **এএ/২,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭১-২৩-১, ভাগলপুর। **এএ/৩,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১, ভাগলপুর। **এএ/৪,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৩-২৩-১, ভাগলপুর। **এএ/৫,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১, ভাগলপুর। **এএ/৬,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৬৯-২৩-১, ভাগলপুর। **এএ/৭,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৭-২৩-১, ভাগলপুর। **(২) রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন। সিকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো : **এবি/১,** এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-১৯০-২৩-১, মালদা টাউন। **এবি/২,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসডি-১৯১-২৩-১, ভাগলপুর। **(৩) রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন। সিকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো : **এসি/১,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/২,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/৩,** এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬২-২৩-১, জামালপুর। **এসি/৪,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/৫,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১, ভাগলপুর। **এসি/৬,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১, ভাগলপুর। **এসি/৭,** এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১, মালদা টাউন। **এসি/৮,** এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১, মালদা টাউন। **এসি/৯,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১, ভাগলপুর। **এসি/১০,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১, ভাগলপুর। **এসি/১১,** এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬৩-২৩-১, ভাগলপুর। **এসি/১২,** এডিভিটি-এমএলডিটি-এনএফকে-ওএসএন-২১৯-২৫-১, নিউ ফরাক্কা। **এসি/১৩,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/১৪,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২-১, ভাগলপুর। **এসি/১৫,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/১৬,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/১৭,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৫-২২-১, ভাগলপুর। **এসি/১৮,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১, ভাগলপুর। **অকশন শুরু : ২০.০১.২০২৫** সকাল ১১.৪৫ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-185/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

### স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৩২/২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে:

**ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/৫০২৯এ/ওটি/২৬৮/২০২৪-২৫**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** পরিশিষ্ট অনুসারে ৪৫০ টি এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে এয়ার ব্রেক নবীকরণ আইটেমের যোগান এবং ফিটমান্ট। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, (১) পরিমাণ: এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট, পিএল সংখ্যা: ৪২৯০৮৬১৪০০৪৩।

**ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৮৩/২৪/১০৪৯এ/ওটি/২৬৯/২০২৪-২৫**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০১-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** বিজ্ঞাপন ছাড়া ইউটিএস টিকিট প্রিন্টিংয়ের জন্যে প্রি-প্রিন্টেড টিকিট পেপার রোলস, সংলগ্ন পরিশিষ্ট "এ" অনুসারে অন্যান্য শর্তাবলি এবং বিস্তৃত স্পেসিফিকেশন অনুসারে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়াটার মার্ক সহিত উন্নত মানসম্পন্ন ভার্জিন পাল্প সাদা কাগজের ১৩০ জিএসএম (+-৫%) দ্বারা প্রস্তুত ১০৩ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের এবং ৬৪ মিলিমিটার প্রস্থ আকারের টিকিট এবং উভয় দিশার উপরে স্প্রোকেট হোলস সহিত (প্রতিরোল ৫০০ টিকিট)। স্পেসিফিকেশন নং. আইএসঃ ১৮৪৮/১৯৯১ অথবা অনন্তিম। ডিআরজি নং স্পেসিফিকেশন নং. আইএসঃ ১৮৪৮/১৯৯১ অথবা অনন্তিম অনুসারে (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) (১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো/এনএফআর (অসম) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ১৯২৯.০০। (২) পরিমাণ: গুয়াহাটি/ফর্মস/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ১১২২৬.০০, (৩) পরিমাণ: কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ৪৫০২.০০, (৪) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ৪৮০২.০০, পিএল সংখ্যা: ৮৩০৪০৪০৭।

**নোটঃ** টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি উনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

## কর্মখালি

সারদা শিশুতীর্থ সূর্য্যসেন কলোনির জন্য শিক্ষক চাই। যোগ্যতা - ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ ডিএল.এড আবশ্যক। হাতের কাজ, নাচ, অঙ্কন ও সংগীত ইত্যাদি শিক্ষা আনুষঙ্গিক বিষয়ে দক্ষ প্রার্থীর অগ্রাধিকার থাকবে। কার্যালয় সহযোগী কর্মী আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা - B.Com পাশ এবং হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে কম্পিউটারে দক্ষ। সম্পাদকের উদ্দেশ্যে দশদিনের মধ্যে আবেদনপত্র কাম্য। যোগাযোগ - ৭৩১৯০২৩০০৪। (C/114320)

## অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্র নং 164 dt 12.01.05 আমার নাম ভুল আছে এবং আমার ছেলের আধার কার্ড নং 669925317430 তার নাম ভুল থাকায় গত 06.01.25 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mominur Rahaman এবং Maminur Miah, ছেলে Nabiull Miah এবং Rabiul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দীগলহাটি, ময়নাগুড়ি, দুমুখা নয়ারহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/113149)

## কর্মখালি

Marketing person required in Petlab diagnostic centre, Siliguri. Qualification : Graduate. Ph : 8158933766. (C/114422)

●

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ফালাকাটায় প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড চাই, বেতন ১১০০০/-। M : 9733083706. (C/114423)

●

সারদা শিশুতীর্থ, তুলসীপাড়া, রূপাহার, উঃ দিঃ, উচ্চ প্রাথমিকে গণিত, ইংরেজি, জীবনবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা বিষয়ে, প্রাথমিকে শিক্ষক তদূর্ধ্ব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। বায়োডাটা জমার শেষ তারিখ ১০/০১/২০২৫ কার্যালয়ে। সংগীত, নৃত্য, তবলা দক্ষরা অগ্রাধিকার। সাক্ষাৎকার - ১২/০১/২০২৫ (দুপুর ১২টা) যোগাযোগ - ৯৩৩২০২১৩৫৬/ ৯৪৭৪৩২৪৮৩৬।

## শুভেচ্ছা

কলাশ্রী, সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষাকেন্দ্র সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি, Happy New Year 2025. অধ্যাপক - শ্রী প্রলয় সাহা, অধ্যাপিকা - শ্রীমতী ঝুমা সাহা (চক্রবর্তী)। Mobile - 9749565089. (C/114409)

## বিক্রয়

শিলিগুড়িতে মদ কারখানার বর্জ্য (কাগজ কার্টুন, বাটার পেপার, প্লাস্টিক বোতল, কাচ বর্জ্য, অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিক ক্যাপ ইত্যাদি) বিক্রয় হইবে। ক্রেতারা যোগাযোগ করুন ৯৮৭৪১৮৪২৯৮। (C/114321)

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda

### NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT-13/ MLDMCH Dated-06/01/25, Various Medicine & MSVP/E-NIT-14/ MLDMCH Dated-06/01/25, Baby Foods at Malda Medical College & Hospital, Malda. www.wbhealth.gov.in/www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in Or office of the Under signed.

MSVP, Malda MCH

### UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
### Pundibari, Cooch Behar
### Notice Inviting Tender (NIT)

Date of submission of online NITs published on 24/12/2024 have been extended up to 10/01/2025 at 06.00 p.m. for supplying (a) Equipment (b) IT Materials (c) Farm Implements (d) Fire Extinguisher & (e) Furniture. For details please visit **www.wbtenders.gov.in.**

**Registrar (Actg.)**

### NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited vide e-NIT No.- 22 (e) & 23 (e)/EO/K-I PS of 2024-25 Dated- 03.01.2025 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P & RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in / www.malda.gov.in** for details. Last date of Tender submission 20.01.2025 upto 15:00 hours.

**Sd/- Executive Officer**
**Kaliachak-I Panchayat Samity, Malda**

### TENDER NOTICE

E-NIeT No-: 20(e)/ CHL-II/B/2024-25, Dtd-06/01/2025, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in.

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block,
Malatipur, Malda

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৭৪০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৭৭৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৩৯০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৮৯৮৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৮৯৯৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

### e-TENDER

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIT No-11/APD/WBSRDA/EOI/2024-25. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
**Executive Engineer/WBSRDA/Alipurduar Division**

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারে আপনার মতামত সবাই মানতে নাও পারেন। শান্ত থাকুন। পাওনা আদায় হবে। বৃষ : পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে পেয়ে খুশি হবেন। কাজের জন্য দুশ্চিন্তা কমবে। মিথুন : দাম্পত্যে সমস্যা মিটে যাবে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। কর্কট : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাগজ হারিয়ে যেতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। জনকল্যাণে অংশ নিয়ে তৃপ্তি। সিংহ : পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে। অধিক ভোজন ক্ষতি করবে। পুরোনো ঘটনার জন্য অনুশোচনা। কন্যা : বুকের ব্যথা নিয়ে সমস্যা কমবে। বাবার পরামর্শে সংসারে শান্তি। ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরবে। তুলা : সামান্য লোভও কিন্তু আজ সমস্যা তৈরি করতে পারে। নতুন বন্ধুপ্রাপ্তি। বৃশ্চিক : বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সাবধানে থাকুন। ধনু : শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন। অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিন। মকর : অকারণে দুশ্চিন্তা। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কুম্ভ : অতি ভোগেচ্ছা সমস্যা তৈরি করবে। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। মীন : অযথা বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কন্যার শুভ সংবাদে স্বস্তি। প্রেমে মান-অভিমান চলবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ১৮ পৌষ, ৮ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৩ পুহ, সংবৎ ৯ পৌষ সুদি, ৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৪। বুধবার, নবমী দিবা ২।২ অশ্বিনীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৩৬। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৮।৫২। কৌলবকরণ দিবা ২।২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২। ৫৪ গতে গরকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। অপরাহ্ণ ৪।৩৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ২।২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৯।৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৫ গতে ৪।৪৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ অপরাহ্ণ ৪।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ২।২ গতে অপরাহ্ণ ৪।৩৬ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান শুঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ, দিবা ২।২ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দশমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৯ মধ্যে ও ১০।১ গতে ১১।২৮ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৪।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১১ গতে ৮।৫৭ মধ্যে ও ২।১ গতে ৬।২৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৩ গতে ৩।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৭ গতে ১০।৩২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# ১০ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে লিটল ম্যাগাজিন মেলা

**শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি :** এবার প্রথম শিলিগুড়িতে লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধন করতে আসছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনদিনের এই মেলা শুরু হচ্ছে ১০ জানুয়ারি। মেলায় উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার কবি, সাহিত্যিক, গল্পকাররা উপস্থিত থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মেলায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও শিলিগুড়ি কলেজ।

এবারই শিলিগুড়িতে প্রথম লিটল ম্যাগাজিন মেলা, 'উত্তরের হাওয়া'র উদ্বোধন হতে চলেছে।

### আসছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য

তিনদিন ধরে এই লিটল ম্যাগাজিন মেলায় ৮ জেলার প্রায় ৪০০ জন কবি, সাহিত্যিক অংশ নেবেন। কলেজে এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্টল হবে। এখানে হবে সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও। গত বছর কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজে এই লিটল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সোমবার মেলা নিয়ে শিলিগুড়ির সমস্ত স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মেয়র গৌতম দেব। মেলায় স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় অংশ নিতে পারবে। বৈঠক শেষে মেয়র বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরের পরিকাঠামো উন্নয়ন শুধু নয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলোর প্রতিও আমরা প্রথম দিন থেকে নজর দিয়ে আসছি। আমরা চাই, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই মেলায় বেশি করে আসুক। কারণ এখানে তিনদিন ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, গল্পকাররা থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরেও অংশ নিতে পারবে পড়ুয়ারা।'

---

উত্তরের শিকড়

## উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ শৈবতীর্থ জল্পেশ

সপ্তদশ শতাব্দীতে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ এবং তাঁর ছেলে মোদনারায়ণ বর্তমান মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এক একর জমির উপর ১২৭ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মন্দিরটি ১২৪ ফুট লম্বা এবং ১২০ ফুট চওড়া। মন্দির সংলগ্ন জায়গায় দুই একর আয়তনের সুবর্ণ কুণ্ড নামে পুকুর রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে প্রায় ২০ ফুট নীচে নেমে পুজো দিতে হয়। গোটা দেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির।

ময়নাগুড়ি শহর থেকে ইন্দিরা মোড় হয়ে সার্ক রোড ধরে গিয়ে বাঁ দিকের পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই জরদা সেতু পেরিয়ে জল্পেশ মন্দির। শিবচতুর্দশীতে জল্পেশমেলা, বৈশাখ মাসে বৈশাখীমেলা এবং শ্রাবণ মাসে শ্রাবণীমেলা হয় এখানে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রাবণীমেলা। সেসময় প্রতি বছর আট থেকে দশ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় সেখানে। প্রতিবেশী দেশ ভুটান, সিকিম, বাংলাদেশ, অসম, বিহার থেকেও অসংখ্য পুণ্যার্থী আসেন পুজো দিতে। মন্দির থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে তিস্তা এবং জলঢাকা নদীর তীরে পুণ্যার্থীদের জন্য স্নানের ঘাট করা হয়।

এছাড়া এখানে নিত্যদিনের পুজো ও ভোগ রান্না হয়। শিবচতুর্দশীর রাতে মন্দিরে পুজো হয়। মন্দির থেকে সামান্য দূরত্বে মাঠে মেলা বসে। জল্পেশমেলার মাঠে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের স্থায়ী সাংস্কৃতিক মঞ্চ রয়েছে। জল্পেশমেলার ১০ দিন এই সাংস্কৃতিক মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। মন্দির এবং এখানকার বিভিন্ন মেলাকে ঘিরে এখানে ব্যবসাও বেশ জমজমাট হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমান এখানে। বিভিন্ন মেলায় বাইরের বহু স্টল আসে এখানে প্রতি বছর নিয়মিত। পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে।

---

# দেহ ফেরানোই দুঃসাধ্য

## ভিনরাজ্যে মৃত হরিশ্চন্দ্রপুরের পরিযায়ী শ্রমিক

সৌরভকুমার মিশ্র

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ জানুয়ারি :** সংসারে চরম অভাব। আবার অসুস্থ বাবার জন্যও চিকিৎসার টাকা প্রয়োজন। সেই টাকা জোগাড়ে এবং পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফোটাতে এক মাস আগে চণ্ডীগড়ে নির্মাণশ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোহিলা গ্রামের আকালু রায় (৪৫)। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে বড়ই অঞ্চলে সোমবার দুপুরে সেখানেই মাটিচাপা পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এখন আর্থিক কারণে বাড়িতে দেহ ফেরানো নিয়ে চিন্তায় পড়েছে ওই পরিযায়ীর পরিবার। অবশ্য প্রশাসনের তরফে পরিবারটি যাতে সমস্তরকম সহায়তা পায়, তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। বছরের শুরুতেই ফের ভিনরাজ্যে মৃত্যু হল আরেক শ্রমিকের। এক মাস আগে আকালু চণ্ডীগড়ে যান। সেখানে তিনি ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণ প্রকল্পে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। গত সোমবার দুপুরে মেশিন দিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় ওই গর্তের নীচে নেমে কাজ করছিলেন আকালু। হঠাৎ গর্তের মাটি ধসে পড়ে। ধসের নীচে চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় আকালুর। প্রকল্পে নিযুক্ত সংস্থার তরফে আকালুর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আকালুর বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা এবং স্ত্রী। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

শোকে আকুল বাবা অজন রায়ের আক্ষেপ, 'সংসারের মুখে হাসি ফোটাতে এবং আমার চিকিৎসার অর্থ জোগাড় করতেই ছেলে ভিনরাজ্যে গিয়েছিল। এখন ছেলের নিথর দেহ ফিরবে বাড়িতে। এলাকায় কাজ না পেয়ে বাইরে গিয়েছিল। এরপর সংসার কীভাবে চলবে বুঝতে পারছি না। ছেলের দেহ যে ফিরিয়ে আনব, সেই টাকার সংস্থান এখনও করতে পারছি না।'

জেলা পরিষদ সদস্য তৃণমূলের মর্জিনা খাতুনের আশ্বাস, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। শুনতে পেলাম ভিনরাজ্যে নির্মাণকাজে গিয়ে মাটিচাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে আকালুর। পরিবারটি যাতে প্রশাসনের তরফে সমস্ত সহায়তা পায়, আমি সেই ব্যবস্থা করব।'

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল জানান, 'প্রশাসনের ত্রাণ তহবিল থেকে ওই শ্রমিকের পরিবারকে সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।' আকালুর মর্মান্তিক পরিণতিতে স্থানীয় শিক্ষক রফিকুল আলম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এলাকায় কর্মসংস্থান নেই। তাই স্থানীয় তরুণ, এমনকি বৃদ্ধরাও কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যাচ্ছেন। আর সাদা কাপড়ে কফিনবন্দি হয়ে এলাকায় তাঁদের দেহ ফিরছে। প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধি কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছু সরকারি সাহায্য দিয়ে তাঁরা দায় ঝেড়ে ফেলছেন।'

এদিকে কবে, কীভাবে ছেলের দেহ ফেরাবে সেই চিন্তায় আকুল আকালুর হতভাগ্য পরিবার।

---

# এলিভেটেড করিডর সেবকে

## রাস্তা সম্প্রসারণে বরাদ্দ ১৪০০ কোটি

সানি সরকার

**শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি :** ঘোষণা হয়েছিল '২৩-এর মে মাসে। অর্থ বরাদ্দ হয়ে গেল '২৫-এর শুরুতে। সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রাস্তার জন্য নীতিন গড়করির মন্ত্রক বরাদ্দ করল ১,৪০০ কোটি টাকা। ফলে বালাসন সেতু থেকে এলিভেটেড হাইওয়ের যে কাজ চলছে, তা সম্প্রসারিত হচ্ছে সেবক বাজার পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের একাধিক রাস্তা সহ সিকিমের লাইফলাইন নিয়েও নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে সড়ক পরিবহণমন্ত্রক।

বাগ্রাকোটের মতো ১০ নম্বর জাতীয় সড়ককেও নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে মন্ত্রক সূত্রে খবর। যে কারণে রাস্তাটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে। এলিভেটেড হাইওয়ের নতুন অংশের অর্থ বরাদ্দের নথি প্রকাশ্যে এনে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলছেন, 'সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটছে। পরিকল্পনামাফিক বেশ কিছু রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। ফলে পাহাড়, সমতল দুই অংশের মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরালো হবে। প্রসার ঘটবে পর্যটনে।' শিলিগুড়ি শহরকে কেন্দ্র করে রিং রোড তৈরির আশ্বাসও নতুন করে দিয়েছেন সাংসদ।

সিকিমগামী বিকল্প পথ আশা জাগিয়েছে উত্তরে। বাগ্রাকোট থেকে চুইখিম হয়ে নতুন রাস্তা ও লুপ পুল দেখতে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদেরও। পুরোদমে রাস্তাটি চালু হয়ে গেলে বাংলা-সিকিম যোগাযোগে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে। সেইসঙ্গে সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর সম্প্রসারিত হলে খুব কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে কালিম্পং ও সিকিমে। বর্ষার সময় ধসে রাস্তা অবরুদ্ধ হলেও আর ভোগান্তি থাকবে না পর্যটক ও সাধারণের।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক সূত্রে খবর, কিছুদিনের মধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। এই কাজ শেষ হবে তিন বছরের মধ্যে। অর্থাৎ ২০২৮ সালেই সেবক বাজার পর্যন্ত এলিভেটেড হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটতে পারবে।

অদূরভবিষ্যতে সেবক বাজার থেকে দ্বিতীয় করোনেশন সেতু মাথা তুলবে। যে কারণেই রাস্তাটিকে সেবক বাজার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নতুন ১৪ কিলোমিটার রাস্তায় উড়ালপুল তৈরি হবে সেবক রেলগেট সহ আরও দুটি জায়গায়। পাশাপাশি, সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নিয়েও নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছে গড়করির মন্ত্রক।

গত কয়েক বছরে বর্ষায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। একের পর এক ধসের জেরে চলতি বছরও বর্ষার সময় প্রায়দিন বন্ধ ছিল রাস্তাটি। ১০ নম্বর সড়ককে বাঁচাতে ধসপ্রবণ এলাকায় উড়ালপুল তৈরির পরামর্শ দিয়েছে জাপানের একটি সড়ক বিশেষজ্ঞ সংস্থা। ওই প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে এনএইচআইডিসিএল। এক বছরের মধ্যে ওই কাজ শুরু হয়ে যাবে বলেও প্রত্যাশী রাজু।

তাঁর বক্তব্য, 'বালাসন হয়ে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং এবং দাওয়াইপানি-তিস্তা-দার্জিলিংয়ের মধ্যে দুটি জাতীয় সড়ক তৈরির যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন, তা নিয়েও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। লোধামা, বিজনবাড়ি সহ কয়েকটি এলাকায় রাস্তা তৈরির ব্যাপারেও সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে মন্ত্রক।'

এদিনই মালদা-রতুয়া-ফুলহর সেকশনে ৫০ কিলোমিটার দুই লেনের রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা। ফলে ওই পথেও ভোগান্তি কমবে অচিরে। আপাতত সেই আশাতেই রয়েছে উত্তরবঙ্গ।

### যেমন ভাবনা

- বালাসন সেতু থেকে শালুগাড়ার সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর হচ্ছে
- রাস্তাটি সম্প্রসারিত হয়ে সেবক বাজার পর্যন্ত যাবে
- অদূর ভবিষ্যতে সেবক বাজার থেকে মাথা তুলবে দ্বিতীয় করোনেশন সেতু
- পরবর্তীতে এলিভেটেড করিডরটি দ্বিতীয় সেতুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে

---

# বিএসএফের জালে ৬ বাংলাদেশি

দীপেন রায়

**মেখলিগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি :** ভারতের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক বাংলাদেশি জঙ্গি ধরা পড়ছে। সেই কারণে দিল্লি, মুম্বই সহ বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সেই ভয়ে মুম্বইয়ে থাকা বাংলাদেশিরা দেশে ফিরে যেতে সোমবার রাতে জড়ো হয়েছিল মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়িতে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভোটবাড়ির কৃষিফার্ম সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই শিশু সহ ৬ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ।

মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় তাদের। বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃত চার বাংলাদেশি হল কাবিল শরিফ, তার স্ত্রী হাজেরা শরিফ। তাদের দুই সন্তান ইরফান শরিফ ও ইব্রাহিম শরিফ। ওই একই রাতে কৃষিফার্ম সংলগ্ন অন্য এলাকা থেকে আরেক বাংলাদেশি মহম্মদ নাদিল সর্দারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেইসঙ্গে মিঠুন রায় নামে এক ভারতীয় পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করে বিএসএফের ৯৮ ব্যাটালিয়ন। আবার কুচলিবাড়ি সীমান্তের করণ আউটপোস্টে ওই রাতে এক বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ।

বিএসএফ সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে নাদিল ও কাবিল অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। পরবর্তীতে কাবিল তার স্ত্রীকেও নিয়ে আসে। ভারতে রীতিমতো সংসার করেছিল কাবিল। ভারতেই জন্ম হয়েছে তার দুই ছেলের। করণ আউটপোস্টে যে বাংলাদেশি মহিলা ধরা পড়েছে সেও নাদিল ও কাবিলদের সঙ্গে থাকত মুম্বইয়ে। তাদের সকলের বাড়ি বাংলাদেশের নড়াইল জেলায়। মুম্বই থেকে একইসঙ্গে এসে মেখলিগঞ্জে ভাগ হয়ে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করেছিল তারা। তাদের কাছে জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

### ধরপাকড়ের জের

- ভোটবাড়ির কৃষিফার্ম সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই শিশু সহ ৬ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার
- তাঁদের সকলের বাড়ি বাংলাদেশের নড়াইল জেলায়
- মুম্বইয়ে ধরপাকড় শুরু হওয়ায় তারা সেখান থেকে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করে
- বাংলাদেশিদের সঙ্গে গ্রেপ্তার এক ভারতীয় পাচারকারী

---

# হেরিটেজ স্বীকৃতিতে বঞ্চিতই জলপাইগুড়ি

**ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির, বটেশ্বর, জটিলেশ্বর মন্দির, সদরখৈ-এর মতো শৈবতীর্থ ছাড়াও চালসা পোলো ক্লাব, মালবাজার মহকুমার একাধিক প্রাচীন গির্জা, সামসিংয়ের গুম্ফা থেকে চা কর সাহেবদের কবরখানা ও কয়েকটি মসজিদ সহ জলপাইগুড়ির ৪২টি হেরিটেজ নির্মাণের তালিকা রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে জমা পড়েছিল ২০১১ সালে।**

পূর্ণেন্দু সরকার

**জলপাইগুড়ি, ৭ জানুয়ারি :** জলপাইগুড়ি জেলার শতাধিক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও স্থাপত্যের একটিরও 'হেরিটেজ' স্বীকৃতি মেলেনি। এমনকি কোচবিহার হেরিটেজ শহর হলেও এখানকার প্রাচীন নির্মাণগুলি নিয়ে গত এক দশকে কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। যদিও ২০১১ সালে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তরবঙ্গজুড়ে সম্ভাব্য হেরিটেজ তালিকা তথ্য ও ছবি সহকারে পাঠিয়েছিল। আজও জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে সেই স্বীকৃতি অথই জলে।

রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সদস্য জলপাইগুড়ির ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, '১০০ বছর বা তার বেশি পুরোনো সম্পত্তি বা স্থাপত্যকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আমি কমিশনের সদস্য হওয়ার পর একটি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলাম।'

জলপাইগুড়ি শহরে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা পূর্ত দপ্তরের বিপরীতে কোচবিহার মহারাজার তৈরি করা আয়রন হাউস আজ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চা বাগানের সাহেবদের তৈরি ক্লাব রোডের ইউরোপিয়ান ক্লাবের অবস্থাও জরাজীর্ণ। তেলিপাড়ার তত্ত্ববিদ্যা ভবনের বারান্দায় চায়ের দোকান বসে। সমাজপাড়ার আর্যনাট্য ভবনের পুরানো মঞ্চ খুলে নতুন করে করা হয়েছে। ভবনের মাঠ ঐতিহাসিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সভা সমিতির স্মৃতি নিয়ে অযত্নে পড়ে রয়েছে। নয়াবস্তির প্রাচীন ব্যাপটিস্ট চার্চ নিজেদের অসুবিধার কথা ভেবে প্রাচীন কাঠামো ভেঙে নতুন গির্জা বানিয়েছে।

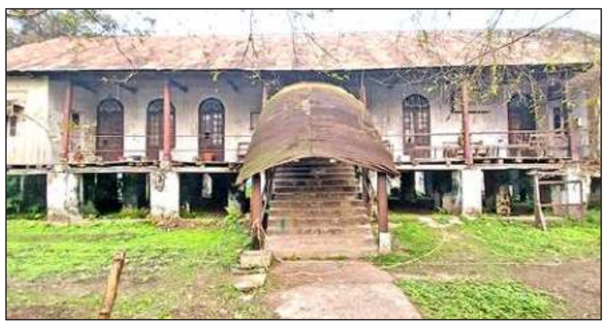

শিক্ষা দপ্তরের আয়রন হাউস।

কালেক্টরেট রোডে সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চটি এখনও অপেক্ষায় আছে কবে হেরিটেজ স্বীকৃতি মিলবে। বৈকুণ্ঠপুর রাজপ্রাসাদের এক অংশ এখন খণ্ডহর। অন্য অংশ মেরামত করে পরিবারের লোকজন থাকেন। রাজবাড়ির হেরিটেজ সম্পত্তি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা চলছে। শুধু জলপাইগুড়ি শহরের সম্ভাব্য হেরিটেজ নির্মাণের ছবিটা এতটাই বিবর্ণ।

ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির, বটেশ্বর, জটিলেশ্বর মন্দির, সদরখৈ-এর মতো শৈবতীর্থ ছাড়াও চালসা পোলো ক্লাব, মালবাজার মহকুমার একাধিক প্রাচীন গির্জা, সামসিংয়ের গুম্ফা থেকে চা কর সাহেবদের কবরখানা ও কয়েকটি মসজিদ সহ জলপাইগুড়ির ৪২টি হেরিটেজ নির্মাণের তালিকা রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে জমা পড়েছিল ২০১১ সালে। পরে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন থেকে সেই তালিকা বাড়িয়ে শতাধিক করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনও আগ্রহই দেখায়নি রাজ্য হেরিটেজ কমিশন।

আর্যনাট্য সমাজের কাঠের মঞ্চে শিশির ভাদুড়ি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, কেলুচরণ মহাপাত্রর মতো দিকপালরা অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হল, রাজ্য হেরিটেজ কমিশন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালকেই উত্তরবঙ্গের নোডাল এজেন্সি করে হেরিটেজ সম্পত্তির তালিকা পাঠাতে বলেছিল। সেইসময় থেকে গত বছর অক্টোবর পর্যন্ত কমিশনে উত্তরবঙ্গ থেকে একজন প্রতিনিধিকেও রাখা হয়নি।

গত নভেম্বরে আনন্দগোপাল ঘোষকে সদস্য করা হয়। কিন্তু এতদিনেও একবারের জন্য প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে বা জলপাইগুড়ি নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত তালিকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেনি কমিশন।

---

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা শেখ মুজিবর রহমান - কে 13.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82K 98342 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে একটি নতুন জীবন উপহার দিয়েছে। এই বয়সে এটি আমার জন্য অকল্পনীয় একটি সাহায্য, কারণ নিজের আর্থিক স্থিতিশীলতার সাথে বেঁচে থাকাই জীবনের আসল শক্তি। আমার সমস্ত ধন্যবাদ ডিয়ার লটারিকে জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Government of India
Atal Pension Yojana
A PENSION SCHEME GUARANTEED BY GOVERNMENT OF INDIA
pfrda

অটল পেনশন যোজনায়
নিয়মিত কিস্তি জমা করুন,
এবং একটি সুন্দর জীবন
যাপন করুন মাথা উঁচু করে

৬০ বছর বয়স থেকে নিশ্চিত সুবিধা পেতে অটল পেনশন যোজনায় নিয়মিত কিস্তি জমা করা বাধ্যতামূলক।

'ব্যাংকবিহীন অর্থ ব্যাংকে জমা করা, অনিহিত অর্থ তহবিলে জমা করা এবং অসংরক্ষিত অর্থ সংরক্ষণ করা হল তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য এই প্রচেষ্টার দ্বারা ভারতীয় নাগরিকদের একটি সুখসমৃদ্ধি সম্পন্ন, মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারণ করতে সাহায্য করা।'
নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

1. সারাজীবনের জন্য নিশ্চিত সর্বনিম্ন মাসিক পেনশন (টাঃ ১০০০ থেকে টাঃ ৫০০০)
2. একই নিশ্চিত পেনশনের অর্থমূল্য গ্রাহকের মৃত্যুর পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ হবে।
3. দুজনের মৃত্যুর পরবর্তীতে তাদের ৬০ বছর অবধি সঞ্চিত সংকলিত অর্থমূল্য মনোনীত ব্যক্তির কাছে ফেরত দেওয়া হবে।

এখন পর্যন্ত ৬.৮৫ কোটি গ্রাহক অটল পেনশন যোজনায় নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

যোগ্যতা ঃ ভারতীয় নাগরিক যাদের বয়স ১৮-৪০ বছরের মধ্যে এবং যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁরা অটল পেনশন যোজনায় যোগদান করতে পারবেন।

কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন এপিওয়াই-এ নিজের নাম নথিভুক্ত করার জন্য

নিজের নিকটবর্তী ব্যাংক/পোস্ট অফিসে আজই যোগাযোগ করুন অথবা কল করুন ১৮০০১১০০৬৯ (টোল ফ্রি) অথবা www.pfrda.org.in ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন।

CBC-15113/15/0003/2425

# এনকোয়াসে রাজ্যে দ্বিতীয় জেলা

## পুরস্কৃত আলিপুরদুয়ারের একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** এনকোয়াস অর্থাৎ ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্স পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান পেল আলিপুরদুয়ার। কয়েকদিন আগেই নাকি কলকাতায় এই বিষয়টি জানানো হয়। মঙ্গলবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের একটি অনুষ্ঠান করে বিষয়টি জানানো হয়। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলায় যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি এনকোয়াস পাশ করেছে তাদেরও পুরস্কার দেওয়া হয়।

এবিষয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এনকোয়াস হল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর গুণগতমান বিচারের পরীক্ষা। রাজ্যের মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা এই বিষয়টিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম হয়েছে কোচবিহার। এটার জন্য পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে।'

তাঁর আরও সংযোজন, জেলায় মোট যতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল রয়েছে তাদের মধ্যে কতগুলো এনকোয়াস পরীক্ষায় বসে পাশ করেছে সেই শতাংশের হিসেবে রাজ্য স্তরে পুরস্কার পাওয়া যায়। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুপ্রিয় চৌধুরীও। কৃষ্ণেন্দু জানান, এদিন ২০টি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই জায়গাগুলোর সার্টিফিকেট এসেছে। তবে জেলায় এখনও পর্যন্ত ৩৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এনকোয়াস পরীক্ষায় পাশ করেছে। আগামী দু'মাসের মধ্যে আরও ৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরীক্ষায় বসবে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জেলা শাসক ও স্বাস্থ্যকর্তারা। মঙ্গলবার।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র অংশ নিতে পারে। এজন্য প্রথমে আবেদন করতে হয়। এরপর কেন্দ্র থেকে একটি দল এসে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে। যদি সব কিছু ঠিক থাকে তবে এই পরীক্ষায় পাশ করলে তিন বছর ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা করে অনুদান পায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো। হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে প্রতি বেড হিসেবে টাকার অঙ্ক ঠিক হয়।

গত দেড় বছরে জেলার যে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো এনকোয়াস পরীক্ষায় পাশ করেছে এদিন তাদের সার্টিফিকেট ও মেমেন্টো দেওয়া হয়। জেলার একমাত্র বড় হাসপাতাল হিসেবে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এই পুরস্কার পায়। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার শহরের আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র-১ পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্লকের ১৭টি হেলথ ও ওয়েলনেস সেন্টার এদিন পুরস্কার পায়। শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আবার লেবার রুম কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পে দু'বছর ভালো ফল করার জন্য পুরস্কার পায়। এই প্রকল্পে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের লেবার রুমের পরিকাঠামো বিচার করে পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন পুরস্কার নেওয়ার পর বেশ খুশি দেখা যায় স্বাস্থ্যকর্মীদের। তবে স্বাস্থ্যকর্তারা তাঁদের সাবধানও করে দেন। পুরস্কার পাওয়ার পর কাজে ঢিলেমি যেন না হয়, আগামীতে জেলাকে যেন দ্বিতীয় স্থান থেকে এক নম্বর জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় সেটার জন্যও কাজ করার পরামর্শ দেন জেলা স্বাস্থ্যকর্তারা।

### একনজরে

- জেলার একমাত্র বড় হাসপাতাল হিসেবে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এই পুরস্কার পায়
- আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে
- আলিপুরদুয়ার শহরের আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র-১ পুরস্কার পেয়েছে
- বিভিন্ন ব্লকের ১৭টি হেলথ ও ওয়েলনেস সেন্টার এদিন পুরস্কার পায়
- শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র লেবার রুম কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পে দু'বছর ভালো ফল করার জন্য পুরস্কার পেয়েছে

শিশুঝুমরায় বাঁশ বেঁধে পথ অবরোধে স্থানীয়রা। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

## নিষেধাজ্ঞার পরও ভারী যানবাহন চলছে

# ধুলোয় নাজেহাল, ৪ ঘণ্টা অবরোধ

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**বীরপাড়া, ৭ জানুয়ারি :** রাস্তায় ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ। এমনটা জানিয়ে কয়েক বছর আগে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল পুলিশের তরফে। তারপরেও সেই নিষেধাজ্ঞাকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বছরের পর বছর সেখানেই চলছে ভারী যানবাহনের চলাচল। যার জেরে ধুলোয় নাজেহাল স্থানীয় বাসিন্দারা। এর আগে সমস্যা মেটাতে ভারী যান চলাচল বন্ধ করা এবং বিশেষ করে রাস্তায় জল ঢালার দাবিতে ২৬ ডিসেম্বর এথেলবাড়ির রহিমপুর মোড় থেকে সরুগাঁওবস্তি যাতায়াতের রাস্তাটি অবরোধ করেছিলেন শিশুঝুমরার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার ফের একই জায়গায় ওই রাস্তাটি চার ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন ভুক্তভোগীরা। ঘটনাস্থলে যায় বীরপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় কারখানা মালিকরা রাস্তায় জল ঢালার প্রতিশ্রুতি দিলে পৌনে ২টা নাগাদ অবরোধ উঠে যায়।

বিভিন্ন কাজের জন্য শিশুঝুমরা, রহিমপুর, সরুগাঁওবস্তির বাসিন্দারা এই রাস্তাটির ওপর নির্ভরশীল। এলাকায় একাধিক কারখানা রয়েছে। কারখানার সামগ্রীবোঝাই গাড়িগুলি ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। একসময় ওই রাস্তায় ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সাইনবোর্ড লাগিয়েছিল বীরপাড়া থানা। এরপরও কীভাবে বছরের পর বছর ভারী যানবাহন চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা। শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৪, ১৫৫ এবং ১৫৬ নম্বর পার্টের বাসিন্দারা এদিন সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ পথ অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে যান এথেলবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জগদীশ। তবে এলাকায় ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি তিনি জানেনই না, বলে দাবি তাঁর। তিনি বলেন, '২০-২৫ বছর ধরে কারখানা চলছে। যান চলাচল নিয়ে পুলিশও আপত্তি করেনি। তবে, এনিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেছি।'

স্থানীয় বাসিন্দা রাজকুমার শর্মা জানিয়েছেন, বারবার আপত্তি করেও লাভ হচ্ছে না। ওভারলোডিং করে যানবাহন চলছেই। রাস্তা ঘেঁষা বাড়ি এবং দোকানপাটে মানুষের থাকা সমস্যা। আরেক বাসিন্দা লাল মুর্মুর ক্ষোভ, 'কারখানা মালিকদের একাধিকবার রাস্তায় জল ঢালার দাবি জানানো হয়েছিল। আজ পর্যন্ত জল ঢালা শুরু করেনি।' এদিকে, এই নিয়ে আন্দোলন করায় তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় মকবুল হক। তাঁর কথায়, 'মানুষের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করায় আমার ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমাদের সমস্যাকে প্রশাসন গুরুত্বই দিচ্ছে না।' এদিন প্রথমে রাস্তায় কারখানার ব্যবহৃত জল ঢালার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এনিয়েও প্রতিবাদ করেন স্থানীয়রা।

ভারী যান চলাচল নিয়ে মন্তব্য করেননি বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। তিনি বলেন, 'গ্রামবাসীরা কেবলমাত্র রাস্তায় জল ঢালার দাবি জানিয়েছেন। রাস্তায় নোংরা জল ঢালা নিয়েও গ্রামবাসীরা আপত্তি করেছেন। কারখানা মালিকদের বলা হয়েছে, রাস্তায় নোংরা জল ঢালা যাবে না।'

তুলসীপাড়ায় বাজেয়াপ্ত মদ, বিয়ার ও ধৃত পাচারকারীকে নিয়ে আবগারি দপ্তরের ফোটোসেশন। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

# ২০ লক্ষের মদ বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার ১

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**বীরপাড়া, ৭ জানুয়ারি :** মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ভুটান সীমান্ত লাগোয়া চা বাগানগুলি বেআইনিভাবে ভুটানি মদ পাচারের অন্যতম ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোরাপথে মদ নিয়ে এসে মজুত করা হচ্ছে চা বলয়ে। তারপর সেগুলি ছড়িয়ে পড়ছে এদেশের বিভিন্ন এলাকায়। আবগারি দপ্তর, পুলিশ এবং এসএসবি'র অভিযানে বারবার বিষয়টি সামনে আসছে। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত বীরপাড়া থানার তুলসীপাড়া চা বাগানে অভিযান চালায় আবগারি দপ্তর। এই অভিযানে বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার, কুমারগ্রাম, কালচিনি সার্কেল, আলিপুরদুয়ার আরপিইউ এবং জয়গাঁ স্টেশনের কর্মী ও আধিকারিকরা ২০ লক্ষ টাকার অধিক মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। পাশাপাশি প্রাণেশ থাপা নামে এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরেক পাচারকারী রাধিকা লামা পলাতক। আলিপুরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ এক্সাইজ উগেন সেওয়াং, বীরপাড়া এবং আলিপুরদুয়ারের ডিইসি যথাক্রমে সাহেব আলি ও প্রভাত ছেত্রী এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। অভিযানে প্রায় ৭৩৭.৬৪ লিটার ভুটানি মদ ও ৪২১ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত মদের বাজারদর ২০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭০০ টাকা। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে খবর, তুলসীপাড়ার মন্দোজ লাইনের দুই পাচারকারী নিজেদের বাড়িতে ওই বিপুল পরিমাণ মাদক বেআইনিভাবে মজুত করেছিল।

বীরপাড়ার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি বলছেন, 'একইসঙ্গে প্রত্যেকটি এলাকায় নজরদারি চালানো কঠিন। তবে চোরাচালান রুখতে সক্রিয় আমরা।'

বীরপাড়া থানার মাকড়াপাড়া ও লঙ্কাপাড়া চা বাগান দুটি ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা। সীমান্তে খুব একটা কড়া নজরদারি নেই। সীমান্ত থেকে ভুটানের একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত বিনা পাসপোর্টে ঘুরে আসতে পারেন ভারতীয়রা। সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে পাচারকারীরা। দিনেরবেলাতেই গাড়িতে করে লুকিয়ে ভুটানি মদ আনা হচ্ছে এদেশে। গত বছরের ২০ ডিসেম্বর মাকড়াপাড়া চা বাগানে ভুটান ফেরত একটি ভারতীয় গাড়ি থেকে ৭৭ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৫ নভেম্বর রাঙ্গালিবাজনায় মহাসড়কে মালবাহী গাড়ি থেকে ৪৬৮ লিটার বিয়ার, ৫ নভেম্বর বীরপাড়া চৌপথিতে যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে ৯৭ লিটার ভুটানি মদ ও বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তবে পাচার আটকানো যায়নি তার প্রমাণ এদিনের মাদকের পরিমাণ। পাচারকারীরা সফল বলেই বেশি বেশি মদ এদেশে নিয়ে আসছে। তাই মদ পাচার রুখতে সীমান্তে নজরদারি বা ড়ানোর দাবি উঠছে।

### সীমান্তে সাফল্য

| সময় | বাজেয়াপ্ত মাদকের পরিমাণ | এলাকা |
|---|---|---|
| ১৭ নভেম্বর | ২২৩ লিটার | টোটোপাড়া মোড় |
| ৩০ অক্টোবর | ৭১৭ লিটার | দলমোর এলাকা |
| ২৬ অক্টোবর | ২৬৭ লিটার | মুজনাই চা বাগান |
| ১৮ অক্টোবর | ৭৯৩ লিটার | রামঝোরা চা বাগান |
| ৮ জুলাই | ৮৪ লিটার | মাকড়াপাড়া |

## টুকরো খবর

### হাতির আতঙ্ক

**সোনাপুর, ৭ জানুয়ারি : সোমবার সারারাত আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা, উত্তর কামসিং, দক্ষিণ কামসিং সহ বিভিন্ন এলাকায় দাপিয়ে বেড়াল একটি হাতি। মঙ্গলবার সকালে সেটিকে চিলাপাতার জঙ্গলে ফেরায় বন দপ্তর। চিলাপাতার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই হাতি লোকালয়ে চলে আসে। হাতি বের হওয়ার খবরে সারারাত আতঙ্ক থাকে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। সকালে হাতিটি মথুরা চা বাগানের একাংশ ফেন্সিং নষ্ট করে।**

### সামগ্রী বিতরণ

**হাসিমারা, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার হাসিমারার সুভাষিণী চা বাগানের হাসপাতালে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত হাসিমারা এমইএস-এয়ারফোর্স ক্যাজুয়াল লেবার ইউনিয়নের তরফে চিকিৎসাসামগ্রী বিতরণ করা হল। সংগঠনের সম্পাদক কৈলাস ছেত্রী জানান, এদিন একটি হুইলচেয়ার, দুটি স্ট্রেচার, দুটি স্যালাইন স্ট্যান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে। অন্তত ৩০ জন রোগীকে ফলমূল দেওয়া করা হয়েছে।**

### প্রতিষ্ঠা দিবস

**কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল কুমারগ্রাম ব্লক কমিটি। ৩০ বছরে পদার্পণ করল কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি। পূর্ব চকচকায় জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন করেন কেপিপি'র সদস্যরা।**

### পথসভা

**জটেশ্বর, ৭ জানুয়ারি : আগামী ২৩ জানুয়ারি কোচবিহার জেলায় সন্তানদলের তরফে সমাবেশ ও মহামিছিল হবে। সমাবেশকে সফল করতে মঙ্গলবার জটেশ্বর বাজারে পথসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন সন্তানদল কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বভারতীয় সভাপতি শংকর সরকার সহ অনেকে।**

## রাজস্ব গ্রাম করার দাবি

# ডিএমের সঙ্গে বৈঠক পর্যটন ব্যবসায়ীদের

**অসীম দত্ত**

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার সাতসকালে আলিপুরদুয়ার থেকে ফিরে গিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। আর পর্যটনমন্ত্রী ফিরে যেতেই বক্সার ৩৬টি রেভিনিউ ভিলেজ (রাজস্ব গ্রাম) নিয়ে জেলার বিভিন্ন পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে সকাল ১১টায় ডুয়ার্সকন্যায় বৈঠক করলেন জেলা শাসক এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এডিএম। বৈঠকে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে বক্সার রাজস্ব গ্রামের বিষয়ে বিশদে জানতে চান।

পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির তরফে তৎকালীন বাম জমানায় রাজস্ব গ্রাম নিয়ে লিখিত একটি ঘোষণাপত্র তুলে ধরা হয়। সেই ঘোষণাপত্রে সরকারের যে বিবৃতি রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, জয়ন্তী সহ ৩৬টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল বক্সা টাইগার রিজার্ভের ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারির বাইরে। ওই ৩৬টি গ্রামের যে পরিমাণ জমি রয়েছে, সেই সমপরিমাণ জমি বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে। তাই ওই সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলিকে রাজস্ব গ্রামে পরিণত করতে কোনও সমস্যা নেই বলে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির দাবি।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'জেলা শাসক রাজস্ব গ্রামের বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। আমরা ১৯৮৯ সালের রাজ্য সরকারের লিখিত ঘোষণা তুলে ধরেছি। সেই ঘোষণায় সাফ উল্লেখ রয়েছে বক্সার ৩৬টি রাজস্ব গ্রামকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ওই ৩৬টি রাজস্ব গ্রামের সমপরিমাণ জমি সেই সময় বক্সা টাইগার রিজার্ভকে প্রদান করেছিল তৎকালীন সরকার। পরবর্তীতে ডুয়ার্সের পর্যটনের প্রসার ও বিকাশের জন্য ওই গ্রামগুলোতে ধীরে ধীরে হোমস্টে গড়ে তুলে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।'

বৈঠকে জেলা শাসক পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'রাজ্যের তরফে আপনাদের সমস্ত রকম আইনি সহায়তা দেওয়া হবে।'

বক্সা টাইগার রিজার্ভে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ২০১৫ সালে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের দায়ের করা একটি মামলায় ২০২২ সালে গ্রিন ট্রাইবিউনাল বক্সার হোমস্টে বন্ধের রায় দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে পালটা পিটিশন দাখিল করে পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠন। হাইকোর্ট গ্রিন ট্রাইবিউনালের সেই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে। আগামী ১০ জানুয়ারি ফের ওই মামলার শুনানি রয়েছে।

ডুয়ার্স ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভাপতি পার্থসারথি রায়ের বক্তব্য, 'গ্রিন ট্রাইবিউনাল যে রায় দিয়েছে সেই রায় অবৈধ। তাই হাইকোর্টে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করেছি। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চেয়েছি। রাজ্য সরকার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। পর্যটনমন্ত্রীও তা স্পষ্ট করেছেন।'

> জেলা শাসক রাজস্ব গ্রামের বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। আমরা ১৯৮৯ সালের রাজ্য সরকারের লিখিত ঘোষণা তুলে ধরেছি। সেই ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে বক্সার ৩৬টি রাজস্ব গ্রামকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ওই ৩৬টি রাজস্ব গ্রামের সমপরিমাণ জমি সেই সময় বক্সা টাইগার রিজার্ভকে প্রদান করেছিল তৎকালীন সরকার। গ্রামগুলোতে হোমস্টে গড়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।
>
> **মানব বক্সী,** সম্পাদক, ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন

### নেতার সাক্ষাতে

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গে জলপাইগুড়িতে সাক্ষাৎ করল আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল। বর্তমানে শুভঙ্কর উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন। ডুয়ার্স উৎসব থাকায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আলিপুরদুয়ার সফর বাতিল করা হয়েছে বলে জলপাইগুড়িতে গিয়ে এই সাক্ষাৎ। দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'আগামী মাসে ওঁকে জেলায় আসতে অনুরোধ করা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে আমাদের প্রায় দু-ঘণ্টা সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে।'

### পুড়ল টোটো

**ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি :** সোমবার রাতে ফালাকাটার ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমাইল এলাকার বাসিন্দা পেশায় টোটোচালক ধনেশচন্দ্র বর্মনের বাড়িতে রাখা টোটোতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। প্রতিদিনের মতো ধনেশ রাতের খাবার খেয়ে টোটো চার্জে বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ মাঝরাতে তিনি বাথরুমে যাওয়ার সময় দেখেন তাঁর টোটোটি জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে তুলে সবার সহযোগিতায় জল ঢেলে সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। শর্টসার্কিটের ফলে এই ঘটনা বলে অনুমান পরিবারের।

### ন্যাপকিন বিলি

**ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার দুপুরে ফালাকাটা ব্লকের তালুকেরটারিতে ঐক্যতান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সচেতনতা শিবির করে। কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়। আলোচনা শেষে ওই শিবিরে ৩০ জন কিশোরীর মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিলি করা হয়।

# টোটোপাড়া থেকে সরকারি বাস চালু

**মাদারিহাট, ৭ জানুয়ারি :** গতবছর মে মাস থেকে বন্ধ ছিল টোটোপাড়া থেকে আলিপুরদুয়ার যাতায়াতের সরকারি বাস পরিষেবা। সেসময় বর্ষাকালে বেহাল রাস্তার অজুহাত দেখিয়ে পরিষেবাটি বন্ধ করা হয়েছিল। অথচ এখন রাস্তা যানবাহন চলাচলের জন্য যথেষ্ট ভালো। তা সত্ত্বেও কেন পরিষেবা চালু হচ্ছে না, এই প্রতিবেদন সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। আর তাতেই নড়েচড়ে বসেন এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান সহ অন্য আধিকারিকরা। মঙ্গলবার থেকে বাস পরিষেবা চালু হয় ওই রুটে।

মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান বলেন, 'আমি টোটোপাড়ায় থাকি। এখানকার মানুষ কত কষ্ট করে যাতায়াত করেন, আমি জানি। সরকারি বাসটি চালু থাকলে অনেক সুবিধা হয়। সাত মাস পরিষেবা বন্ধ থাকার পর অবশেষে বাসটি চালু হওয়ায় আমরা খুশি। তবে আমাদের দাবি আরও একটি বাস উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পর্যন্ত দেওয়া হোক।' এর আগে আশার বক্তব্য ছিল, 'দিদিকে বলো' নম্বরে, এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়কে তিনি টোটোপাড়া-আলিপুরদুয়ার বাস পরিষেবা চালুর দাবি জানিয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার দ্বারস্থও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কাজ হয়নি। অবশেষে সংবাদপত্রে খবর বেরোতেই সমস্যার সমাধান হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

টোটো কল্যাণ সমিতির সভাপতি অশোক টোটো বলেন, 'আমরা চাই বাসটি সারাবছর ধরেই যেন চলাচল করে। অন্যান্য গাড়ি নির্বিঘ্নেই ওই রুটে যাতায়াত করছে। বাসের ক্ষেত্রেও অসুবিধা থাকার কথা নয়।'

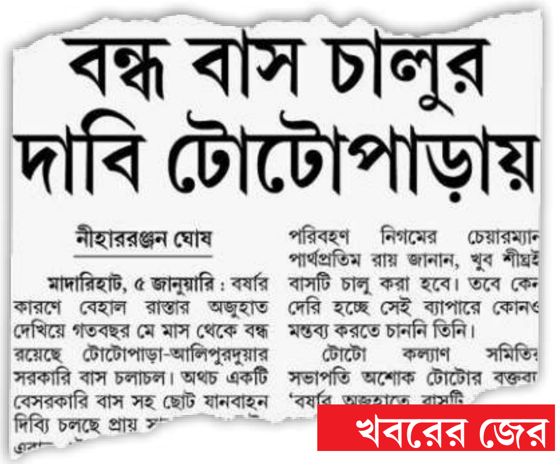
বন্ধ বাস চালুর দাবি টোটোপাড়ায়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৫ জানুয়ারি : বর্ষার কারণে বেহাল রাস্তার অজুহাত দেখিয়ে গতবছর মে মাস থেকে বন্ধ রয়েছে টোটোপাড়া-আলিপুরদুয়ার সরকারি বাস চলাচল। অথচ একটি বেসরকারি বাস সহ ছোট যানবাহন দিব্যি চলছে প্রায়

পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, খুব শীঘ্রই বাসটি চালু করা হবে। তবে কে দেরি হচ্ছে সেই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাননি তিনি।

টোটো কল্যাণ সমিতি সভাপতি অশোক টোটোর বক্তব

খবরের জের

# উৎসব থেকে চলে গেলেন বাংলাদেশি প্রবীণা

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** সোমবার বিকেলে ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে একটি স্টল ঘিরে বিতর্ক ছড়ায়। বাংলাদেশ থেকে আসা সুনীতা গোমেস নামে এক প্রবীণা ওই স্টলে পোশাক ও বাংলাদেশের নোনা ইলিশ বিক্রি করছিলেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে আলোচনা শুরু হতেই ওই মহিলা তখনকার মতো স্টল বন্ধ করে দেন। সুনীতা জানিয়েছিলেন, তাঁর বাড়ি ঢাকায়। তবে তিনি ভিসায় এদেশে এসেছেন, নাকি বর্তমানে তিনি এই এলাকার বাসিন্দা, সেটা পরিষ্কার করেননি। মঙ্গলবার সকালে ওই মহিলা স্টল খালি করে চলে যান।

ডুয়ার্স উৎসব কমিটি আগেই ঘোষণা করেছিল যে, এবছর বাংলাদেশের কোনও স্টল আসবে না। কেননা বাংলাদেশের সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক নয়। তবে এসবের মাঝে বাংলাদেশের ওই মহিলার স্টল দেওয়ার ব্যাপারটি উঠে আসে চর্চায়। এদিন প্যারেড গ্রাউন্ডে ডুয়ার্স উৎসবে গিয়ে দেখা গেল, ওই প্রবীণা যে ৩০ নম্বর স্টলে কাপড় বিক্রি করছিলেন, সেই স্টল ফাঁকা। দুপুরে আবার ওই স্টলে দেখা যায়, একটি সিকিউরিটি কোম্পানি তাদের ব্যানার লাগিয়েছে। তাদের নাকি সেখানে স্টল করার অনুমতি দিয়েছে ডুয়ার্স উৎসব কমিটি।

গতকাল পর্যন্ত যে মহিলা পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন? এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে ওই স্টলের পাশের স্টলের লোকেরা জানালেন, এদিন সকালে তিনি সব জিনিস নিয়ে চলে গিয়েছেন। রাতেই নাকি তিনি স্টল থেকে সব জিনিস গোছানোর কাজ শুরু করেছিলেন। রাতের মধ্যেই সব প্যাকিং হয়ে গিয়েছিল। এদিন ডুয়ার্স উৎসব কমিটি জানায়, তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন জানার পরই তাঁকে স্টল তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়।

ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সম্পাদক অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'বিষয়টি নজরে আসার পরই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স্টল বন্ধ করতে বলা হয়েছে। ওই মহিলা জানিয়েছিলেন, তাঁর বাড়ি কলকাতায়। আমাদের একটা ভুল ছিল যে, আধার কার্ড দেখা হয়নি। তাহলে এটা হত না। আগামী বছর থেকে যাঁরা স্টল দেবেন, সবার আধার কার্ড দেখা হবে।'

উৎসব কমিটি সতর্ক থাকার কথা থাকলেও, ওই মহিলার এভাবে স্টল দেওয়া এবং এভাবে প্রায় চুপিসারে চলে যাওয়া নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন থাকছে। অন্য স্টলকর্মীদের বক্তব্য, ওই মহিলা যদি নোনা ইলিশ বিক্রি না করতেন, তাহলে বোঝার উপায় ছিল না যে তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। সচেতন না থাকলে এভাবে যে কেউ খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে স্টল দিতে পারে। সেক্ষেত্রে অঘটন ঘটারও সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ডুয়ার্স উৎসবের ৩০ নম্বর স্টলে বসেছে সিকিউরিটি কোম্পানি।

> বিষয়টি নজরে আসার পরই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স্টল বন্ধ করতে বলা হয়েছে। ওই মহিলা জানিয়েছিলেন, তাঁর বাড়ি কলকাতায়। আমাদের একটা ভুল ছিল যে, আধার কার্ড দেখা হয়নি। তাহলে এটা হত না। আগামী বছর থেকে যাঁরা স্টল দেবেন, সবার আধার কার্ড দেখা হবে।
>
> **অনুপ চক্রবর্তী,** সম্পাদক, ডুয়ার্স উৎসব কমিটি

### ৭৫ বছরে পা

**বারবিশা, ৭ জানুয়ারি :** নতুন ইংরেজি বর্ষে ৭৫ বছরে পা রাখল বারবিশা উচ্চবিদ্যালয়। যে কারণে গোটা বছর ধরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

প্রধান শিক্ষক বিমলকুমার বসুমাতা বলেন, 'প্রভাতফেরির মধ্য দিয়ে ১২ জানুয়ারি মূল পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হবে। বছরভর নানা সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পালিত হবে প্ল্যাটিনাম জুবিলি।'

চলতি কা নাম গাড়ি।। ডুয়ার্স উৎসবে মঙ্গলবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

# চার মাস খোঁজ মেলেনি শ্রমিকের

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**বীরপাড়া, ৭ জানুয়ারি :** রুজির টানে মুম্বইয়ে শ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছিলেন বীরপাড়া থানার শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুদা ওরাওঁ। যাওয়ার পথে ট্রেন থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান ফুদা। তারপর থেকেই বছর ষাটের ফুদাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। দিন যত এগোচ্ছে চিন্তা ততই বাড়ছে ফুদার পরিবারে। মঙ্গলবার বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানালেন, পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সরুগাঁওবস্তি এলাকায় ফুদার বাড়ি। পরিবার সূত্রে খবর, ফুদা এর আগেও মুম্বইয়ে শ্রমিকের কাজ করেছেন। তাঁর ছেলে রাজা ওরাওঁ চেন্নাইয়ে একটি হোটেলে কাজ করেন। রাজা জানালেন, গত ১ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি রেলস্টেশন থেকে মুম্বইয়ের ট্রেনে চাপেন তাঁর বাবা। সেসময় বছর ষাটের ফুদার কাছে কোনও মোবাইল ফোন ছিল না। ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফুদার কোনও খোঁজ মেলেনি। ১০ সেপ্টেম্বর বীরপাড়া থানায় মিসিং ডায়েরি করেন পরিবারের সদস্যরা।

এদিন রাজা বলেন, ‘মুম্বই থেকে বাবার কর্মস্থল আরও আট ঘণ্টার পথ। কিন্তু এক সপ্তাহ পেরোলেও বাবার কোনও খবর পাইনি। তারপর আমি তাকে খুঁজতে বের হই। মুম্বই হাইওয়ে, পুনে হাইওয়ের বিভিন্ন হোটেল, ধাবায় বাবার ছবি দেখিয়ে খোঁজ করেছি। পুনে রেলস্টেশনে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেও বাবার সন্ধান পায়নি আরপিএফ। আরও কয়েকটি স্টেশনে বাবার খোঁজ করেছিলাম। কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি।’

প্রায় চার মাস পরেও নিখোঁজের কোনও খবর না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হতাশ। মঙ্গলবারও ফুদার স্ত্রী সুমারি ওরাওঁয়ের চোখে জল। চোখের জল মুছে তিনি বললেন, ‘আমার স্বামী এর আগেও ট্রেনে মুম্বই যাতায়াত করেছে। এবার ট্রেনে কোনও বিপদে পড়েছিল কি না জানি না। সারাক্ষণ মানুষটার চিন্তায় দিন কাটছে।’

ফুদার দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বাড়িতে রাজা ও সুমারি রয়েছেন। সম্প্রতি বীরপাড়া থানার গোপালপুর চা বাগানের এতোয়া ওরাওঁ কেরলে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে মারা যান। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্জয় শৈবর ক্ষতবিক্ষত দেহ দিল্লিতে রেললাইন থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশের মাধ্যমে তাঁদের মৃত্যুর খবর বাড়িতে এসে পৌঁছায়। যতদিন না ফুদার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ওই পরিবারে কেউই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন না।

নিখোঁজ ফুদা ওরাওঁ।

### দুশ্চিন্তা

- সেপ্টেম্বরে মুম্বইগামী ট্রেনে চাপেন ফুদা ওরাওঁ
- সেই সময় মোবাইল ছিল না তাঁর কাছে
- বাড়ি থেকে বেরোনোর দশদিন পরে থানায় অভিযোগ
- মুম্বই, পুনে প্রভৃতি এলাকায় খুঁজেও সন্ধান মেলেনি

## অস্বাভাবিক মৃত্যু

**কালচিনি, ৭ জানুয়ারি :** অসুস্থ অবস্থায় ছুটি নিয়ে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন বিএসএফের ১৬৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান কালচিনির নিমতিঝোরা চা বাগানের সুরজ লাইনের বাসিন্দা অরবিন্দ খাড়িয়া (৩০)। বিহারের বরাউনি স্টেশনে কনস্টেবল পদে কর্মরত ওই জওয়ানের দেহ সোমবার ট্রেনের শৌচাগারে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট স্টেশনের রেল পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁর দেহ বিএসএফের তরফে নিমতিঝোরা চা বাগানের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। জওয়ানকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড ওফ অনার দেওয়া হয়। নিমতি ফাঁড়ির পুলিশের তরফেও জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর কালজানি নদীর তীরে জওয়ানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।

অরবিন্দ অবিবাহিত ছিলেন। বছর দুয়েক আগে কাশ্মীরে তাঁর পোস্টিং হয়েছিল। তবে কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। এরপর পরিবারের এক সদস্যর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন।

## ব্যবসায়ীদের দাবি

**সোনাপুর, ৭ জানুয়ারি :** ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করছেন সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। সোনাপুর এলাকায় জেলা পরিষদের একটি জায়গায় তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথাও ভাবছে জেলা প্রশাসন। এসবের মধ্যেই মঙ্গলবার সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা জলপাইগুড়িতে জমি অধিগ্রহণ দপ্তরে গিয়ে সেখানের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন। ব্যবসায়ীরা জানান, মহাসড়কে উচ্ছেদের বিষয় নিয়ে ২০২১ সালে ওই দপ্তরে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। সেটা নিয়ে এখনও পর্যন্ত ওই দপ্তর থেকে কী কী ব্যবস্থা করা হয়েছে তা জানতে এই সাক্ষাৎ। অন্যদিকে, মহাসড়কের ধুলো নিয়ে সমস্যায় নাজেহাল ব্যবসায়ীরা। ধুলো কমানোর জন্য রাস্তায় জল দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

## চোখ পরীক্ষা

**কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জানুয়ারি :** উত্তর পারোকাটা সানশাইন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে মঙ্গলবার সংস্থার কার্যালয়ে এক চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি অজয় মোদক, সম্পাদক উদয় চাকলাদার, সদস্য শিক্ষক সঞ্জয় দত্ত প্রমুখ। এদিন মোট ৭৭ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। ১০ জনের শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হাসপাতালের মাধ্যমে বিনামূল্যে অপারেশন করা হবে। সঞ্জয়বাবু জানান, জনকল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত থাকবে।

রাজকীয় বেশে।। ব্যাংডুবির ত্রিহানা জঙ্গলে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার সুমন ভৌমিক।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# অসমের কয়লা খাদানে নিখোঁজ

## ফালাকাটার রাইচেঙ্গায় শোকে কাতর পরিবার

**সুভাষ বর্মন**

**ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি :** একটু সচ্ছলভাবে বাঁচতে এবং বেশি উপার্জনের আশায় পনেরো দিন আগেই অসম-মেঘালয়ের সীমানার এক কয়লা খাদানে কাজ করতে যান ফালাকাটার রাইচেঙ্গার বছর ৩৫-এর তরুণ সঞ্জীব সরকার। সোমবার অসমের উম্রাংসো এলাকার ওই খাদানের ভেতরে মাটি চাপা পড়েন বহু শ্রমিক। মঙ্গলবার ভোরে সঞ্জীবের বাড়িতে সেই খবর আসে। তারপর থেকেই কেঁদে চলেছেন সঞ্জীবের মা রূপা সরকার ও স্ত্রী টুম্পা সরকার। এদিন ওই বাড়িতে যেতেই মা’র চিৎকার, ‘ছেলেকে বারবার বলেছিলাম কয়লাখনিতে কাজ করতে যাস না। তা সত্ত্বেও গেল। ভগবানের কাছে এখন একটাই প্রার্থনা, ও যেন ফিরে আসে।’

এদিকে, ছেলের নিখোঁজের খবর পেয়েই সকালে অসমের উদ্দেশে বের হন বাবা কৃষ্ণপদ সরকার। সঙ্গে যান সঞ্জীবের শ্বশুর অনিল সরকার। কিন্তু কোচবিহারে গিয়ে ট্রেন ধরতে পারেননি। পরে সন্ধ্যাবেলা নাইট সুপার বাস ধরে রওনা দেন দুজন। কৃষ্ণপদ বললেন, ‘ছেলে যে কয়লা খাদানে কাজে গিয়েছে আমি জানতামই না। আজকে ভোরে দুর্ঘটনার খবর পেলে জানতে পারি। ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। কী হবে বুঝতে পারছি না।’

জানা গিয়েছে, রাইচেঙ্গার ওই পরিবারটি পরিযায়ী। বাবা কৃষ্ণপদ সরকার এক সময় টানা ১৪-১৫ বছর মেঘালয়ের কয়লাখনিতে কাজ করেছেন। তবে তিনি খনির বাইরে কাজ করতেন। কারণ, ভেতরের কাজ ঝুঁকিপূর্ণ। এই সূত্রে ছেলে সঞ্জীব আগেও বেশ কয়েকবার কয়লার খনিতে কাজ করে আসেন। তবে সঞ্জীব নির্দিষ্ট জায়গায় বেশিদিন কাজ করতেন না। পরিবার সূত্রে জানা গেল, কয়লাখনি ছাড়াও সঞ্জীব এর আগে কেরল, বেঙ্গালুরু ও চিন সীমান্তেও শ্রমিকের কাজ করেছেন। প্রায় ১৫ বছর ধরে এভাবেই তিনি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে আসছেন। তবে মাঝে বিয়ের পর বাড়িতে থেকে সবজির ব্যবসাও করেছিলেন। কিন্তু দু’সপ্তাহ আগে তিনি ফের চলে যান ওই কয়লা খাদানে। সঞ্জীবের বাবা এখন টোটো চালান।

মঙ্গলবার সঞ্জীবের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েই ওই বাড়িতে দেখা করতে যান ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক সরকার। দীপক বলেন, ‘এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আমরা পরিবারের পাশে আছি।’ তবে পরিবারের সবাই উৎকণ্ঠায়। সঞ্জীবের স্ত্রী টুম্পা সরকার তো বাকরুদ্ধ। চার বছরের পুত্র অভিজিৎ অবশ্য এখনও কিছু বুঝতে পারছে না। শুধু হাউহাউ করে কেঁদে চলেছেন সঞ্জীবের মা রূপা। প্রতিবেশীরা এসে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু উদ্বিগ্ন সবাই। জানা গেল, কয়লা খাদানে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দিনেরবেলা। সোমবার রাতে সঞ্জীবের সঙ্গে ফোনে কথা হয়নি কারও। তবে বাড়ির লোক ভেবেছিলেন এদিন হয়তো ফোনে কথা হবে। সেই আশায় ছিলেন সবাই। তবে এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ সঞ্জীবের নম্বর থেকে বাড়িতে ফোন আসে। কিন্তু ফোনের ওপ্রান্ত থেকে অন্যজনের কণ্ঠ। সঞ্জীবের বাবা কৃষ্ণপদ বলেন, ‘ভোর পাঁচটায় ছেলের মোবাইল থেকে ফোন এল। ছেলের সঙ্গে কাজ করে এমন একজন ফোন করেই দুর্ঘটনার বিষয়টি জানাল। সেকথা শুনেই আমরা আঁতকে উঠি।’ সঞ্জীবের বাবা ও শ্বশুর তাঁর খোঁজে রওনা দিলেও এখনও পর্যন্ত সেখান থেকে কোনও খবর আসেনি।

কয়লা খাদানের দুর্ঘটনায় ছেলের নিখোঁজের খবরে কেঁদে চলেছেন মা।

### দুর্ঘটনায় চিন্তা

- ১৫ দিন আগে অসম-মেঘালয়ের সীমানার কয়লা খাদানে কাজ করতে যান ফালাকাটার রাইচেঙ্গার সঞ্জীব
- সোমবার অসমের উম্রাংসো এলাকার ওই খাদানের ভেতরে মাটি চাপা পড়েন বহু শ্রমিক
- দুর্ঘটনার খবর পেয়ে চিন্তায় পড়ে সঞ্জীবের পরিবার
- কোনও খোঁজখবর না মেলায় সঞ্জীবের বাবা ও শ্বশুর অসমের উদ্দেশ্যে রওনা দেন

## লাগাতার হাতির হানায় আতঙ্কে সিধাবাড়ি

**শালকুমারহাট, ৭ জানুয়ারি :** কখনও একটি বা জোড়া হাতি। আবার কখনও পাঁচ-সাতটির হাতি দলবেঁধে ঢুকে পড়ছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট এলাকায়। গত এক সপ্তাহ ধরে শালকুমারহাট এলাকার জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলিতে লাগাতার হানা দিচ্ছে দাঁতালরা। সোমবার রাতে ফের একটি হাতি হামলা চালাল শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিধাবাড়ি এলাকায়। দুটি বাড়িতে হানা দেয় বুনোটি। বন দপ্তর ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে।

কয়েকদিন ধরেই মণ্ডলপাড়া, সিধাবাড়ি, নতুনপাড়ায় নিয়মিত হানা দিচ্ছে হাতি। ওই রাতে সিধাবাড়ি গ্রামে জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের শিসামারা বিটের জঙ্গল থেকে একটি দাঁতাল ঢুকে পড়ে। স্থানীয় খোকারাম বর্মন ও নির্মলা মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালায় হাতিটি। খোকারামের বাড়ির বেড়া একাধিক জায়গায় ভেঙে ধানের বস্তা সাবাড় করে।

আরেক ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা নির্মলা জানালেন, সোমবার রাতের ঘটনা নিয়ে গত কয়েকদিনে তিনবার হাতি এসছে তাঁদের এলাকায়। আগেও একটা ঘর ভেঙেছে। এবার বেড়া ভেঙে ধান খেয়ে পালাল। বনকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নির্মলা। জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিশোই বলেন, ‘ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’

## বাগানে ৪ হাতি

**বীরপাড়া, ৭ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার দিনভর বীরপাড়া চা বাগানের টুকরা জটেশ্বর ডিভিশনে চা বাগানে আটকে রইল চারটি হাতি। সোমবার রাতে দলগাঁও ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে হাতিগুলি এলাকায় ঢোকে। তবে বনে ফেরার আগেই সকাল হয়ে যায়। ফলে ওই চা বাগানের একপ্রান্তে ঝোপঝাড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাতিগুলি। মঙ্গলবার সকালে চা বাগানে হাতি দেখে আতঙ্কিত স্থানীয়রা খবর দেন বন দপ্তরে। ঘটনাস্থলে যান বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। কোনও ক্ষতি করেনি হাতিগুলি। দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় বলেন, ‘দিনেরবেলা বনে ফেরার সাহস না পেয়ে চা বাগানেই দাঁড়িয়ে ছিল হাতিগুলি। এদিন সন্ধ্যায় সেগুলিকে বনে ফেরানো হয়।’

দক্ষিণ মেন্দাবাড়িতে পপিখেত নষ্ট করা হচ্ছে। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

# কোপ ৩০ বিঘা পপিখেতে

**সমীর দাস**

**কালচিনি, ৭ জানুয়ারি :** ভুট্টাখেতের আড়ালে লাগানো হয়েছিল পপি গাছ। তবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সম্পূর্ণ জমির পপি গাছ ট্র্যাক্টর দিয়ে উপড়ে ফেলল কালচিনি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে কালচিনি থানা ও নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ সাতালি গ্রামে অভিযান চালায়। সঙ্গে ছিল সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশও। প্রায় ৩০ বিঘা জমির পপি গাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় জমির মালিক অভিজিৎ চিকবড়াইককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতকে জেরা করে বাকিদের সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানান, এদিন প্রাথমিক পর্বে জেরার সময় জমির মালিক অভিজিৎ দাবি করেছিলেন, সোনাপুর ও পুণ্ডিবাড়ি এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা জমিতে সবজি চাষ করবে বলে তাঁর জমি লিজে নিয়েছিল। কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে, তাঁর জমিতে পপি চাষ হচ্ছে। পরে জমির লিজের কাগজ খতিয়ে দেখে তদন্তের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এই কাজে জড়িত অন্যদের খোঁজ চালাচ্ছে।

এদিন তিনটি ট্র্যাক্টর এনে সম্পূর্ণ জমির পপি গাছ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নষ্ট করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, ৩০ বিঘা জমির চারদিকে ভুট্টা গাছ লাগিয়ে তার আড়ালে লাগানো হয়েছিল পপি গাছ। ওই জমির কিছুটা দূরে রয়েছে কালজানি নদী। নদীর অপরপ্রান্তে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়া এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর রায়, সঞ্জীব ঠাকুর প্রমুখ জানান, তাঁরাও দূর থেকে দেখে মনে করতেন জমিতে ভুট্টা চাষ চলছে।

> এলাকায় এ ধরনের কার্যকলাপ একদম বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ করেছে।
>
> **কৃষ্ণ বসুবল**
> *পঞ্চায়েত সদস্য, মেন্দাবাড়ি*

মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ বসুবল বলেন, ‘এলাকায় এ ধরনের কার্যকলাপ একদম বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ করেছে।’ এলাকায় এই প্রথম পপি চাষের হদিস পেয়েছে পুলিশ। অভিযানে কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও এমপি শ্রীনিবাস, প্রবেশনারি আইপিএস শেখ হাবিবুল্লাহ, ম্যাজিস্ট্রেট বিমান কর প্রমুখ।

## ফের দুর্ঘটনা

**বীরপাড়া, ৭ জানুয়ারি :** ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে এবং রহিমপুর চা বাগানের রাস্তার সংযোগস্থলে এথেলবাড়ির রহিমপুর মোড়ে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। সরু পাকা রাস্তা থেকে মহাসড়কে ওঠার সময় দুর্ঘটনায় পড়ছেন মূলত বাইকচালকরা। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ সেখানে একটি মোটরবাইক এবং একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহত মোটরবাইকচালক দেবব্রত সরকার শিলিগুড়ির বাসিন্দা। তিনি শিশুঝুমরায় আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে বিপরীত দিক থেকে আসার ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন। এথেলবাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রাকটি মহাসড়ক থেকে শিশুঝুমরার দিকে ঢুকছিল। পালিয়ে যান চালক।

## পরিদর্শন

**সোনাপুর ও পলাশবাড়ি, ৭ জানুয়ারি :** আলিপুরদুয়ার জেলায় আয়ুষ বিভাগের পরিষেবা কেমন চলছে, তা পরিদর্শন করতে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলায় এল ছয়জনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। জেলার পাঁচকোলগুড়ি হোমিওপ্যাথিক সেন্টার, মাদারিহাট হোমিওপ্যাথিক সেন্টার পরিদর্শন করার পর সন্ধ্যায় দলটি পৌঁছায় তপসিখাতা আয়ুষ হাসপাতালে। এবিষয়ে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক (আয়ুষ) ডাঃ উদয় দাস বলেন, ‘জেলায় আয়ুষ বিভাগের পরিষেবা কেমন রয়েছে, নতুন কী কী পরিষেবা চালু করা যায় তা খতিয়ে দেখে ওই দল।’ আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে আয়ুষ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রও পরিদর্শন করে দলটি।

## হাইস্কুলে মেয়েদের ভর্তির আবেদন

**মাদারিহাট, ৭ জানুয়ারি :** মাদারিহাট হাইস্কুলে গতবছর থেকে পঞ্চম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের ভর্তি না নেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এর ফলে শিক্ষার অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে বলে অভিভাবকরা লিখিতভাবে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অরূপ মিত্রকে জানিয়েছেন। এমনকি অভিভাবকরা মঙ্গলবার অরূপের হাতে মেয়েদের ভর্তি নেওয়ার আবেদনপত্র তুলে দেন। ভর্তি না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন।

অভিভাবক সায়রা বিবি, যূথিকা রাই চক্রবর্তী, ফজলে হক, নীতু সাহাদের অভিযোগ, মেয়েদের কোথায় ভর্তি করা হবে এটা কি পর্ষদ ঠিক করবে? যেখানে সুবিধা সেখানেই পড়াব। এটা শিক্ষার অধিকার আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আমরা আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব। এরপরেও মাদারিহাট হাইস্কুলে আমাদের মেয়েদের ভর্তি না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুল করিম জানান, যেহেতু মাদারিহাট হাইস্কুল ও মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুল পাশাপাশি, সেইজন্য মেয়েদের গার্লস হাইস্কুলে ভর্তির নির্দেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে দেওয়া হয়েছে।

## চার কোটির রাস্তা ময়রাডাঙ্গায়

**ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি :** ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতেই তৈরি হচ্ছে দুটি পেভার্স ব্লকের রাস্তা। দুটি রাস্তার সঙ্গেই সংযোগ ফালাকাটা-মাদারিহাট সড়কের। আর এই দুটি পেভার্স ব্লকের রাস্তার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বরাদ্দ করেছে প্রায় চার কোটি টাকা। মঙ্গলবার দুটি রাস্তার কাজের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে খবর, ফালাকাটা-মাদারিহাট পিডব্লিউডি রোড থেকে রণজিৎ দাসের আলুর গুদাম থেকে বুড়িতোর্ষা নদী পর্যন্ত প্রায় দু’হাজার মিটার রাস্তা পেভার্স ব্লকের তৈরি হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাদ্দ করেছে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬১৬ টাকা। আর ময়রাডাঙ্গার চার মাইল থেকে অনন্ত দাসের বাড়ি হয়ে পরিয়ামোহন সংঘ পর্যন্ত দ্বিতীয় পেভার্স ব্লকের রাস্তার জন্য ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৭৮ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই দ্বিতীয় রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০০ মিটার। এদিন চার মাইল বাসস্ট্যান্ডের পাশেই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাস্তা দুটির কাজের সূচনা করেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, ‘এই দুটি রাস্তায় এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হবেন।’

## কর্মসূচি ঘোষণা

**হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার হ্যামিল্টনগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক কমিটির সভা হয়। সভায় চলতি মাসে বেশ কিছু কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংগঠনের কালচিনি ব্লক সভাপতি পবন লামা জানান, ১২ জানুয়ারি রক্তদান শিবির হবে। ৩১ জানুয়ারি নেশামুক্ত যুবসমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রোড রেসের আয়োজন করা হবে। তাছাড়া মাসের বিভিন্ন সময়ে মাদক সেবন থেকে বিরত থাকার জন্য যুবসমাজকে সচেতন করার কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিনের সভায় তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি অসীমকুমার লামা, দলের সাধারণ সম্পাদক হায়দর আনসারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

# প্রতিবছর ডুকপা উৎসব ও মনসুন ম্যারাথন

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** গত বছর আলিপুরদুয়ার জেলায় পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রচার করতে বেশ কয়েকটি নতুন কর্মসূচি দেখা যায়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ডুয়ার্স মনসুন ম্যারাথন এবং ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল। এবার থেকে সেই দুটো অনুষ্ঠান প্রতি বছর হবে বলে ঠিক হয়েছে। মঙ্গলবার এই দুই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হল ডুয়ার্স উৎসবের মূল মঞ্চ থেকেই। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডুয়ার্স উৎসবের মঞ্চ থেকে দুই কর্মসূচির পোস্টারও উন্মোচন হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং, রাজ্য সরকারের ইকো ট্যুরিজমের চেয়ারম্যান রাজ বসু, জেলার পর্যটন ওসি পাসাং ভুটিয়া।

রাজ বলেন, ‘দুটো কর্মসূচি গত বছর বেশ সফলভাবে চলেছে। দুটোই জেলার পর্যটনের ক্ষেত্রে ভালো প্রভাব ফেলে। সেজন্য এগুলো প্রতি বছর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুটোর দিনক্ষণও একই থাকছে।’ ডুয়ার্স মনসুন ম্যারাথন হবে প্রতি বছর অগাস্ট মাসের ১- ৩ তারিখ এবং ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল হবে ১৫-১৭ নভেম্বর। ডুয়ার্স মনসুন ম্যারাথন মাদারিহাট থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত হবে গত বছরের মতোই। ২৫ কিমির পাশাপাশি ১০ কিমি এবং ৫ কিমি বিভাগেরও ম্যারাথন হবে। সেখানে দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রতিযোগীরা অংশ নেন এবং তাতে ডুয়ার্সের পরিচিতি অনেকটাই ছড়িয়ে পড়ে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল বক্সা পাহাড়ে। বক্সা ফোর্টের পাশে এই উৎসবের মূল অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও লেপচাখায় বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়। মূলত ডুকপা জনজাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং প্রচার করার জন্যই এই উৎসবের আয়োজন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এবছর নভেম্বর মাসে তিনদিনের উৎসব হবে। গত বছর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই উৎসব হয়েছিল। জেলা প্রশাসনের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের তরফে পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল উৎসবের জন্য। এবছর একইভাবে উৎসব হতে পারে। এদিন উৎসবের পোস্টার উন্মোচন করার পর অন্যতম উদ্যোক্তা অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের কোঅর্ডিনেটর ওশান লেপচা বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই উৎসবের প্রচার চলবে। বক্সার এই উৎসব কীভাবে ডুকপা জনজাতির সংস্কৃতি তুলে ধরে, সেটাই দেশের বিভিন্ন পর্যটন মেলায় তুলে ধরা হবে। এতে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে এই উৎসব নজরে আসবে।’

See you in 2025. 1st to 3rd August
DOOARS 25K
MONSOON MARATHON & TOURISM FESTIVAL
MAJUMDER FIRE PROTECTION

ডুয়ার্স উৎসবের মূল মঞ্চে দুই কর্মসূচির পোস্টার উন্মোচন করা হচ্ছে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

> দুটো কর্মসূচি গত বছর বেশ সফলভাবে চলেছে। দুটোই জেলার পর্যটনের ক্ষেত্রে ভালো প্রভাব ফেলে। সেজন্য এগুলো প্রতি বছর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুটোর দিনক্ষণও একই থাকছে।
>
> **রাজ বসু**
> *চেয়ারম্যান, ইকো ট্যুরিজম*

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩০ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ পৌষ ১৪৩১

# শিক্ষায় দুর্ভাগ্য

মিড-ডে মিলে শিশু-কিশোরের পেট ভরে। পুষ্টি খানিকটা হয়। স্কুলমুখী রাখে। কিন্তু দুপুরে ওই খাবারের জোগানটা বন্ধ হলে? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট ভয়াবহ ইঙ্গিত দিচ্ছে। সমীক্ষাটি মন্ত্রকের 'ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন ফর এডুকেশন প্লাস (ইউ-ডাইস)'-এর। তাতে দেখা যাচ্ছে, বাংলায় প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে স্কুলছুট নেই বটে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে একলাফে বেড়ে ১৭.৮৫ শতাংশ। ভয়াবহ নিঃসন্দেহে। মিড-ডে মিল বন্ধ হলে নিশ্চিতভাবে নীচু ক্লাসে একই পরিস্থিতি তৈরি হবে।

পরীক্ষানিরীক্ষার তো শেষ নেই। শিক্ষার কাঠামো নিয়ে, পদ্ধতি নিয়ে। শিক্ষকদের নিয়ে। প্রশ্ন হল, লাভ কতটা? অর্থাৎ যাঁদের জন্য এত কাঠখড় পোড়ানো, সেই নবীন প্রজন্ম কী পাচ্ছে? জবাব কে দেবে? সরকারের, প্রশাসনের পরিকল্পনায় আদৌ ভাবনাচিন্তা থাকে বলে মনে হয় না। সদ্য বাংলার শিক্ষা দপ্তরের একটি সিদ্ধান্ত নাকচ হয়ে গেল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিতে। শিক্ষা দপ্তর প্রাথমিক স্তরে সিমেস্টার চালু করবে ঘোষণা করেছিল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, মজা করে টুইঙ্কল টুইঙ্কল আবৃত্তি করতে শেখা খুদে পড়ুয়াদের ওপর সিমেস্টার আসলে একটি ভারী বোঝা। তাঁর মতে, ছাত্রছাত্রীদের ঘাড় থেকে বোঝা কমানোর নীতির পরিপন্থী এই সিদ্ধান্ত। মূল্যায়নের প্রথা চালু থাকা সত্ত্বেও তাঁর সরকারের শিক্ষা দপ্তর এমন একটা সিদ্ধান্ত কেন নিতে গেল, সেটা কি আদৌ বোধগম্য? যদিও সমীক্ষা বা গবেষণার ভিত্তিতে এরকমটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষা দপ্তর তা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আনল না কেন?

এরকম নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় নেই শিক্ষা কর্তৃপক্ষের, সরকারের। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সদ্য কলমের এক খোঁচায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়েছে। তাহলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রথার কী হবে? সেই প্রথার আদৌ প্রাসঙ্গিকতা থাকবে কি? ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ নেই। যদিও সেই মূল্যায়ন বাস্তবে যে ধারাবাহিক ও আন্তরিক থাকে না সবসময়, তার প্রমাণ ইতিপূর্বে মিলেছে।

পাশ-ফেল হোক বা মূল্যায়ন- বিষয়টি যাই হোক, সাফল্য নির্ভর করে আন্তরিকতা, দায়বদ্ধতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ওপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই গোড়ায় গলদ। ফলে পড়ুয়ারা পরীক্ষানিরীক্ষার গিনিপিগ হয়। কিন্তু তাদের লেখাপড়া, মানসিক বিকাশ ইত্যাদি এগোয় না। প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক স্তরে মিড-ডে মিল নির্ভর হয়ে থাকে শিক্ষা। চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে- সরকারি স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা কমছে।

পড়ুয়ার অভাবে সদ্য একটি স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের মাদারিহাট ব্লকে। আরও কিছু স্কুলে একই পরিস্থিতি। কোথাও শিক্ষক সংখ্যার চেয়ে পড়ুয়া কম। কেন এই অবস্থা? সহজ, সাধারণ যুক্তি দেওয়া হয়, সন্তানদের শিক্ষায় অভিভাবকদের ঝোঁক এখন বেসরকারি স্কুলে। সেই যুক্তি যদি সত্যিও হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেসরকারি স্কুলের মতো ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় না কেন?

এত ধারাবাহিক মূল্যায়ন, হলিস্টিক রিপোর্টের কথা বলা হয়, তাহলে পড়ুয়াদের ধরে রাখতে না পারা তো সরকারি ব্যর্থতা। সেই খামতির প্রতিকার না করে সরকার কী করতে চলেছে? সদ্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, পড়ুয়া সংকটে ধুঁকতে থাকা স্কুলকে চালু স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। তিনি সম্ভবত ভেবে দেখেননি, এতে অনেক পড়ুয়ার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বাড়বে।

যে সমস্যা স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। স্কুলের প্রতি আকর্ষণ নষ্ট হতে পারে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের চাকরি নিরাপদ হতে পারে। কিন্তু পড়ুয়াদের পড়াশোনা নিশ্চিত হবে কি না সন্দেহ। এখন প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত জানার কাজ চলছে। যা শেষ হলে স্কুল সংযুক্তি আরও নিখুঁত হবে। এই মনোভাবে গুরুত্ব পাচ্ছেন শিক্ষকরা। পড়ুয়া কিংবা শিক্ষা নয়। দুর্ভাগ্য এটাই।

## অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

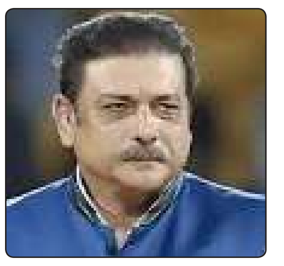

## আলোচিত

সামি কখন সুস্থ হবেন? উনি লম্বা সময় ধরে এনসিএ-তে বসে আছেন। আমি জানি কতদিন ধরে। ওঁর কী অবস্থা, সেটা নিয়ে কেন কোনও সঠিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। আমি দায়িত্বে থাকলে ওঁকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যেতাম।

-রবি শাস্ত্রী

## ভাইরাল

বারাণসীতে ছাদের ওপর বসে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে একটি বাঁদর। হাতে মাঞ্জা দেওয়া সুতো। তার হাতের টানে ঘুড়িটি কখনও লাট খাচ্ছে, কখনও ঠিকভাবে উড়ছে। শেষে দক্ষতার সঙ্গে নিজের কাছে ঘুড়ি টেনে আনে। বাঁদরের ঘুড়ি ওড়ানোর ভিডিও ঝড় তুলছে।

## আজ

১৯০৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী।

১৯৩৩

অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর জন্ম আজকের দিনে।

## সোজা-সাপটা

একবার বিবেকানন্দর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবী বেলুড় মঠে এসেছেন। এসেই একতলা থেকে উঁচু গলায় বিশ্ববিজয়ী ছেলেকে ডাক দিলেন, বিলু-উ-উ। মায়ের গলা শুনে বিবেকানন্দ তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন।

# পরিবার ও বৈরাগ্যের সংকটে বিবেকানন্দের সমাধান

### শংকর

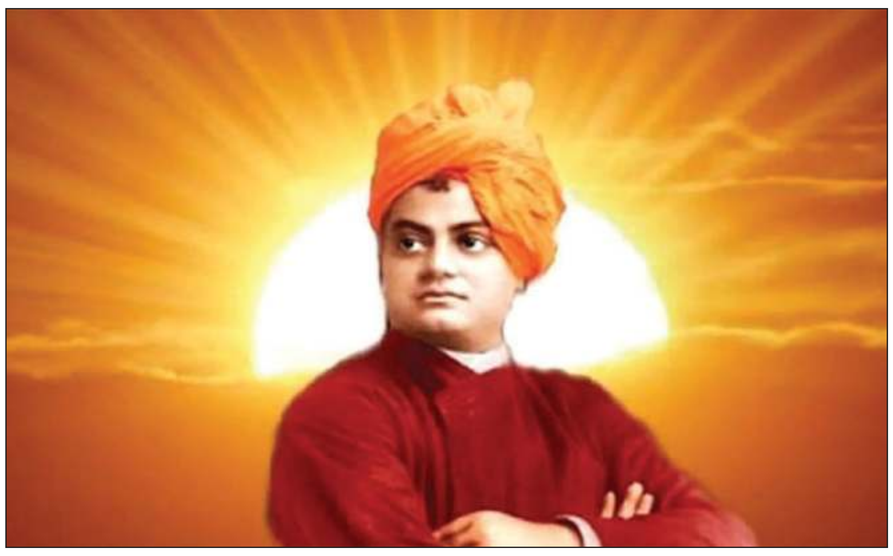

বিবেকানন্দ ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য গৃহত্যাগী হয়েছিলেন ১৬ বছর বয়সে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার আগে তাঁরা সংসারেই পরম আদরে লালিতপালিত হয়েছেন। আসলে, সন্ন্যাসী হয়ে তো কেউ এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন না।

নরেন্দ্রনাথের সংসারে আমরা একটু চোখ রাখি। বিলে ওরফে নরেন্দ্রনাথের জন্ম প্রকৃত অর্থে সোনার সংসারে। বিলে নামটি নিয়ে একটি ঘটনা বলি। একবার বিবেকানন্দর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবী বেলুড় মঠে এসেছেন। এসেই একতলা থেকে উঁচু গলায় বিশ্ববিজয়ী ছেলেকে ডাক দিলেন, বিলু-উ-উ। মায়ের গলা শুনে বিবেকানন্দ তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। এবং নীচু গলায় মায়ের সঙ্গে কথাবার্তায় ডুবে গেলেন।

বিলের ছেলেবেলার কথায় ফিরি। ভুবনেশ্বরী দেবী ছেলের দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে বলেছিলেন, 'চেয়েছিলাম শিবকে, পেলাম এক ভূতকে।' সত্যি বলতে, এমন কথা সব দেশের সব মায়েরাই বোধহয় তাঁদের দস্যি ছেলেদের বলে থাকেন। ছোটবেলায় বিলের মতো বোম্বেটে ছেলেকে সামলানোর জন্য একজন নয়, দুজন পরিচারিকা রাখা হয়েছিল। তাঁদের দুজনকেই হিমসিম খাইয়ে ছাড়তেন বিলে। মায়ের কাছে চিরকালের বিলু হয়েই ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তবে কীভাবে বিলে অথবা বীরেশ্বর নরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন, সেই রহস্য জানা নেই।

এখানে বলে রাখি, বিলু ভুবনেশ্বরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না। যদিও পরবর্তী সময়ে বীরেশ্বরকেই বড়ছেলের সমস্ত দায়িত্ব মাথাপেতে নিতে হয়েছিল। সংসারত্যাগী হয়েও সেই বিরাট মানসিক দায়িত্বকে তিনি কোনও দিন স্বার্থপরের মতো দূরে সরিয়ে রেখে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেননি। বিশ্বজগতে অনেকেই সন্ন্যাসী হয়েছেন, কিন্তু পরিবার ও বৈরাগ্যের উভয়সংকট এবং তার বিস্ময়কর সমাধানই বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দ করে তুলেছিল।

বিলুর যে বীরেশ্বর নাম, তা ভগিনী নিবেদিতাই বোধকরি প্রথম সেই অর্থে সর্বসমক্ষে এনেছিলেন। বিলুর আরেকটি ডাকনাম ছিল। যে মানুষটি দীর্ঘদেহী, পৌনে ছ-ফুট লম্বা, তাকে তাঁর ন'ঠাকুরদা গোপাল দত্ত বেশ মিঠে একটা ডাকে ডাকতেন। ডাকতেন 'বেঁটে শালা' বলে। এই বিশেষণ ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়, দত্ত পরিবারের পূর্বসূরিরা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কতটা ছিলেন! সবমিলিয়ে বিবেকানন্দরা ছিলেন দশ ভাইবোন। ভুবনেশ্বরীর প্রথম সন্তানটি ছিল পুত্র। তার অকালে মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা যায়। এই সন্তানের অভাবনীয় সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেন ভুবনেশ্বরী দেবী। সে ছেলে ছিল নাকি পিতামহের মতো দেখতে। একটি সূত্রে জানা যায়, ভুবনেশ্বরীর প্রথম সন্তানটি মাত্র আট মাস বয়সে মারা যায়। পরের সন্তানটি কন্যা। তারও মৃত্যু হয় শৈশবে। নাম পর্যন্ত জানা যায় না। এই কন্যাটি আড়াই বছর বেঁচেছিল। তৃতীয় সন্তান হারামণি মাত্র ২২ বছর বেঁচেছিলেন। এঁর সম্বন্ধেও তেমন কিছু তথ্য মেলে না। চতুর্থ সন্তান স্বর্ণময়ী। তিনি অবশ্য দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। স্বামীজির ভিটেতেই বসবাস করেছেন দীর্ঘদিন। এই দিদিটি ভাই নরেনের প্রতি বেশ স্নেহশীলা ছিলেন। নরেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর স্বর্ণময়ী বেলুড় মঠে দশ টাকা পাঠাতেন। এমন কথা উল্লেখ করেছেন বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যরা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দিদি এই টাকা পাঠিয়ে গিয়েছেন। টাকা পাঠানো বা চাঁদা দেওয়ার বিষয়টি শুরু করেছিলেন বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী। হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, নচেৎ স্বামী প্রেমানন্দ বাড়ি থেকে এই টাকা নিয়ে যেতেন।

ভুবনেশ্বরীর পঞ্চম সন্তানটিও ছিল কন্যা। তার মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ছ-বছর বয়সে। নরেন্দ্রনাথ আসলে ভুবনেশ্বরীর ষষ্ঠ সন্তান। বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৯ বছর। সপ্তম সন্তান কিরণবালা আনুমানিক ১৮-১৯ বছর বেঁচেছিলেন। গর্ভের অষ্টম সন্তান বেঁচেছিলেন আনুমানিক ২৫ বছর। নবম সন্তান মহেন্দ্রনাথ ও দশম ভূপেন্দ্রনাথ। বংশের এই দুই কনিষ্ঠ সন্তান বেঁচেছিলেন যথাক্রমে ৮৮ বছর ও ৮১ বছর। ভুবনেশ্বরীর কন্যাদের পরিবারের খবরও তেমন বিস্তারিত পাওয়া যায় না।

বিবেকানন্দের জন্মভিটে অধিগ্রহণের জন্য একসময় বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল মঠ-মিশনকে। মহারাজদের সে এক প্রাণান্তকর পরিশ্রম। পার্থ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী বিশোকানন্দ ছিলেন মূল দায়িত্বে। তাঁর সূত্রেই জানা যায়, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের জমি অধিগ্রহণের সময় বেশ কয়েকজনকে পুনর্বাসিত করতে হয়েছিল। তাঁদের দেওয়া হয়েছিল নতুন ফ্ল্যাট। এঁরা প্রত্যেকেই বিবেকানন্দের বোনের দিক থেকে বংশধর। কারণ, ভুবনেশ্বরীর তিন পুত্রসন্তানের কেউই বিয়ে করেননি। একটি সূত্রের খবর, যোগীন্দ্রবালা নামে যে বোন স্বামীজির পরিব্রাজককালে সিমলা পাহাড়ে শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যা করে নিজের জ্বালা জুড়িয়েছিলেন, তাঁর দুটি নাবালিকা কন্যার দায়িত্বও একসময় নিতে হয়েছিল নিঃসম্বল ভুবনেশ্বরী দেবীকে। আরেকটি খবর, ভুবনেশ্বরীর এই জামাই পুনরায় বিয়ে করেন। ভুবনেশ্বরী সেই জামাই এবং নতুন বৌকে নিজের বাড়িতে এনে আপ্যায়িত করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, বঙ্গদেশে ভুবনেশ্বরী দেবীর মতো মায়েদের মন কতটা বড়! আবার কতটা বেদনাদায়ক ঘটনা মায়েরা মুখ বুজে সহ্য করে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারেন।

স্বামীজির দিদি ও বোনেদের সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— বড় দুই দিদি ইংরেজি শিক্ষার আলোকলাভ করেছিলেন। তাঁরা বেথুনে পড়ার মতো সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ছোট দুই বোনও মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদুষী হয়েছিলেন। বলে রাখি, বাবার মৃত্যুর সময় বিবেকানন্দের বয়স ছিল ২১ বছর। মেজো ভাই মহেন্দ্র তখন ১৫ এবং ভূপেন্দ্রনাথ নিতান্তই কম বয়সের, মাত্র তিন।

দশ সন্তানের মা ভুবনেশ্বরী দেবী। অকালবৈধব্যে জর্জরিত হয়েও কী বিপুল দুঃখের বোঝা আমৃত্যু তিনি নিঃশব্দে বহন করেছিলেন! স্বামীজিও যে ঘরের জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য উতলা হতেন না, তা নয়। বিভিন্ন চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। মহাবৈরাগ্য অবস্থায় একটি চিঠিতে লিখছেন, 'আমি অতি অকৃতী সন্তান, মাতার কিছু করিতে পারিলাম না, কোথায় তাদের ভাসিয়ে দিয়ে চলিয়া আসিলাম।' এই চিঠি যেন মায়ের কাছে স্বামীজির ক্ষমা চাওয়ার শামিল।

সিমলে পাড়া। সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের দত্তবাড়ি। এঁরা ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ি কাশ্যপগোত্রীয়। এঁদের বিপুল বিত্তসম্পদের পিছনে ছিল বংশানুক্রমে আইন ব্যবসায় সাফল্য। সেই সূত্রেই বিবেকানন্দও আইন পড়েছিলেন। অ্যাটর্নি হিসাবে অফিসে শিক্ষানবিশি করেছিলেন। অথচ সেই তিনি মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ বিলেতে আইন পড়তে হাজির হয়েছেন শুনে বেজায় বিরক্ত হয়েছিলেন। একদিকে নিজের আর্থিক টান, অন্যদিকে বিলেতে ভাইয়ের খরচ চালানোটা সহজ নয় বলেই হয়তো! যাইহোক, উকিল ও অ্যাটর্নিতে ভরা সিমলের দত্ত পরিবার। এই বংশের বিপুল সমৃদ্ধি যেমন ওকালতি থেকে, তেমনি পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্ব হারানোর দুর্ভাগ্যও এই পরিবারের কপালেই জুটেছে। কষ্ট হয় এই ভেবে যে, জাগ্রত বিবেক বিবেকানন্দের স্বল্পপরিসর জীবনকে সর্বক্ষেত্রেই বিষময় করে তুলেছিল এই জ্ঞাতি শত্রুতা। হয়তো বা, নিতান্ত স্বল্প বয়স থেকে দুর্বিষহ যন্ত্রণা না ভোগ করতে হলে তিনি আরও কিছুদিন এই ধরাধামে থাকতে পারতেন।

এই যে দত্ত বংশ, এঁদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার দত্ত-দরিয়াটানা বা দেরেটনা গ্রাম। এই গ্রামেরই মানুষ রামমোহন দত্ত। নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ। সুপ্রিম কোর্টের ফারসি আইনজীবী ছিলেন। অভিজাত জীবনযাপন করেও তিনি বহুল পরিমাণে অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। সালকিয়ায় তাঁর দুটো বাগানবাড়ি ছিল। খিদিরপুরেও ছিল প্রচুর জমিজমা। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে কলেরায় রামমোহনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে রেখে যান এক বিধবা কন্যা ও দুটি শিশুপুত্রকে। রামমোহন দত্তের বড় ছেলে দুর্গাপ্রসাদ। বিবেকানন্দের পিতামহ। তিনিও অ্যাটর্নি অফিসে যুক্ত ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তন হয়। যৌথ পরিবার। সেই পরিবারে তাঁর স্ত্রী অপমানিত হচ্ছেন, এই দুঃখে দুর্গাপ্রসাদ একবার বসতবাটী ত্যাগ করেছিলেন। পরে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাসী হয়ে যাবার পরও দুর্গাপ্রসাদ মাঝে মাঝে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে উত্তর ভারত থেকে কলকাতায় আসতেন। ভিক্ষাপুত্রের সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করতেন। একবার তাঁকে ঘরে আটকে রাখবার জন্য দরজায় তালা লাগানো হয়। তিনদিন পরে দেখা যায়, তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই যে ঘর ছাড়লেন দুর্গাপ্রসাদ, আর কখনও ফেরেননি।

বাবার এইরূপ অবস্থার কারণে, স্বামীজির বাবা বিশ্বনাথ দত্তকে তাঁর কাকার করুণায় প্রায় অনাথরূপে বেঁচে থাকতে হয়েছিল। স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বারকয়েক ব্যবসার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। পরে অবশ্য আইনি ব্যবসায় সাফল্যলাভ করেন। স্বামীজির বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী। একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবের কারণে সেই বইটি ঠাকুরদার খুড়তুতো ভাই, ডাক বিভাগের পদস্থ কর্মচারী গোপালচন্দ্র দত্তের নামে প্রকাশিত হয়। অন্যের নামে নিজের রচিত গ্রন্থ প্রকাশের একই দুর্ভাগ্য পুত্র বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। পূর্বাশ্রমে অপরের নামে, এমনকি প্রকাশকের নামে নরেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটা বই লিখেছিলেন। সেই লেখা থেকে অতি সামান্য অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল গানের বই, ইংরেজি কথোপকথনের বই এবং বাংলা অনুবাদের বই।

অন্যদিকে, গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরী দেবীও কোনও অংশে কম ছিলেন না। মা-বাবার নয়নের মণি ছিলেন তিনি। তাঁদের একমাত্র সন্তান। অসামান্যা সুন্দরী, সুগায়িকা এবং শ্রুতিধর। একবার শুনে যে কোনও কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন। স্মৃতিশক্তির এই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন তাঁর দুই সন্তান, বিবেকানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ।

## জনমত

# জীবন স্যারের প্রয়াণে ইতিহাস পাঠে শূন্যতা

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং সেই কলেজের পরিচালন সমিতির সাবেক সভাপতি জীবন মুখোপাধ্যায় স্যারের প্রয়াণ নতুন ইতিহাস লিখনে এক অভাববোধের জন্ম দিল। সেই ক্লাস ফাইভের পর থেকে ইতিহাসের ভালো বই মানে যে লেখকের নামটা উচ্চারিত হত তা হল জীবন মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস বই। ইতিহাসের মতো এক কঠিন বিষয়কে এত সহজ-সরলভাবে তিনি লিখতেন যে, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবার সাজেশনের বইয়ের তালিকায় তাঁর বই থাকত।

বিশেষ করে আমরা যারা ইতিহাস বিষয়টিকে ভালোবেসে উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়েছি, তার পেছনে অবদান জীবন স্যারের ইতিহাস বিষয়ের সব বই। তাঁর প্রয়াণে যে শূন্যস্থান তৈরি হল তা ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। জীবন মুখোপাধ্যায় স্যারের প্রতি অন্তর থেকে শতকোটি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই।

**রাসেল সরকার, শিলিগুড়ি।**

# জল-যন্ত্রণায় নাজেহাল

'একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?' সুকুমার রায়ের অবাক জলপান নাটকের সেই পথিকের মতো অবস্থা এখন শিলিগুড়ির ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডবাসীর। বিকেলে তো জল আসেই না, সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার সময় যাও বা আসে তার গতি বড়ই কম এবং বেশিক্ষণ থাকেও না। স্বভাবতই তাতে বাসিন্দার চাহিদা মিটছে না।

এর আগে পুরসভার ঘোষণা অনুযায়ী, ২৬ ডিসেম্বর থেকে জল সরবরাহ বন্ধ ছিল। তারপর কবে যে স্বাভাবিক হয়েছে তা অদ্যাবধি বুঝে উঠতে পারলেন না বাসিন্দারা। কারণ, জল তো ঠিকমতো আসছেই না। ২৭ ডিসেম্বরের উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'একটু জলের জন্য হাপিত্যেশ শিলিগুড়ির' শীর্ষক প্রতিবেদনে পড়েছিলাম মেয়র বলছেন, 'আমি তো জল পাচ্ছি বাড়িতে। কোনও সমস্যা হচ্ছে না। যা সংকট আছে তা সংবাদমাধ্যমে।' অত্যন্ত হাস্যকর বক্তব্য। যে সময় পুরসভার ঘোষণা অনুযায়ী প্রায় গোটা শহর জল পায়নি, তখন মেয়র কি শুধু নিজের বাড়ির জলেরই খোঁজ রাখবেন? তাহলে তিনি কীসের মহানাগরিক যদি শহরবাসীর ভালো-মন্দের খোঁজই না রাখতে পারেন?

এভাবে এক মাস পরপরই যদি জলকষ্টে ভুগতে হয় তাহলে তো খুব মুশকিল। কারণ, এতে তো পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ বা মেয়রের কিছু যায় আসে না। গ্যাঁটের কড়ি খরচ হয় আমজনতার।

তাই বলছি, আমজনতাকে যদি প্রায় প্রায়ই জল কিনে খেতে হয় তাহলে পুনরায় জল কর চালু করুক পুরসভা। কারণ, বাম আমলে জল কর নেওয়াতে পরিষেবাতে এমন ব্যাঘাত ঘটত না।

আরও মজার বিষয়, যখনই শহরে ওয়ার্ড উৎসব চলে তখনই জলের পরিষেবায় যেন আরও বেশি ব্যাঘাত ঘটে। সবে তো নতুন বছর শুরু হয়েছে, এখনই যদি জল পরিষেবার এমন হাল হয়, বাকি বছরের কথা ভেবে আতঙ্ক হয় বইকি!

**স্মিতা বিশ্বাস, শিলিগুড়ি।**

## পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

# সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়

আবার শুটআউট! এবারে মালদায় দুষ্কৃতীর গুলিতে রাজনৈতিক নেতা খুন। তারপর সন্দেশখালিতে এক নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চলেছে। এর আগে হাওড়া, বহরমপুর, ইসলামপুর, ভাটপাড়া ইত্যাদি নানা জায়গায় শুটআউটের ঘটনা ঘটেই চলেছে। কী কারণে এত জায়গায় মাঝে মাঝে গুলি চলছে, এত বন্দুক, গুলি এসব কোথায় পাচ্ছে, সেটা দেখা এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা পুলিশের কাজ। কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

একে এত শুটআউটের ঘটনা, সেইসঙ্গে রয়েছে প্রায়ই বোমা তৈরি করতে গিয়ে আহত বা নিহত হওয়ার খবর। একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, সারা রাজ্যে অপরাধীদের কাছে প্রচুর বন্দুক, গুলি, বোমা মজুত রয়েছে। এছাড়া পড়শি রাজ্য থেকেও যে কেউ এসে গুলি চালিয়ে কাউকে মেরে ফেলতে পারে। হয়তো সেজন্যই এখনকার নেতা-মন্ত্রীরা সবসময় নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে চলাফেরা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? পুলিশ তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করলে রাজ্যবাসী নিশ্চিন্ত হবেন।

**আশিস রায়চৌধুরী, শিলিগুড়ি।**

# মেয়রকে ধন্যবাদ

২৫ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'সিকিমের বর্জ্যে ক্ষুব্ধ গৌতম' শীর্ষক সংবাদটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রশ্ন হল, সিকিম কেন শিলিগুড়িতে বিপজ্জনক বর্জ্য ডাম্পিং করবে? সিকিমের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনও শত্রুতা আছে বলে তো মনে হয় না। বরং সুসম্পর্ক আছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতি বছর বহু পর্যটক সিকিমে বেড়াতে যান। তাতে সিকিমেরই উপকার হয়। নিজের রাজ্যকে পরিষ্কার রাখতে প্রতিবেশী রাজ্যের জনগণকে বিপদে ফেলা ঘোরতর অন্যায়। এই ধরনের অন্যায় কাজ অবিলম্বে সিকিম সরকারের বন্ধ করা উচিত। আমি এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমাদের শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

**ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার**
**আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

## শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৪

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ★ | ২ | | ৩ | | ★ | ৪ |
| ৫ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | ৬ | | ৭ | | |
| | ★ | ৮ | | ★ | | ★ | ★ |
| ★ | ★ | | ★ | ৯ | | ★ | ১০ |
| ১১ | | | ১২ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | | ★ | ১৩ | | |
| | ★ | ১৪ | | | | ★ | |

**পাশাপাশি :** ২। আব্বাকে আদরের সম্ভাষণ ৫। শিক্ষা,অভ্যাস করা ৬। দাম নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা ৮। আপস, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত ৯। খরগোশ ১১। কর্মকুশল ১৩। মিষ্টিদ্রব্য পাক করার কাজ ১৪। পাতিপাতি করে খোঁজা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার।

**উপর-নীচ :** ১। জোড়হাত ২। ফলবিশেষ, সাধারণ লোকবিষয়ক ৩। উগ্র টক লেবুবিশেষ, গোঁড়া লেবু ৪। কাছারি, অফিস, বই খাতাপত্রের বান্ডিল ৬। বার, খেপ, অবস্থা, পরিণতি ৭। ডাঁশ ৮। রূপো ৯। ব্রাহ্মণের উপাধি, কৌতুকে কিংবা অহংকারে প্রযুক্ত স্বয়ংবাচক উপাধি ১০। সম্পূর্ণ নতুন, অপূর্ব ১১। সোনা ১২। পাতে দেওয়ার অযোগ্য ভাত, অখাদ্য ১৩। আলাদা,পৃথক, অন্যরকম।

## সমাধান ■ ৪০৩৩

**পাশাপাশি:** ১। চক্রবাক ৩। সবিতা ৫। বচনবাগীশ ৬। মিতালি ৭। হামেশা ৯। সমভিব্যাহার ১২। তিমির ১৩। মান্যবর।

**উপর-নীচ :** ১। চক্রনেমি ২। কদাচ ৩। সধবা ৪। তালাশ ৫। বলি ৭। হার ৮। শালোয়ার ৯। সন্ততি ১০। ভিতর ১১। হাঙ্গামা।

## বিন্দুবিসর্গ

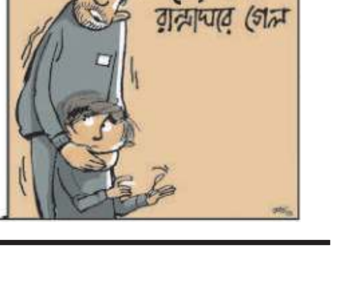
ভূমিকম্প নয়/ মনে হয় তোর মা রান্নাঘরে গেল

### প্রশ্ন বিচারকের

এসএসকেএম থেকে উদ্ধার হওয়া জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিঠি নিয়ে মঙ্গলবার নিম্ন আদালতের বিচারকের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ল ইডি।

### ৫৮ হাজার

ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরে পাঁচদিনে ৫৮ হাজার মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন।

### আজ বৈঠক

৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে। তার আগে বুধবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে মুখ্যসচিব সহ শিল্প দপ্তরের কর্তারা থাকবেন।

### কোর্টের দ্বারস্থ

গণধর্ষণের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সন্দেশখালির এক মহিলা। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেছেন তিনি।

শীতের সকালে মল্লিক ঘাটে। মঙ্গলবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

### গঙ্গাসাগরমেলায় নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার মমতার

# বাংলাদেশ নিয়ে সতর্কতা

**নির্মল ঘোষ**

**গঙ্গাসাগর, ৭ জানুয়ারি :** বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সতর্কতার পরই গঙ্গাসাগরমেলার নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জল, স্থল ও আকাশপথে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানান তিনি। এদিন গঙ্গাসাগরের হেলিপ্যাড ময়দানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এসে তাঁর উদ্বেগের কথাও প্রকাশ করেন মমতা। নিরাপত্তা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি ফেরার সময় তিনি কপ্টার নিয়ে মেলার ওপর এক চক্করও কাটেন।

এদিন ৩০টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মমতা। প্রকল্পগুলির মোট বরাদ্দ ১৫৩ কোটি টাকা। এছাড়াও ১৯টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলির জন্য ৬০.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর ফলে ১৯ লাখ মানুষ উপকৃত হবেন।

মঙ্গলবার সাগরদ্বীপে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি : রাজীব মণ্ডল

গঙ্গাসাগরের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার কী কী করেছে তা ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, গঙ্গাসাগরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন টেনে আনা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সুন্দরবন পুলিশ জেলা, গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানা, কাকদ্বীপে হারউড পয়েন্টে কোস্টাল থানা করা হয়েছে। তিনটি স্থায়ী হেলিপ্যাডও করা হয়েছে। চালু হয়েছে সুলভে কলকাতা-গঙ্গাসাগর কপ্টার পরিষেবা। এছাড়া অসুস্থদের জন্যও কপ্টার পরিষেবা চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নদী পারাপারের সুবিধার জন্য মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং করে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত লঞ্চে যাতায়াত করতে পারবেন সকলে। মেলার জন্য ২২৫০টি সরকারি বাস ও ২৫০টি বেসরকারি বাস, ৯টি বার্জ, ১০০টি লঞ্চ ও ২১টি জেটি ব্যবহার করা হবে। সমস্ত বাস, ভেসেল ও লঞ্চে স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং ও জিপিএসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেলার সময় নিরাপত্তা দেখার জন্য ৫-৬ জন প্রধান সচিব ও ১০ জন মন্ত্রী থাকবেন। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য গাড়ির গতিতে রাশ টানা হচ্ছে। বড়বাজার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত রাস্তায় ৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে গাড়ি চালানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'ওপার বাংলা থেকে কোনওরকম সমস্যা যাতে করতে না পারে তার জন্য কোস্টাল গার্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে। জল, স্থল, আকাশপথে নজরদারি চালানো হবে।'

## প্রতিমন্ত্রীকে কাজ দিন, পূর্ণ মন্ত্রীদের কড়া হুঁশিয়ারি

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীদের বসিয়ে রাখা চলবে না, তাঁদের কাজ দিতে হবে। রাজ্য সরকারের সব দপ্তরের সতীর্থ মন্ত্রীকে এমনই হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

দপ্তরের কাজের ছড়িটা বলতে গেলে পূর্ণমন্ত্রীরাই ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিমন্ত্রীদের এ হেন অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কানে এসে পৌঁছোতেই কড়া মনোভাব নিয়েছেন তিনি। তাতেই নড়েচড়ে বসেছেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রীরা। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীদের কাজের দায়িত্ব দিতে তৎপর হয়েছেন তাঁরা।

নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর কড়া মনোভাব জানার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ ভাগ করে নিয়েছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উত্তরবঙ্গের আট জেলার দায়িত্বে তিনি। তাঁর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মালদা জেলার বিধায়ক। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে এখন তিনি শুধুই মালদা জেলার দায়িত্বে। মঙ্গলবার যোগাযোগ করা হলে সাবিনা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেন, 'শুধু মালদা জেলাটাই আমি দেখছি। জেলায় যা কিছু সবটাই আমার দায়িত্বে। উত্তরবঙ্গের অন্য ৭ জেলায় দায়িত্বে রয়েছেন দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী।'

উত্তরবঙ্গের আট জেলার মধ্যে মাত্র একটি জেলার দায়িত্বে থেকেই তিনি সন্তুষ্ট কি না জানতে চাওয়া হলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'না না কোনও অসুবিধা নেই তাতে। পূর্ণমন্ত্রীর সঙ্গে সমন্বয় করেই সব কাজ হচ্ছে। যোগাযোগও আছে। আলোচনা করেই কাজ হচ্ছে।' বিষয়টি এদিন এড়িয়েও যাননি দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা দপ্তরের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছি। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শুধু মালদা জেলার দায়িত্বে আছেন। ওই জেলার যা কিছু উন্নয়ন ও পরিকল্পনার কাজ তিনিই দেখছেন। জেলার সবটা উনি দেখছেন। এ ব্যাপারে নাক গলাই না আমি। এছাড়া দপ্তরের সব কাজ নিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রতিমন্ত্রীও থাকেন। সমন্বয়ের কোনও অভাব নেই। অসুবিধা কিছু হচ্ছে না।'

একমাত্র উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ছাড়াও সরকারের একাধিক দপ্তরের একাধিক প্রতিমন্ত্রী আছেন। সেই সব প্রতিমন্ত্রীর আলাদা করে কী কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সরকারিভাবে অধিকাংশের ক্ষেত্রে তা জানা যায়নি। নবান্নে একাধিক পূর্ণমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। মুখে তাঁরা কুলুপ এঁটে রয়েছেন। প্রবীণ এক মন্ত্রীর মন্তব্য, 'আমাদের কাজ ভাগের কথা প্রকাশ্যে আপনাদের বলব কেন? সব কিছুরই তো একটা 'ডেকোরাম' আছে। দপ্তরের কাজ তো আমরা করছি সবাই মিলেই। পূর্ণমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এসব ভাগাভাগি কেন?'

> মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা দপ্তরের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছি। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শুধু মালদা জেলার দায়িত্বে আছেন। জেলার সবটা উনি দেখছেন।
>
> **উদয়ন গুহ**

## নন্দীগ্রামে 'গদ্দার' স্লোগান শুভেন্দুকে

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** নন্দীগ্রামে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান গিয়ে তৃণমূলের মুখে 'গদ্দার শুভেন্দু' শুনতে হল বিরোধী দলনেতাকে। আক্রমণ আর পালটা আক্রমণে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান এবারেও তৃণমূল-বিজেপির কাদাছোড়াছুড়ি থেকে রেহাই পেল না।

প্রতিবছরের মতো মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে শহিদ দিবস পালনের আয়োজন করেছিল তৃণমূল। জমি রক্ষার আন্দোলনে ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে গুলিতে নিহত হন জমি আন্দোলনের তিন কর্মী। সেই ঘটনার জন্য সিপিএমকে দুষে শহিদ তর্পণের শুরু। এরপর থেকে দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিবছর নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় শহিদ দিবস হিসাবে পালন করে তৃণমূল। তৃণমূলে থাকাকালীন শুভেন্দুই ছিলেন এই কর্মসূচির কান্ডারি। কিন্তু, ২০২০ সালের পর ১৯ ডিসেম্বর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে শহিদ দিবস পালনের এই কর্মসূচি নিয়ে টানাপোড়েনের শুরু তৃণমূল বনাম বিজেপিতে, লোকে বলে আসলে তৃণমূল বনাম শুভেন্দুতে। এদিন সেই শহিদ দিবস উপলক্ষ্যেই মঙ্গলবার ভোরে সোনাচূড়ার ভাঙাবেড়্যার শহিদ মঞ্চে যান তৃণমূলের রাজ্য নেত্রী জয়া দত্ত, পটাশপুরের বিধায়ক ও জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক ও প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরির নেতৃত্বে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা। সেই মঞ্চ থেকেই শুভেন্দুকে নিশানা করেন তৃণমূল নেতারা। শুভেন্দুকে 'গদ্দার' বলে ধ্বনি দেন তাঁরা। তৃণমূলের কর্মসূচির পরে নন্দীগ্রামের শহিদ মিনারে আসেন শুভেন্দু। শহিদ বেদিতে মালা দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দাগেন তিনিও। নাম না করে আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে বলেন, 'তারাচাঁদবাড় থেকে একটা চোর আজ সকালে এখানে এসে আমাকে গালাগালি করেছে। একটা জাহাজ বাড়ি বানিয়েছে চোরটা।' হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমি যার দিকে তাকাই তার কী অবস্থা হয় দেখেছেন তো? ওর অবস্থা সন্দেশখালির শাহজাহানের মতো হবে।'

## বিকাশের মন্তব্যে কটাক্ষ

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** রাজ্যটা চোরেদের হাতে যাওয়ার জন্য কার্তিক, গণেশপুজো নিয়ে এখন মাতামাতি বঙ্গে। মা যদি ডাকাত হন, তাহলে তাঁর সন্তানসন্ততিরা তো চোর হবেই। কলকাতার উলটোডাঙায় একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়ে সিপিএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য মঙ্গলবার এই মন্তব্যে করেন। হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে এই ধরনের অসম্মানজনক মন্তব্যের জন্য সিপিএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্যের মানসিক ভারসাম্য নিয়েই কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে বিকাশের এই মন্তব্যে দারুণ চটেছেন শুভেন্দু। এক্স হ্যান্ডেলে এর প্রতিবাদ করে শুভেন্দু বলেন, হিন্দু দেবদেবীদের হেয় করা নিয়ে সিপিএমের এই বস্তাপচা মনোভাব উনি আগেও দেখিয়েছেন। নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেখাতে হলে উনি সংখ্যালঘু মুসলিমদের ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে কিছু মন্তব্য করে দেখান। না হলে লোকে ওঁর মানসিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন করবে। যদিও শুভেন্দুর আক্রমণের জবাবে বিকাশ বলেন, 'আমি কৌতুক করে বলেছি। তবে আমার মানসিক ভারসাম্য নিয়ে যারা চিন্তিত, সেই শুভেন্দুকে বলব, হিন্দু হিন্দু করে আপনি দিনরাত যা করে বেড়াচ্ছেন, তাতে নিজের মানসিক ভারসাম্য ঠিক আছে তো?'

### ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

# ২০০০ কোটি খরচে ব্যর্থ সরকার

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** প্রতিটি প্রকল্পের কাজ সময়ে শেষ করার জন্য বারবার সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে চলতি বছরের মার্চে। কিন্তু এখনও এই কমিশনের বরাদ্দ করা প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি রাজ্য সরকার। সোমবারই এই নিয়ে বৈঠক করেছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ এই টাকা মূলত আটটি জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খরচ হয়নি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ নবান্ন। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কেন প্রকল্পের কাজ সময় মতো শেষ হয়নি, তা জানতে চেয়ে ওই আট জেলার জেলা শাসককে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমেই জেলাগুলিকে নির্মীয়মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চের মধ্যে এই কাজ যাতে শেষ হয়, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা টাকা খরচে অনেক পিছিয়ে আছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছিল। ওই জেলার জন্য বরাদ্দ হওয়া ৫৩২ কোটি টাকার মধ্যে ২৫২ কোটি টাকা এখনও খরচই করা যায়নি। মুর্শিদাবাদ ৪৯৬ কোটি টাকা পেয়েছিল। তার মধ্যে ২৩৭ কোটি টাকা তারা এখনও খরচ করতে পারেনি। উল্লেখযোগ্যভাবে কোচবিহার ও নদিয়া বরাদ্দের ৮০ শতাংশই খরচ করে ফেলেছে। ফলে এই দুই জেলার কাজে সন্তোষপ্রকাশ করেছে নবান্ন। এই টাকায় রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশির ব্যবস্থা করার কথা।

২ জানুয়ারি নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোনও প্রকল্পের কাজ ফেলে রাখা যাবে না। তারপরই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচের খতিয়ান দেখতে গিয়ে অর্থ দপ্তর জানতে পারে, ৮ জেলা টাকা খরচে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তারপরই এই জেলাগুলির জেলা শাসককে চিঠি পাঠানো হয়।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকেই ষোড়শ অর্থ কমিশন শুরু হবে। তার আগেই সব কাজ শেষ করতে চায় নবান্ন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে রাজ্যের জেলাগুলির জন্য ৫,১৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু ২ হাজার কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত খরচ হয়নি। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন শেষ হওয়ার আগে যাতে এই কাজ শেষ হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলাকে প্রতি সপ্তাহে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের এক প্রবীণ মন্ত্রী বলেন, 'পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পারলে বিজেপি তা হাতিয়ার করতে পারে। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে পারলে ষোড়শ অর্থ কমিশনে অতিরিক্ত বরাদ্দের দাবি জানানো হবে।'

# কর্মী নিয়োগের অনুমতি চাইল পরিবহণ দপ্তর

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** প্রশাসনিক বৈঠকে কলকাতা শহরে বাসের সংখ্যা কম থাকা নিয়ে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ওপর প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই সোমবার রাস্তায় বাসের অবস্থা খতিয়ে দেখতে সল্টলেক তথ্যপ্রযুক্তি তালুকে যান পরিবহণমন্ত্রী। এই নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হয়। সেখানেই সামনে এসেছে, মূলত চালক ও কনডাক্টরের অভাবেই শহরে অতিরিক্ত বাস চালানো যাচ্ছে না।

সাধারণত দুটি শিফটে বাস নামানো হয়। কোনও কোনও সময় তিনটে শিফটেরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার জন্য যতজন চালক ও কনডাক্টরের প্রয়োজন, তা নেই। তার ফলে শহরে পর্যাপ্ত বাস থাকছে না। ইতিমধ্যেই চালক ও কনডাক্টরের শূন্যপদে নিয়োগ করার জন্য নবান্নকে আবেদন জানিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম ও পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমে চালকের সংখ্যা কম। সেই কারণেই বেশি সংখ্যক বাস নামাতে সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যা কীভাবে কাটানো যায়, তা ভাবা হচ্ছে।'

দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় এই মুহূর্তে ১৩৩০ জন চালকের প্রয়োজন। কিন্তু তাদের হাতে রয়েছে ৮৮০ জন চালক। ফলে আরও ৪৫০ জন চালকের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও ১৩৩০ জন কনডাক্টরের পদ খালি থাকলেও হাতে রয়েছে ৯৫৬ জন। অর্থাৎ ৩৭৪ জন কনডাক্টর কম রয়েছে। চালক ও কনডাক্টর মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণে ৮২৪ জন নিয়োগের প্রয়োজন। একইভাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থারও ২০০ জন চালক ও কনডাক্টরের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমেরও প্রায় ৪৫০ জন চালকের প্রয়োজন আছে। এই মুহূর্তে প্রতিদিন কলকাতা শহর ও শহরতলিতে ৫৫০টি বাস নামায় পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম। চালক পাওয়া গেলে প্রতিদিন ৭০০ বাস চালানো যাবে বলেই নিগমের কর্তারা মনে করছেন।

এছাড়াও তিন নিগমের ২০৯ জন কনডাক্টরকে নিগমের অফিসের কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে। ১০০ জন চালককে গ্যারাজ, ওয়াশিং ইনচার্জ কাজে রাখা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকজন চালককে দিয়ে শহরে ছোট ছোট রুটে ছোট বাস চালাতে পাঠানো হয়। এই চালকদের মধ্যে অনেকে স্থায়ী চালক ছিলেন। তাঁদের অনেকেরই অবসর নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই আরও বেশি সংখ্যায় বাস চালাতে স্থায়ী বা অস্থায়ী পদে চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ করতে নবান্নের অনুমতি চেয়েছে পরিবহণ দপ্তর।

গঙ্গাসাগরমেলা উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীদের জন্য আনা হল অস্থায়ী ঘর তৈরির সামগ্রী। মঙ্গলবার সাগরদ্বীপে। - পিটিআই

## আবাসে সতর্কতা

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** ট্যাবের পর আবাস যোজনার টাকাও ব্যাংক থেকে লুট হয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই রাজ্যের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ২ জন উপভোক্তাকে সরকারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ফোন করে তাঁদের মোবাইল ফোনে যাওয়া ওটিপি নম্বর জানতে চাওয়া হয়। সেই নম্বর বলার পরই তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে যায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই নড়েচড়ে বসেছে নবান্ন। আবাস যোজনার টাকা যাতে লোপাট না হয়, তার জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ওই নির্দেশিকা যাতে উপভোক্তারা জানতে পারেন, তার জন্য জেলা শাসকদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এজন্য গ্রামে গ্রামে প্রচার করতেও বলা হয়েছে।

# প্রতিহিংসার শিকার, সওয়াল কুন্তলের

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** গান গাওয়ার কারণে জেলে যেতে হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি বিখ্যাত চরিত্র চরণ দাসকে। আর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় তাঁর এই পরিস্থিতি বলে আদালতে সপক্ষে সওয়াল করলেন কুন্তল ঘোষ। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় মঙ্গলবার অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষ সহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়। সোমবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছিল। এই নিয়ে নিম্ন আদালতে মোট ৫৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল।

এদিন নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তা উল্লেখ করেন বিচারক। তখনই অভিযুক্তদের ভর্ৎসনাও করেন তিনি। ওইসময় কুন্তল নিজেকে চরণ দাসের সঙ্গে তুলনা করেন।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করে ইডি। তার ভিত্তিতেই বিচারক শুনানির শুরুতেই বলেন, 'এই মামলায় আপনারাও যুক্ত ছিলেন। সকলেরই আলাদা আলাদা ভূমিকা ছিল। অপরাধ করে সম্পদ অর্জনের পরও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ওই টাকা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয় বলে দাবি করেছেন। আপনারা দোষী না নির্দোষ?' কুন্তল বলেন, 'আমি নির্দোষ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলেছিলাম।'

> আমি নির্দোষ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলেছিলাম।
>
> **কুন্তল ঘোষ**

বিচারক তাঁকে থামিয়ে তৎক্ষণাৎ বলেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বলার হলে ধর্মতলায় গিয়ে বলুন, এখানে নয়।' চার্জ গঠনের সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের বক্তব্য, তিনি নির্দোষ। তবে বিচারক জানান, পার্থকে দুর্নীতিতে সাহায্য করেছেন কল্যাণ। তিনি কয়েকটি সংস্থার অধিকর্তা ছিলেন। তার ফলেই দুর্নীতির টাকা সরাতে ও লুকিয়ে রাখতে পার্থকে সাহায্য করেছিলেন তিনি। পার্থর থেকে ১৫ কোটি টাকা নিয়েছিলেন এবং সেই টাকা দিয়ে জমি কিনে স্কুল তৈরি করেন কল্যাণ। অর্পিতা মুখোপাধ্যায়েরও একই বক্তব্য। তিনি জানান, তিনি কোনও সরকারি পদে ছিলেন না। তাই তিনি কোনও বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য ও সৌভিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিচারক জানান, সৌভিক মানিকের পুত্র হিসেবে টাকা লেনদেনে যুক্ত ছিলেন। দুটি কোম্পানি তৈরি করে টাকা লেনদেন করা হয়েছে। শতরূপা ভট্টাচার্যের নাম ব্যবহার করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেআইনি লেনদেন করা হয় বলে অভিযোগ। তবে সৌভিক ও শতরূপা দুজনে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। তাপস মণ্ডলও এদিন নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। এদিন সাক্ষীদের তালিকায় ৩ জনের নাম জমা দেয় ইডি। ১৪,২০,২৭ জানুয়ারি রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহণ হবে।

# খড়্গাপুরের পথশিশুর নিউ জার্সি পাড়ি

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** ২০২০ সালের মে মাস। করোনা পরিস্থিতির জন্য দেশজুড়ে চলছিল লকডাউন। ঠিক তখনই খড়্গাপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি ৬ মাসের পুত্রসন্তানকে উদ্ধার করা হয়েছিল। তখন থেকে সে সেখানেই বড় হচ্ছিল। অবশেষে নতুন ঠিকানা পেল সে। চার বছর বয়সে তার নতুন ঠিকানা হতে চলেছে নিউ জার্সি। সেখানকার বাসিন্দা জোসুয়া ও রাভেন লিউরেন্স ৪ বছরের সংগীতকে দত্তক নিয়েছেন। সোমবার মেদিনীপুর শিশু সুরক্ষা অফিসে মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) কেম্পা হান্নাইয়া ও অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) মৌমিতা সাহা ওই শিশুটিকে ওই দম্পতির হাতে তুলে দেন। ওই শিশুটির পাসপোর্ট সহ যাবতীয় নথিও তৈরি করেছে জেলা প্রশাসন। মেদিনীপুরের শিশু সুরক্ষা অফিসার সন্দীপকুমার দাস বলেছেন,'ওই দম্পতিকে যখন শিশুটিকে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন থেকেই আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরপর আমাদের মধ্যে ভিডিও কলে একাধিকবার কথা হয়েছে। যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল যে ওই শিশুটিকে ওই দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হবে, তখন সে খুবই আনন্দিত। এমনকি সে তার বিমান ও গাড়িতে যাত্রার বিবরণও দিয়েছে।'

ওই শিশুটি যখন বড় হল, তখন দেখা গেল তার হাঁটতে ও কথা বলতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। সেই কারণে তাকে প্রথমে খড়্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ও পরে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। কলকাতাতেও তার চিকিৎসা করা হয়েছে। এখন সে কথা বলতে ও হাঁটতে পারছে। জোসুয়া ও রাভেনের ইতিমধ্যেই দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। একজনের বয়স ৬ ও অন্যজনের বয়স ৩ বছর। জোসুয়া একজন মার্বেল ডিজাইনার ও রাভেন গৃহকর্ত্রী। জোসুয়া বলেন, 'আমরা একবছর ধরে চাইছিলাম একটি পুত্রসন্তান দত্তক নিতে।' রাভেন বলেন, 'যখন চূড়ান্তভাবে জানতে পারলাম, ওই শিশুটিকে আমরা পাচ্ছি, তখন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।' আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে ওই শিশুটিকে বড় করার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও করা হবে বলে রাভেন জানিয়েছেন।

# প্রণবের স্মৃতিসৌধ গড়ার ঘোষণা কেন্দ্রের

## মোদিকে কৃতজ্ঞতা জানালেন শর্মিষ্ঠা

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের জন্য স্মৃতিসৌধ কোথায় নির্মাণ করা হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বরং এই নিয়ে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের চাপানউতোর চলছে। এই বিতর্কের মধ্যে মোদি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজঘাটে যমুনার ধারে রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্থলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার একটি চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বন্দনা করেছেন প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। নমোর সঙ্গে দেখাও করেন তিনি।

শর্মিষ্ঠা লিখেছেন, 'বাবার জন্য স্মৃতিসৌধ তৈরির যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।' মনমোহনকে সম্মান দেখালেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তরফে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সম্মানে একটি বৈঠকও ডাকা হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শর্মিষ্ঠা। কেন্দ্রীয় সরকারও অভিযোগ করেছিল, প্রয়াত পিভি নরসীমা রাওয়ের জন্যও কখনও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেনি কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে প্রয়াত প্রণববাবুর জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত এবং তা নিয়ে শর্মিষ্ঠার মোদি প্রশস্তি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মহলে নতুন চর্চার ইন্ধন দিয়েছে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন শর্মিষ্ঠা। এই গুঞ্জন অবশ্য নতুন নয়। শর্মিষ্ঠা প্রতিবারই ওই গুঞ্জন গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ইদানীংকালে যেভাবে বিজেপির খোলাখুলি প্রশংসা করেছেন তাতে দুয়ে-দুয়ে চার একেবারে অসম্ভব নয়।

শর্মিষ্ঠা এদিন বলেছেন, 'বাবা প্রায়ই বলতেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদার জন্য কখনও অনুরোধ করতে নেই। এটা দেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে বাবার স্মৃতিকে সম্মান জানিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বাবাকে এসব কিছুই স্পর্শ করবে না। কারণ উনি এখন প্রশংসা-সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু তাঁর মেয়ের কাছে এই আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা নেই।' এর আগে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেস যেভাবে নিজেদের নেতাকে দূরে ঠেলে দেয় বিজেপি তা করে না। বিজেপি সবাইকে নিয়ে চলে। কোনও কোনও বিশ্লেষকের ধারণা, শর্মিষ্ঠাকে সংসদেও আনা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প মুখ খুঁজতে বঙ্গ বিজেপি যেভাবে হিমসিম খাচ্ছে তাতে শর্মিষ্ঠা পদ্মশিবিরে যোগ দিলে তাঁকে রাজ্য রাজনীতিতেও আনার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিতে নারাজ বিশ্লেষকরা। তবে মমতার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। কাজেই তাঁকে বঙ্গ রাজনীতিতে এনে বিজেপির খুব একটা লাভ হবে না।

নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলাপচারিতায় শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়।

> বাবার জন্য স্মৃতিসৌধ তৈরির যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।
>
> **শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়**

## আটকে বাঙালি সহ ৬ শ্রমিক ▪ উদ্ধারে সেনা-নৌবাহিনী

# অসমের খনিতে জল, মৃত ৩

**গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি :** অসমের প্রত্যন্ত পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে এক কয়লাখনিতে জল ঢুকে পড়ায় মৃত্যু হল ৩ শ্রমিকের। আটকে রয়েছেন ছ'জন। মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ন'জন শ্রমিক খনিতে কাজের জন্য নেমেছিলেন। সোমবার থেকে তাঁরা খনিতে। রাতভর তৎপরতা চালিয়েও কাউকে উদ্ধার করা যায়নি। এমনকি তিনটি মৃতদেহ চিহ্নিত করা গেলেও খনি থেকে তুলে আনা সম্ভব হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা খনিতে আটকে থাকা শ্রমিকদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা গিয়েছে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তিনি সঞ্জিত সরকার। বয়স ৩৬। বাকিরা অসমের। তাঁদের বয়স ৩০ থেকে মধ্য পঞ্চাশের কিছু বেশি।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর শুরু হয়েছে উদ্ধার অভিযান। ঝাঁপিয়ে পড়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তদের ৩০ জনের একটি টিমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৮ জন কর্মী। তাঁরা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত। তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সেনা ও অসম রাইফেলসের জওয়ানরা। বিশাখাপত্তনম থেকে আনা হয়েছে নৌবাহিনীর ডুবুরিদের।

খনিতে জল ঢুকে পড়ায় অনেকেই দুশ্চিন্তায়। মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, খনির কাছে থাকা উদ্ধারকারী টিমের মূল্যায়ন অনুসারে জলের স্তর খনির ভিতরে ১০০ ফুট উঠেছে। সেকারণেই ডুবুরিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে সেনা নেমেছে। অসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছেন জওয়ানরা। একথা জানিয়েছেন গুয়াহাটির প্রতিরক্ষা মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দর রাওয়াফ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খনি বিপর্যয় প্রায়ই ঘটে থাকে। গত জানুয়ারিতে নাগাল্যান্ডে কয়লাখনি দুর্ঘটনায় ছ'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। চারজন আহত হন। মে মাসে তিনসুকিয়ায় মৃত্যু হয় তিনজনের। সবচেয়ে বড় খনি দুর্ঘটনাটি হয়েছিল ২০১৮ সালে মেঘালয়ে। তখন ১৫ জন শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন।

এদিকে গুজরাটের কচ্ছ জেলায় ভুজের এক গ্রামে ৫৪০ ফুট গভীর একটি জলশূন্য কুয়োয় পড়ে গিয়েছেন এক তরুণী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও বিএসএফ উদ্ধারে এগিয়ে এলেও সাফল্য মেলেনি। পরিজনেরা দিশাহারা অবস্থায়।

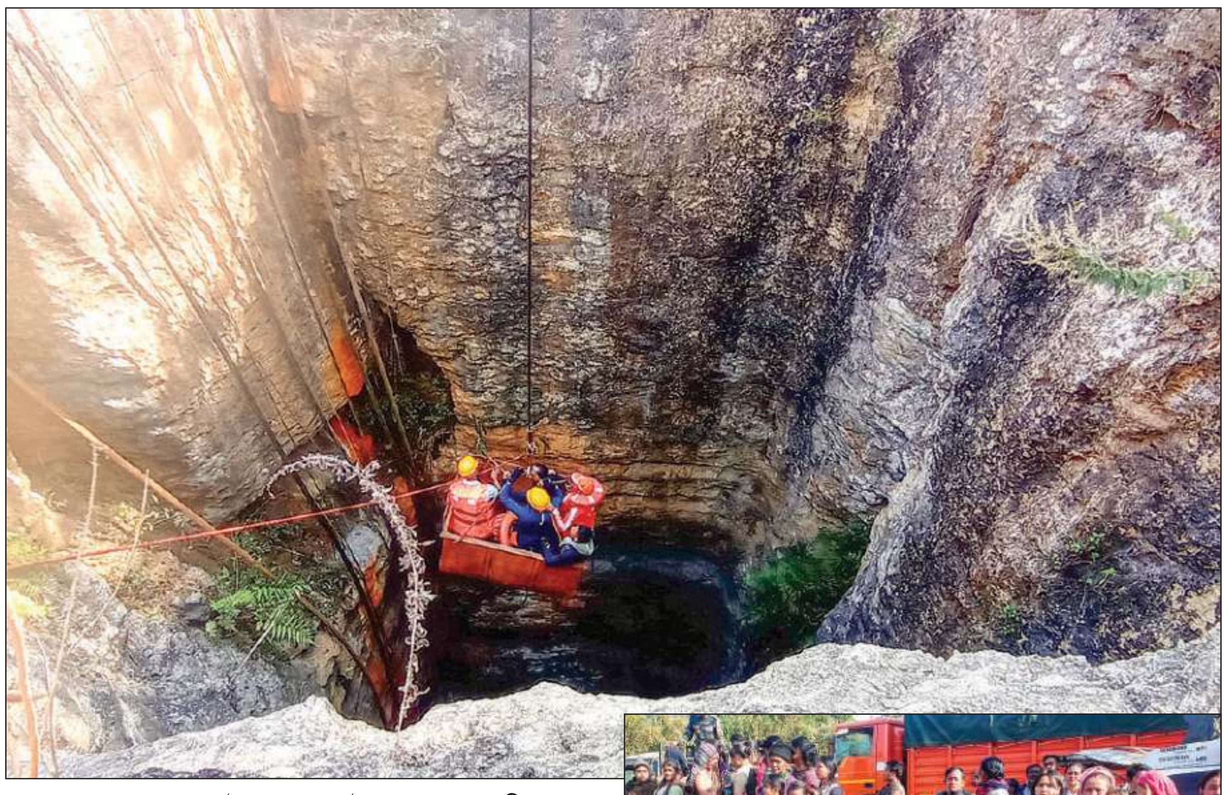
সময় যত এগোচ্ছে, উদ্বেগ বাড়ছে। উদ্ধারকাজ চলছে। প্রিয়জনের অপেক্ষায় প্রার্থনা গ্রামবাসীর। মঙ্গলবার ডিমা হাসাও-তে।

# আইসিইউতে অসুস্থ প্রশান্ত কিশোর

**পাটনা, ৭ জানুয়ারি :** শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রাক্তন ভোটকুশলী ও জন সুরয পার্টির নেতা প্রশান্ত কিশোরকে। এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়।

সোমবার পাটনার গান্ধি ময়দানের আমরণ অনশন মঞ্চ থেকে ভোরবেলা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল পাটনা পুলিশ। এরপর আদালত তাঁকে জামিন দিলেও বন্ডে সই করেননি পিকে। বদলে জেলেই অনশন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার জেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি মেদান্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই শরীরে জলশূন্যতার সমস্যায় ভুগছিলেন পিকে। মেদান্ত হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'কিছু সমস্যা রয়েছে পিকের শরীরে। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ইনফেকশন এবং ডিহাইড্রেশন হয়েছে। দুর্বলতাও রয়েছে।'

জামিনের শর্তে স্বাক্ষর করেননি তার ব্যাখ্যা দিয়ে পিকে বলেন, 'জামিনে শর্ত হিসেবে উল্লেখ ছিল, আমি ভবিষ্যতে কোনও অবৈধ কাজে অংশ নেব না। আমি সেই শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি এবং জেলে যাওয়াই পছন্দ করেছি।' তাঁর অভিযোগ, তাঁকে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে পুলিশের গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয় এবং বিভিন্ন হাসপাতাল ও কেন্দ্র ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে পিকে বলেন, 'আমার আমরণ অনশন চলবে।'

ঘাপটি মেরে... মঙ্গলবার সুরাটের সারথানা পার্কে।

# অন্তর্বর্তী জামিন আসারামের

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন আসামি আসারাম বাপুর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। স্বাস্থ্যের কারণেই তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। আপাতত ৩১ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিনে থাকবেন আসারাম। কিন্তু শর্ত একটাই, এই সময়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। বিচারপতি সুন্দরেশ ও রাজেশ বিন্দালের বেঞ্চ জানিয়েছে, বয়সজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন আসারাম। তাঁর হৃৎপিণ্ডে সমস্যা রয়েছে। একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আসারামের চিকিৎসা চলছে যোধপুরের আরোগ্য মেডিকেল সেন্টারে। কিশোরী ছাড়া আর এক মহিলাকে আশ্রমে একাধিকবার ধর্ষণে অভিযুক্ত তিনি।

# জিডিপি'র হার কমে ৬.৪ শতাংশ হতে পারে

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার পৌঁছে গিয়েছিল ৮.২ শতাংশে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে একধাক্কায় সেই হার নেমে আসতে পারে ৬.৪ শতাংশে। মঙ্গলবার এই পূর্বাভাস দিয়েছে পরিসংখ্যানমন্ত্রক।

করোনা মহামারির ধাক্কা সামাল দিয়ে ২০২১-'২২ অর্থবর্ষ থেকেই দৌড় শুরু করেছিল দেশের অর্থনীতি। শেষ তিন অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার তাই ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চলতি অর্থবর্ষের শুরু থেকেই পরিস্থিতি বদলেছে। প্রথম দুই ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে হয়েছিল যথাক্রমে ৬.৭ শতাংশ এবং ৫.৪ শতাংশ। তখনই জিডিপি কমার আশঙ্কা জোরালো হয়েছিল। জিডিপি বদ্ধির হার কমে চলতি অর্থবর্ষে ৬.৬ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। পরিসংখ্যানমন্ত্রকের পূর্বাভাস সেই হার আরও কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল।

মন্ত্রক জানিয়েছে, সার্বিকভাবে বৃদ্ধির হার কমলেও ভালো অবস্থায় থাকতে পারে কৃষি, পরিকাঠামো নির্মাণ, আর্থিক, আবাসন এবং পরিষেবা ক্ষেত্র। কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ১.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩.৮ শতাংশ হতে পারে। পরিকাঠামো নির্মাণ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৮.৬ শতাংশ হতে পরে। অন্যদিকে আর্থিক, আবাসন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাইভেট কনজাম্পসান ২০২৩-২৪ -এ ছিল ৪ শতাংশ। সেই হার ২০২৪-২৫-এ বেড়ে হতে পারে ৭.৩ শতাংশ। বাড়তে পারে সরকারি খরচও।

পরিসংখ্যানমন্ত্রকের এই পূর্বাভাস কেন্দ্রের ওপর চাপ বাড়াল। ২০২৮-এর মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে মোদি সরকার। জিডিপি বৃদ্ধির হার ধাক্কা খেলে সেই লক্ষ্য পূরণ কঠিন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

# ডিএ, এসএসসি ও ওবিসি শুনানি স্থগিত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি স্থগিত হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। এসএসসির শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, ওবিসি শংসাপত্র বাতিল মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার পর মঙ্গলবার রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা (ডিএ) মামলার শুনানিও স্থগিত হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। দিনের শেষে সেই আশঙ্কাই সত্যি হল।

মঙ্গলবার বিচারপতি হৃষীকেশ রায় এবং বিচারপতি এভিএন ভাট্টির বেঞ্চে ডিএ মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টের কার্যবিবরণীর তালিকায় মামলাটি একেবারে শেষে ছিল। বিচারপতি সময়ের অভাবে শুনানি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। এর ফলে ডিএ মামলার ১৪তম শুনানিও পিছিয়ে গেল। নতুন বেঞ্চ গঠনের পর মার্চে এই মামলার শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও শুনানির জন্য শীর্ষ আদালতের তরফে কোনও নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করা হয়নি।

এর আগে গত বছর ১৫ জুলাই ডিএ মামলার শুনানি হয়েছিল। দীর্ঘ ছয় মাস পর জানুয়ারিতে শুনানির দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু ফের তা পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ রাজ্য সরকারি কর্মীদের বড় অংশ। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন।রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে মহার্ঘভাতার ফারাক এখন ৩৯ শতাংশ। কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় ৫৩ শতাংশ ডিএ পান, যেখানে রাজ্যের কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় মাত্র ১৪ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানিও স্থগিত হয়েছে। ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১০-এর পর রাজ্যে জারি হওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করার রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছেন ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

একইভাবে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে। মামলার গত শুনানিতে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন, যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করা সম্ভব না হলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেবে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই মামলার শুনানিও পিছিয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি একইদিনে স্থগিত হয়ে গেল।

# 'আপনাকে তো নাতি চেনেই না'

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** বেঙ্গালুরুর আত্মঘাতী ইঞ্জিনিয়ার অতুল সুভাষের চার বছরের সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মা অঞ্জু মোদি। মঙ্গলবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সন্তানের মা এখনও জীবিত রয়েছেন। পাশাপাশি অতুলের সন্তানের কাছে তাঁর ঠাকুরমা কার্যত অচেনা একজন মানুষ বলে মনে হয়েছে বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চের।

## অতুলের মা-কে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

এদিকে অতুল সুভাষের শিশু সন্তান কোথায় রয়েছে, তা নিয়ে এতদিন একটা ধোঁয়াশা ছিল। এ নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠতেও শুরু করেছিল। অতুলের মা ও অন্যরা দাবি করেছিলেন, সন্তানের মধ্যে অতুলকেই দেখতে পান নিকিতা ও শ্বশুরবাড়ির অন্যরা। তাই নিকিতাদের কাছে থাকলে শিশুটির প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার সেই রহস্য ও সংশয়ের মেঘও কেটে গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। অতুলের স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়ার আইনজীবী আদালতে জানান, হরিয়ানার ফরিদাবাদে রয়েছে অতুল এবং নিকিতার একমাত্র সন্তান। সেখানে একটি আবাসিক স্কুলে পড়াশোনা করছে সে। সন্তানকে যাতে নিকিতার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়, সেই আবেদনও জানান আইনজীবী।

অতুলের মৃত্যুর পর নিকিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সদ্য কর্ণাটক হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন তাঁরা। জামিনের শর্ত অনুযায়ী নিকিতাকে বেঙ্গালুরুতেই থাকতে হবে। আইনজীবীর বক্তব্য, এই অবস্থায় সন্তানকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যেতে চান নিকিতা। মামলার পরবর্তী শুনানিতে অতুল-নিকিতার সন্তানকে আদালতে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

৯ ডিসেম্বর ভোরে বেঙ্গালুরুর ফ্ল্যাট থেকে অতুলের দেহ উদ্ধার হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টার ভিডিও ছাড়াও ২৪ পাতার একটি সুইসাইড নোট রেখে যান অতুল, যার ছত্রে ছত্রে স্ত্রী নিকিতা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ ছিল। আত্মহত্যার জন্য নিকিতা ও তাঁর পরিবারকেই দায়ী করেছিলেন অতুল।

# রাজ্যকে নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ

## এইচএমপিভি মোকাবিলা

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** দেশের কোথাও অস্বাভাবিকভাবে শ্বাসজনিত রোগের বাড়বাড়ন্ত ঘটেনি। সব রাজ্যকে নিয়ে বৈঠকের পর মঙ্গলবার এ কথা জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সোমবার কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে শিশুদের শরীরে হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস (এইচএমপিভি)-এর সংক্রমণের খবর মেলে। মুম্বই থেকে কলকাতায় আসা এক শিশুও সম্প্রতি এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে সুস্থও হয়ে গিয়েছে। তবে দেশজুড়ে উদ্বেগের আবহে সোমবার সব রাজ্যকে নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তব। ভার্চুয়ালি ওই বৈঠকে যোগ দেন সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব ও অন্য আধিকারিকরা। দেশের কোন প্রান্তে শ্বাসজনিত রোগ কতটা দেখা যাচ্ছে, তা নিয়ে পর্যালোচনা করতেই এই বৈঠক করে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, এইচএমপিভি-র কারণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, তবে শীতকালে শ্বাসজনিত রোগ বৃদ্ধি স্বাভাবিক। তাই জনসাধারণকে সচেতন করতে তথ্য ও শিক্ষা প্রচার (আইইসি) কর্মসূচি জোরদার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'দেশের কোথাও সাধারণ শ্বাসজনিত রোগ অস্বাভাবিক হারে বাড়েনি। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেন্টিনেল জনজাতির ক্ষেত্রেও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি।'

সেন্টিনেল দ্বীপে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ওই জনজাতির স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখে কেন্দ্রের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)। সোমবারের বৈঠকে আইসিএমআরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব জানান, এইচএমপিভি নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। ২০০১ সাল থেকে এই ভাইরাস গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, 'সব রাজ্যকে ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় অসুস্থতা (আইএলআই) এবং গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (এসএআরআই)-এর পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইডিএসপি (ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম)-এর মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে।'

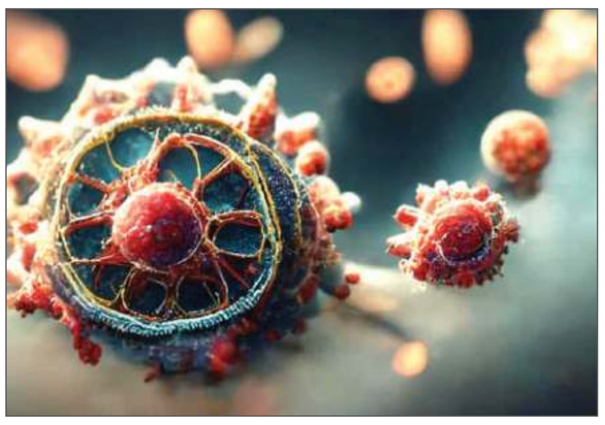

স্বাস্থ্যসচিব জানান, সাধারণত এই জাতীয় ভাইরাসের সংক্রমণে হালকা কিছু প্রভাব পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংক্রমণের পর শরীর নিজে থেকেই সুস্থ হয়ে যায়। কিছু সাবধানতা নিলে ভয়ের কিছু নেই। বিশেষ করে সাবান এবং জল দিয়ে হাত ধোয়া, অপরিষ্কার হাত চোখে, নাকে বা মুখে না দেওয়া, হাঁচি-কাশির সময়ে নাক-মুখ ঢেকে নেওয়ার ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি যাঁদের শরীরে কোনও উপসর্গ রয়েছে, তাঁদের খুব কাছাকাছি না যাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সম্প্রতি চিনে এইচএমপিভি ভাইরাসের একটি প্রজাতির কারণে অনেকে সংক্রামিত হচ্ছেন। সেই প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রের এহেন নির্দেশ।

আইডিএসপি-র তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সারা দেশে ৭১৪ জন সন্দেহভাজন রোগীর মধ্যে মাত্র ৯টি এইচএমপিভি সংক্রমণের প্রমাণ মেলে। এর মধ্যে পুদুচেরিতে চারটি, ওড়িশায় দুটি এবং ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে একটি করে সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। নতুন বছরে বেঙ্গালুরুতে দুই শিশু এবং আহমেদাবাদে এক শিশুর মধ্যে ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। তবে প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্রে সন্দেহ করা হলেও সেখানে সংক্রমণ ধরা পড়েনি কারোর মধ্যে।

## তথ্য তালাশ

### এক্সে সেরা

তথ্য হোক বা বিনোদন সবকিছুতেই সেরা এখন এক্স। সকাল থেকে রাত, নিত্য আনাগোনা লেগেই থাকে সাবেক টুইটারে। আর উঠতে-বসতে যাঁদের খবর না নিলেই নয়, তাঁরা সকলেই এখন নাম লিখিয়েছেন এক্সের খাতায়। তাই ফলোয়ার্সও বাড়ছে তরতরিয়ে। ফলোয়ার্সের নিরিখে তালিকার প্রথমেই রয়েছেন এক্স-কর্তা স্বয়ং। রইল হাইপ্রোফাইলদের তালিকা...

১. এলন মাস্ক : ২১০ মিলিয়ন
২. বারাক ওবামা : ১৩০ মিলিয়ন
৩. ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো : ১১৪ মিলিয়ন
৪. জাস্টিন বিবার : ১০৯ মিলিয়ন
৫. রিহানা : ১০৮ মিলিয়ন

# অতিশীকে ফের উচ্ছেদের নোটিশ

**নয়াদিল্লি ৭ জানুয়ারি :** বিধানসভা ভোটের দামামা বাজতেই অভিযোগ, পালটা অভিযোগ পর্ব আরও জোরালো হল দিল্লিতে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী অতিশী অভিযোগ করেন, ৬ নম্বর ফ্ল্যাগ স্টাফ রোডের বাংলোটিকে তাঁর সরকারি বাসভবন হিসেবে বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। বরং সেখান থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করার নোটিশ পাঠিয়েছে। এই নিয়ে গত তিনমাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার এই কাজটি করল কেন্দ্র। এক সাংবাদিক বৈঠকে অতিশী বলেন, 'বিজেপি আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল বিজেপি। ওরা আমার বাড়ি কেড়ে নিতে পারে। আমাদের কাজ বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু দিল্লির মানুষের জন্য কিছু করার যে মানসিকতা আমাদের রয়েছে, সেটা কিছুতেই বন্ধ করতে পারবে না। প্রয়োজন পড়লে আমি দিল্লির মানুষের বাড়িতে গিয়ে থাকব।' এর জবাবে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য বলেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন। ১১ অক্টোবর ওঁকে শিশমহল বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু উনি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বিরক্ত করতে চান না বলে সেখানে যাননি। ওঁর জন্য আরও দুটি বাংলোর কথা বলা হয়েছে।'

# শহিদ বিদায়, কাঁধ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**রায়পুর, ৭ জানুয়ারি :** চোখের জল বাঁধ মানছিল না। কেউ ফুঁপিয়ে, কেউ হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন। শহিদদের দেহের পাশে রাখা হচ্ছিল পুষ্পস্তবক। কারও মুখে কোনও কথা নেই। উপস্থিত সকলেই শোকে নিমজ্জিত। মঙ্গলবার এই আবহে কাঁধ দিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। তিনি নিহত এক নিরাপত্তাকর্মীর দেহ বহন করেছেন। দান্তেওয়াড়া এদিন কার্যত ছিল শোকে মুহ্যমান।

সোমবার বিজাপুরে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে নিরাপত্তাবাহিনীর ৮ পুলিশকর্মী ও গাড়িচালক শহিদ হন। শনিবারের অভিযানের বদলা নিতেই মাওবাদীরা ওই আঘাত হানে।

### মাওবাদী হামলাস্থল পরিদর্শন আধাসেনা কর্তার

বিজাপুরের আম্বেলি গ্রামের কাছে মাওবাদীদের সেই হামলাস্থল মঙ্গলবার সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন ছত্তিশগড় রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা অশোক জুনেজা ও সিআরপিএফ-এর ডিজি বিতুল কুমার। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বস্তারের আইজি সুন্দররাজ পি ও একাধিক পুলিশ আধিকারিক। এই তথ্য দিয়েছেন বিজাপুরের এসপি জিতেন্দ্রকুমার যাদব।

*সামনেই মকরসংক্রান্তি। তেলুগু সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের মুখোশ ঘুড়ি তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে। (নীচে) ভূস্বর্গে চারিদিকে বরফ। তারই মাঝে নিজেদের ক্যামেরাবন্দি করলেন এক পর্যটক দম্পতি। গুলমার্গে।*

# দিল্লিতে ভোট ৫ ফেব্রুয়ারি

**নবনীতা মণ্ডল**

### হ্যাটট্রিকের অঙ্গীকার আপের, পরিবর্তনে মরিয়া বিজেপি-কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনে একদফায় ভোটগ্রহণ করা হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি ভোটগণনা। এই ৭০টির মধ্যে ১২টি সংরক্ষিত। মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার দিল্লির বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। এদিন থেকেই দিল্লিতে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গিয়েছে। ১৭ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। দিল্লির বিদায়ি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৩ ফেব্রুয়ারি। দিল্লির মানুষকে দলে দলে ভোট দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছেন সিইসি। দিল্লির সঙ্গেই উত্তরপ্রদেশের মিল্কিপুর এবং তামিলনাড়ুর ইরোড (পূর্ব) বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে।

দিল্লিতে ফের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখলের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি ভোটের নির্ঘণ্টকে স্বাগত জানিয়ে দলের ক্যাডারবাহিনীকে নির্বাচনি সংগ্রামে নেমে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আপনাদের মনোবাসনার সামনে সবথেকে বড় সিস্টেমও ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনারাই আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। এই নির্বাচন কাজের রাজনীতির এবং গালিগালাজের রাজনীতির মধ্যে লড়াই। আমরা নিশ্চিতভাবে জয়ী হব।' এদিন আপের তরফে প্রচার সংগীত প্রকাশ করা হয়েছে। 'ফির লায়েঙ্গে কেজরিওয়াল' শীর্ষক স্লোগানটিকেই এবার দলের প্রচার সংগীত হিসেবে তুলে ধরেছে ঝাড়ুবাহিনী। প্রচার সংগীত প্রকাশের অনুষ্ঠানে হাজির কেজরিওয়াল বলেন, 'দিল্লির ভোট দিল্লিবাসীর কাছে উৎসবের মতো। দেশের মানুষ একটি জিনিসের অপেক্ষায় থাকেন। সেটা প্রচার সংগীত। ২০১৫, ২০২০ সালের পর আজ আপের তৃতীয় প্রচার গানটির সূচনা করা হল। নাচগান করুন। বিয়ে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বাজান।' বিজেপিকে বিঁধে তাঁর কটাক্ষ, 'দেশের সবথেকে গালিগালাজ পার্টি চাইলে এই গানটি ঘরের দরজা বন্ধ করে চালাতে পারে।'

ভোট ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি এবং কংগ্রেসও। দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, 'দিল্লির বিকাশ করতে পারে এমন একটি সরকার নির্বাচনের জন্য আমি দিল্লির মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি দিল্লির সামগ্রিক বিকাশে দায়বদ্ধ।' তবে লড়াইয়ে নামলেও বিজেপি এখনও পর্যন্ত তাদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, তা ঘোষণা করেনি। উলটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই এবার ভোটে নামছে গেরুয়াশিবির। বিজেপির স্লোগান 'বদলকে রহেঙ্গে'। বিজেপি, কংগ্রেস উভয় শিবিরই দিল্লিতে পরিবর্তনের ব্যাপারে মরিয়া।

২০১৩ থেকে লাগাতার দিল্লিতে সরকার চালাচ্ছে আপ। ২০২০ সালে দিল্লির ৭০টি আসনের মধ্যে আপ জিতেছিল ৬২টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ৮টি আসন। কংগ্রেস কোনও আসন পায়নি। ২০১৫-য় আপ ৬৭টি আসন জিতেছিল। বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৩টি আসন। কংগ্রেস সেবারও খাতা খুলতে পারেনি।

# ইভিএমেই আস্থা কমিশনের

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** বিরোধীদের কোনও অভিযোগকেই মানল না নির্বাচন কমিশন। প্রথমে লোকসভা ভোট, তারপর হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে কারচুপির অভিযোগের জেরে ইভিএম ব্যবহার বন্ধ করে ব্যালট পেপারে ভোট করানোর দাবি তুলেছিল কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের একাধিক শরিকদল। কিন্তু মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট জারি করতে গিয়ে সেই দাবি নস্যাৎ করে দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার।

ইভিএম বাদ দেওয়ার যে দাবি উঠেছিল তাতে টেসলা কর্তা এলন মাস্কও সায় দিয়েছিলেন। গতবছর বিরোধীদের পাশাপাশি মাস্কও ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সিইসি বলেন, 'ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে ওই ন্যারেটিভটি তৈরি করা হয়েছে। আমাদের নির্বাচন চলার সময় একজন আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশারদ বলেছিলেন, ইভিএম হ্যাক করা সম্ভব। আমেরিকায় ইভিএম নেই। ওই মন্তব্য এখানেও বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। অথচ পরে ওই বিশেষজ্ঞ স্বয়ং বলেছিলেন, ভারতে একদিনে গণনা শেষ হয়ে যায়। অথচ আমেরিকায় তা করতে এক মাস সময় লেগে যায়।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় ভোট গণনা করতে দীর্ঘ সময় লাগায় তা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন মাস্ক। তিনি বলেছিলেন ভারতে একদিনে গণনা হয়ে যায়। অথচ ক্যালিফোর্নিয়ায় তা করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। মানুষ অথবা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে ইভিএম হ্যাক করা যায় বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

রাজীব কুমার বলেন, 'ইভিএম মোটেই হ্যাক করা যায় না। কারচুপির প্রতিটি অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের পর খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রযুক্তি স্বাধীন এবং অবাধ নির্বাচনের নীতি বজায় রেখেছে। ৪২বার আলাদা আলাদাভাবে বিচারবিভাগ ইভিএমের ওপর আস্থা বজায় রেখেছিল। এই যন্ত্রগুলি বছরের পর বছর ধরে প্রযুক্তির বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং এটা জাতীয় গর্বের বিষয়।'

ইভিএমে কারচুপি অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলার পাশাপাশি কমিশন নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতাকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেয় বলেও জানান সিইসি। দিল্লির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল আপ, কংগ্রেস। আপের সঞ্জয় সিং বলেন, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে দিল্লি বিধানসভার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫০ হাজার ভোটারের নাম কাটানোর অভিযোগ জমা পড়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। কারণ, মহারাষ্ট্রের মতো দিল্লিতেও ভোটারদের নাম কাটিয়ে নতুন ভোটারের নাম সংযোজন করতে চাইছে বিজেপি। অভিযোগ নস্যাৎ করে রাজীব কুমার বলেন, 'ভোটার তালিকা সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সামনে রেখেই প্রস্তুত করা হয়। তাদের আপত্তি জানানোরও সুযোগ থাকে। ফর্ম-৭ পূরণ না করলে কোনওভাবেই নাম বাদ দেওয়া যায় না। তাই ভোটার তালিকায় কারচুপির কোনও জায়গা নেই।'

ইভিএম মোটেই হ্যাক করা যায় না। কারচুপির প্রতিটি অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের পর খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রযুক্তি স্বাধীন এবং অবাধ নির্বাচনের নীতি বজায় রেখেছে।

**রাজীব কুমার**

# ইন্টারপোলের ধাঁচে এবার ভারতপোল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ৭ জানুয়ারি :** ইন্টারপোলের ধাঁচে এবার ভারতপোল তৈরি করল মোদি সরকার। তবে ইন্টারপোলের মতো ভারতপোল কোনও সংস্থা নয়। বরং এই পোর্টাল ভারতের পুলিশ এবং বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অপরাধের তদন্ত এবং তথ্য আদানপ্রদানে সহায়তা করবে। এটি ইন্টারপোলের সঙ্গে আরও নিবিড় সমন্বয় স্থাপন করার মাধ্যমে ভারতের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। মঙ্গলবার সিবিআই-এর উদ্যোগে তৈরি নতুন পোর্টালটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেন, 'ভারতপোল আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক তদন্তকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাবে। সিবিআই একমাত্র এজেন্সি যা ইন্টারপোলের সঙ্গে কাজ করার জন্য এতদিন চিহ্নিত ছিল, কিন্তু ভারতপোল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয় সংস্থা এবং সমস্ত রাজ্যের পুলিশ সহজেই ইন্টারপোলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে।'

এই নতুন পোর্টালটি চালুর ফলে রাজ্য পুলিশ যে কোনও অপরাধী বা পলাতক ব্যক্তির বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্যের জন্য সরাসরি ইন্টারপোলের সহায়তা নিতে পারবে। একইসঙ্গে বিদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিও কোনও অপরাধী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য 'ভারতপোল'-এর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবে। সাইবার অপরাধ, অর্থনৈতিক অপরাধ, সংগঠিত অপরাধ, মানব পাচার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের তদন্তে 'ভারতপোল' পোর্টাল' বড় ভূমিকা পালন করবে বলেই ধারণা কেন্দ্রীয় সরকারের। পোর্টালটি সিবিআই-এর অধীনে কাজ করলেও রাজ্য পুলিশ যে কোনও অপরাধী বা পলাতক ব্যক্তির বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্যের জন্য এই পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি ইন্টারপোলের সাহায্য নিতে পারবে।

মূলত পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে কাজ করবে ভারতপোল পোর্টাল। সমন্বয় স্থাপন অর্থাৎ সিবিআই এই পোর্টালের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা এবং রাজ্য পুলিশকে একক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করবে। আন্তর্জাতিক সহায়তা, যার ফলে পোর্টালের মাধ্যমে ইন্টারপোলের ১৯৫ সদস্য দেশের সঙ্গে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান সম্ভব হবে। যার ফলে বিদেশে লুকিয়ে থাকা অপরাধীদের শনাক্ত করা এবং আন্তর্জাতিক তদন্তের গতি ত্বরান্বিত করা সহজ হবে। তথ্য প্রচারের মাধ্যমে অপরাধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা গোয়েন্দা প্রতিবেদন ১৯৫টি দেশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যাবে, যা ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলির জন্য সহায়ক হবে। এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ এর ফলে পোর্টালটি গুরুত্বপূর্ণ নথি সম্পর্কে সহজে অ্যাক্সেস দেবে।

ভারতপোল আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক তদন্তকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাবে। সিবিআই একমাত্র এজেন্সি যা ইন্টারপোলের সঙ্গে কাজ করার জন্য এতদিন চিহ্নিত ছিল, কিন্তু ভারতপোল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয় সংস্থা এবং সমস্ত রাজ্যের পুলিশ সহজেই ইন্টারপোলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

**অমিত শা**

### বোকার রাজনীতি, ট্রুডোকে কটাক্ষ সাংসদের

# কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে অনীতা

**অটোয়া, ৭ জানুয়ারি :** কানাডার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জাস্টিন ট্রুডো। তবে নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন তিনি। ট্রুডোর পদত্যাগের পরেই শাসকদল লিবারাল পার্টির অন্দরে নতুন প্রধানমন্ত্রীর খোঁজে বৈঠক পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে ট্রুডোর বিদায় নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ অভিষেক মনু সিংভি। ট্রুডোর খালিস্তানপন্থীদের মদত দেওয়া ও অন্ধ ভারত বিরোধিতাকে 'বোকার রাজনীতি' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সিংভি বলেন, 'ট্রুডোর পদত্যাগ কানাডার বিদেশনীতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। তাঁর প্রস্থান ভারত-কানাডা সুসম্পর্কের পথকে প্রশস্ত করল।'

ইস্তফা দিয়ে লিবারাল পার্টির ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রেসিডেন্ট সাচিত মেহতার সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক করেন ট্রুডো। কানাডার সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, প্রাথমিকভাবে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য ৪টি নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। নাম অনীতা ইন্দিরা আনন্দ। ট্রুডো সরকারে পরিবহণমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন পেশায় আইনজীবী অনীতা। এছাড়া প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড, বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ক এবং ব্যাংক অফ কানাডার প্রাক্তন গভর্নর মার্ক কার্নিও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন।

কয়েক সপ্তাহ আগে ট্রুডোর সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সরকার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড। তারপর প্রধানমন্ত্রী বদলের দাবিতে সরব হন লিবারাল পার্টির পার্লামেন্ট সদস্যদের বড় অংশ। প্রভাবশালী নেত্রী ফ্রিল্যান্ডের পদত্যাগ ট্রুডোর পতনে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরসূরি হিসাবে ফ্রিল্যান্ড ট্রুডোর কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিকে ট্রুডোর অনুগত ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ককে মানতে নারাজ ফ্রিল্যান্ডপন্থীরা। অর্থমন্ত্রী পদে তাঁর নিয়োগ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক লিবারাল সাংসদ। প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে থাকলেও কানাডার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর কার্নির রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আসন্ন পার্লামেন্ট ভোটে কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন কি না সেই প্রশ্ন উঠছে। সেদিক থেকে দীর্ঘদিনের রাজনীতিক অনীতা আনন্দ কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক আনন্দ ২০১৯ থেকে কানাডার পার্লামেন্টের সদস্য। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ভারত বিরোধী খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনের জেরে লিবারাল পার্টির ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটব্যাংকে ধস নামার সম্ভাবনা প্রবল। কানাডায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ওপর একাধিকবার হামলা চালিয়েছেন খালিস্তান সমর্থকরা। ভাঙচুর হয়েছে হিন্দু মন্দির। হামলার সময় কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ। শুধু ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ও ট্রুডো সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে। বেপরোয়া ভারত বিরোধিতা ট্রুডোর পতনের অন্যতম কারণ বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। এই পরিস্থিতিতে অনীতাকে সামনে রেখে লিবারাল পার্টির তরফে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তথা এশীয় ভোটারদের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইতিহাস গড়বেন অনীতা।

**নাম :** অনীতা ইন্দিরা আনন্দ
**বয়স :** ৫৮
**বাবা :** এসভি আনন্দ ছিলেন তামিলনাড়ুর বাসিন্দা, মা সরোজ ডি রাম পঞ্জাবের মেয়ে
**শিক্ষা :** কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াডহাম কলেজ-অক্সফোর্ড
**পেশা :** আইনজীবী
**রাজনীতি :** একদশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে। লিবারাল পার্টির টিকিটে ওকভিলি থেকে নির্বাচিত। কানাডার পার্লামেন্টে প্রথম হিন্দু মহিলা সদস্য
**অভিজ্ঞতা :** গণপরিষেবা, প্রতিরক্ষা, পরিবহণের মতো মন্ত্রক সামলেছেন

# জুড়ে যাও, প্রস্তাব ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি :** প্রেসিডেন্ট পদে জেতার পর কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে 'গভর্নর' সম্বোধন করে চরম অস্বস্তিতে ফেলে ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম রাজ্যে পরিণত করার ইঙ্গিত করেছিলেন। সোমবার ট্রুডো পদত্যাগের কথা ঘোষণা করার ২ ঘণ্টার মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ফের সক্রিয় ট্রাম্প। এবার আর রাখঢাক করে নয়, প্রতিবেশী দেশকে খোলাখুলি আমেরিকার সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। আমেরিকার অঙ্গ রাজ্য হিসাবে কানাডা কী কী সুবিধা পাবে ট্রাম্পের পোস্টে তারও উল্লেখ রয়েছে।

হবু মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'কানাডার মানুষ তাঁদের দেশকে আমেরিকার ৫১তম প্রদেশ হিসাবে দেখতে চাইছেন। বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে কানাডার যে পরিমাণ ভরতুকি প্রয়োজন সেটা দেওয়া আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ট্রুডো এটা জানেন বলেই পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হলে কানাডাকে কোনও বাণিজ্য কর দিতে হবে না। অন্যান্য করের পরিমাণও অনেক কমে যাবে। চিন ও রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ অনবরত কানাডার আশপাশে টহল দিচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে থাকলে কানাডা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পাবে। একসঙ্গে আমরা একটি মহান দেশ হয়ে উঠব।'

# মোদিকে বাইডেনের বার্তা দিলেন সুলিভান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** জো বাইডেন সরকারের বিদায়ের ঠিক আগে দু-দিনের দিল্লি সফরে এসেছেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। সোমবার তিনি দিল্লিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক করেন। মঙ্গলবার দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। মোদির হাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের লেখা একটি চিঠি তুলে দেন সুলিভান। সেখানে গত কয়েকবছরে ভারত-মার্কিন কৌশলগত সম্পর্কের উন্নতির কথা স্মরণ করেছেন বাইডেন। বাইডেনকে পালটা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন বিদেশমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি দু-দেশের জনগণের স্বার্থে এবং বৈশ্বিক মঙ্গলের উদ্দেশে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার জয়শংকর-সুলিভান বৈঠকে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা গভীর করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁরা গত চার বছরে ভারত-মার্কিন ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করেছেন। প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, বেসামরিক পারমাণবিক, পরিচ্ছন্ন শক্তি, সেমিকনডাক্টর এবং এআইয়ের ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।

বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর সামাজিক মাধ্যমে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার অবদানের প্রশংসা করে বলেন, 'গত চার বছরে ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে সুলিভানের ভূমিকা অসামান্য।' ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গেও বৈঠক করেন সুলিভান। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টার চলতি সফরের মূল উদ্দেশ্য দু-দেশের বহুপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকনডাক্টর, বায়োটেকনলজি এবং প্রতিরক্ষা উদ্ভাবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

সুলিভানের এই সফর ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সুলিভানের সফরের আগে বাইডেন প্রশাসনের একজন মুখপাত্র জানিয়েছিলেন, মার্কিন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে অজিত দোভালের বৈঠকে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে। এতে মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, কৌশলগত প্রযুক্তি সহযোগিতা থেকে শুরু করে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং এর বাইরেও উভয়ের নিরাপত্তা অগ্রাধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গত চার বছরে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যা দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করেছে।

# গ্রেপ্তার তরুণ

**অযোধ্যা, ৭ জানুয়ারি :** রাম মন্দিরের বাইরে ছবি তোলা গেলেও ভিতরে ছবি তোলা বারণ। একাধিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এড়িয়ে রাম মন্দিরের ভিতরে ছবি তোলার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম জয় কুমার। তিনি গুজরাটের ভদোদরার বাসিন্দা। তাঁর চশমায় লাগানো ছিল ১২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এআই-র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রথমে ধরতে না পারলে পরে রক্ষীরা ধরে ফেলে তাকে আটক করে।

# ভিখারির প্রেমে মজে গৃহত্যাগ ৬ সন্তানের মায়ের

**লখনউ, ৭ জানুয়ারি :** ভালোবাসা মন পোড়ায়। মন ভাঙে। গড়েও। এ এক অদ্ভুত জাদু। যার ছোঁয়ায় স্বামী, সংসারও ভেসে যায় মহিলাদের। নাড়িছেঁড়া ধন সন্তান তখন ধর্তব্য নয়। এমনই এক আশ্চর্য প্রেমের সাক্ষী হল উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বার জেলা। স্বামী ও ছয় সন্তান নিয়ে ভরা সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী রাজেশ্বরী ভিখারির প্রেমে মজে বাড়ি ছেড়েছেন।

মহিলার স্বামী ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৮৭ ধারায় স্ত্রী অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার খোঁজ মিলেছে। বছর ৩৬-এর রাজেশ্বরীর স্বামী রাজু মধ্য চল্লিশের। তাঁদের ছটি সন্তান। থাকেন হরিদ্বারের হরপলপুরে। তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন নানহে পণ্ডিত। ভিক্ষাই তাঁর জীবিকা। রাজুর বাড়িতে এসেও ভিক্ষা চাইতেন নানহে পণ্ডিত। মধ্য চল্লিশের নানহের সঙ্গে প্রায়ই গল্প করতেন রাজেশ্বরী। তাঁদের ফোনালাপও চলত। রাজু এসমস্ত নিয়ে কিছু ভাবেননি।

পুলিশের কাছে অভিযোগে রাজু জানিয়েছেন, ৩ জানুয়ারি বেলা ২টো নাগাদ কিছু সবজি, কাপড়জামা কিনতে রাজেশ্বরী বাজারে গিয়েছিলেন। বড় মেয়ে খুশবুকে বলে যান। ফেরেননি। রাজুর সন্দেহ, নানহে পণ্ডিতের সঙ্গে রাজেশ্বরী পালিয়েছেন। রাজুর দাবি, মহিষ বিক্রির টাকা নিয়ে উধাও হয়েছেন স্ত্রী।

পুলিশকর্তা শিল্পা কুমারী জানিয়েছেন, তাঁরা মহিলাকে পেয়েছেন। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। নানহে পণ্ডিতের খোঁজ চলছে।

# কাওয়াসাকি রোগে আতঙ্ক নয়

**রণজিৎ ঘোষ**

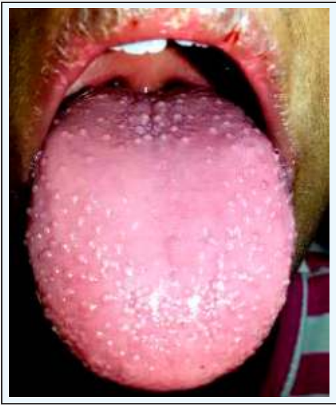

## শিকার হতে পারে কারা

- শারীরিকভাবে দুর্বল, শীর্ণকায় শিশুদেরই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি
- ভাইরাসঘটিত নয়, রক্তের কিছু সমস্যা থেকে এই রোগের সৃষ্টি। তবে, দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা করলে রোগ সেরে যায়
- কিন্তু দেরি হলে হৃদরোগের সম্ভাবনা থাকে
- পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

**শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি :** এবার শিলিগুড়িতেও কাওয়াসাকি রোগের হদিস। তবে, আতঙ্কের কিছু নেই। আক্রান্ত শিশু শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছে। তবে চিকিৎসকরা মানছেন, এই রোগ অত্যন্ত বিরল। ভারতবর্ষে বছরে তিন-চারজনের শরীরে এই রোগ ধরা পড়ে। মূলত শারীরিকভাবে দুর্বল, শীর্ণকায় শিশুদেরই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ অভেদ বিশ্বাসের কথায়, 'এটা কোনও ভাইরাসঘটিত রোগ নয়। একজনের থেকে অপরজনের শরীরে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। রক্তের কিছু সমস্যা থেকে এই রোগের সৃষ্টি। তবে, দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা করলে রোগ সেরে যায়। কিন্তু দেরি হলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ বলছেন, 'ওই শিশুটি যে সমস্ত শারীরিক উপসর্গ নিয়ে এসেছিল, তা দেখেই আমাদের কাওয়াসাকি সন্দেহ হয়। তারপর চিকিৎসা শুরু করা হয়। শিশুটি চারদিনের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছে।'

শিশুটির চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৮০ হাজার টাকা খরচ করে ইনজেকশনের ব্যবস্থা করেছিল রোগীকল্যাণ সমিতি। সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব বলছেন, 'শিশুটিকে সুস্থ করতে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চিকিৎসকদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।'

বেশ কয়েক মাস আগের ঘটনা। শিলিগুড়ির চম্পাসারির দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা চার বছরের একটি শিশু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। তাকে প্রাইভেটে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান পরিবারের লোকজন। প্রথমে চিকিৎসক ভাইরাল জ্বর ধরে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। সেইমতো ওষুধও দেন। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় লাল লাল র‍্যাশ বের হয়। চোখগুলিও লালচে হয়ে যায়। এই দেখে আতঙ্কিত পরিবারের লোকজন শিশুটিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। শিশুটিকে ভর্তি করে চিকিৎসকরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেন। শিশু বিভাগ, মেডিসিন বিভাগ মিলিতভাবে শিশুটিকে পরীক্ষার পর কাওয়াসাকি রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, রোগীকে ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়। এতে হৃদযন্ত্রে প্রভাব পড়া আটকানো যায় এবং শরীরের ব্যথাও কমে। এখানে এই প্রক্রিয়াতেই শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। তবে, এই রোগে হৃদযন্ত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকায় মাঝেমধ্যে শিশুটিকে হাসপাতালে এনে পরীক্ষা করা হবে। চিকিৎসকরা বলছেন, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, শারীরিকভাবে দুর্বল শিশুদের এই রোগ হতে পারে।

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের দাবি, 'শিলিগুড়িতে এর আগে কাওয়াসাকি রোগ পাওয়া যায়নি। এই শিশুটিও বেশ কয়েকমাস আগে আক্রান্ত হয়েছিল। হাসপাতালের চিকিৎসকদের তৎপরতায় সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই রোগ নিয়ে অযথা আতঙ্কের কারণ নেই।'

বনদপ্তরের অফিসের সামনে বিক্ষুব্ধরা।

# নর্থ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ

**শামুকতলা ও কুমারগ্রাম, ৭ জানুয়ারি :** বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন একসঙ্গে দুই এলাকার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন রায়ডাক গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া এলাকার অন্তত ১০০ বাসিন্দা। সেইসঙ্গে কুমারগ্রাম রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কুমারগ্রাম নাগরিক মঞ্চ।

নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের অফিসটি কার্তিকায়। এদিন সেই অফিসের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেন স্থানীয়রা। স্লোগান তোলেন, 'রেঞ্জ অফিসারের দাদাগিরি মানব না', 'জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার মানুষকে হয়রান এবং মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া মানছি না মানব না', 'আদিবাসীদের অধিকার লঙ্ঘন করা চলবে না চলছে না'। তাঁরা এদিন সকল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখান। অবশেষে রেঞ্জ অফিসারকে লিখিত দাবিপত্র দিয়ে আন্দোলন তুলে নেন।

রায়ডাক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আদিবাসী নেতা সুরেন মিঞ্জ এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন এদিন। তাঁর একগুচ্ছ অভিযোগ। বললেন, 'জঙ্গলে নজরদারি নেই। সাফ হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল। বুনো হাতির হানা রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। মিলছে না ক্ষতিপূরণ। বুনো হাতির হানায় কেউ জখম হলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা বন দপ্তর সঠিকভাবে করে না।'

এদিনের আন্দোলনে শামিল হন আদিবাসী নেতা সুশীল ওরাওঁ, বিনোদ বাগোয়ারের মতো অনেকেই। অনিয়াল হক, নারায়ণ দাস, অনুকূল সরকারদেরও এদিন এই আন্দোলনে শামিল হতে দেখা যায়।

নারায়ণ দাস অভিযোগ করেন, 'রেঞ্জ অফিসার শ্যামল মণ্ডল এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করেন। এমনকি অস্থায়ী বনকর্মীদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেন। এগুলি বন্ধ না করা হলে আগামীদিনে বড় আন্দোলনে নামা হবে।' রেঞ্জ আফিসার শ্যামল মণ্ডল অভিযোগ নিয়ে কিছু বলতে চাননি। কেবল জানিয়েছেন, বাসিন্দাদের কিছু দাবি ছিল সেগুলি লিখিত আকারে জমা দিয়েছেন। সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, জঙ্গল এবং জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের নানাভাবে হয়রান করার অভিযোগ উঠেছে কুমারগ্রামের রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধেও। এই অভিযোগ তুলে এদিন কুমারগ্রাম রেঞ্জ অফিসেও বিক্ষোভ দেখানো হয় কুমারগ্রাম নাগরিক মঞ্চের তরফে। সংগঠনের নেতাদের অভিযোগ, আইনের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করছেন রেঞ্জ অফিসার রানা গুহ। অথচ জঙ্গল রক্ষার কাজ ঠিকঠাকভাবে করছেন না। কাঠের চোরাকারবারিদের ঠেকাতে পারছেন না। অথচ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে নিরীহ গরিব মানুষকে জঙ্গলে ঢুকতে দিচ্ছেন না। জঙ্গল লাগোয়া পিকনিক স্পটগুলো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। রানার জবাব, 'হয়রানির অভিযোগ সঠিক নয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধে কড়াকড়ি করা হয়েছে।'

# উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেস, কৃষকদের উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা প্রকল্প নিয়ে ডুয়ার্সকন্যায় অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেনারেল) অশ্বিনীকুমার রায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি প্রসেনজিৎ রায় এবং সহ সভাপতি অঙ্ক মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল নাথ সহ অন্যরা। বৈঠকে কৃষকদের জন্য সরকারি প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন, অনুদান প্রদান এবং চাষিদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সহ সভাপতি বলেন, 'কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ কার্যকর করতে আমরা প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চেয়েছি।'

# জেলার ১৩ প্রাথমিক স্কুল নিয়ে উদ্বেগ

*প্রথম পাতার পর*

সেই নিয়ম মেনে চললে অনেক বিদ্যালয়ই অস্তিত্ব হারাতে পারে। তবে, এই বিষয়ে এখনও তেমন কোনও নির্দেশিকা নেই বলে খবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও ডিপিএসসি সূত্রে।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সুজিত সরকার বলেন, 'পড়ুয়ার সংখ্যা কম বিষয়ে এখনও কোনও নির্দেশিকা আসেনি। শিক্ষা দপ্তরের কোনও নির্দেশিকা হাতে পেলে জানিয়ে দেওয়া হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় শতাধিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা পঞ্চাশের কম। তবে সেসব বিদ্যালয় নিয়ে অবশ্য এখনই দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই বলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের ইঙ্গিতে স্পষ্ট।

জেলার একাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোগত সমস্যার অভিযোগ রয়েছে বরাবর। এর আগে পড়ুয়া ও শিক্ষকের বসার জন্য চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ তৈরির দাবি উঠেছিল। বিশেষ করে পঠনপাঠনের ওপর প্রভাব পড়ছে বলে অনেকে মনে করছেন। তার পরেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি করে বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরির জন্য প্রায় ৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে শিক্ষা দপ্তর। জেলার ৮৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০০টির বেশি বিদ্যালয়ে নতুন চেয়ার, টেবিল দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট ঠিকাদার সংস্থা সেই চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ তৈরি করে চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই বিদ্যালয়গুলিতে বিতরণ করবে বলে ঠিক হয়েছে।

ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'কোন কোন বিদ্যালয়ে কতগুলি চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রয়োজন তার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এখন সেগুলি তৈরি করে বিদ্যালয়গুলিতে ধাপে ধাপে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

### ইঙ্গিত কালীঘাটের দিকে

# চৈতালির মুখে কুলুপ নিয়ে প্রশ্ন

**জসিমুদ্দিন আহম্মদ**

**মালদা, ৭ জানুয়ারি :** আগেরদিন স্বামীর হত্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন তিনি। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থান বদল। এবার মুখে কুলুপ আঁটলেন বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকার। সোমবার নিহত তৃণমূল নেতার শ্রাদ্ধের দিন কলকাতা থেকে এসেছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বার্তা পেয়েই কি মৌনব্রত নিতে বাধ্য হলেন চৈতালি?

সোমবার মিডিয়ার কাছে ইংরেজবাজার পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জানিয়েছিলেন যে, চলতি মাসেই ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান পদের রদবদল হওয়ার কথা ছিল। বাবলা সরকারকে পুরপ্রধান হিসেবে ফিরিয়ে আনছিল দল। তাই তাঁকে খুন হতে হয়েছে। যার স্বার্থে আঘাত লাগছিল সে এই কাজ করেছে। কিন্তু গতকালের এই মন্তব্যের পর মঙ্গলবার নিশ্চুপ হয়ে যান তিনি। সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলার মতো মানসিক অবস্থা এখন নেই বলে তিনি এড়িয়ে যান। তবে কি খুন নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করার জন্য তাঁকে থামিয়ে দিল দল! এমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিন বাবলা সরকারের সুকান্তপল্লির বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বাড়ির সামনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সাদা প্যান্ডেল রয়েছে। অফিসের সামনে নিহত তৃণমূল নেতার বড় আকারের ছবি। বহুতলের নীচে কয়েকজন মানুষ বেঞ্চে বসে রয়েছেন। কিছু পুলিশকর্মী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। পাশেই বহুতলে প্রবেশের পথ। সেখানে রয়েছে চেয়ারের সারি। লিফটের সামনে দুই জন পুলিশকর্মী চেয়ারে বসে। জনৈক দলীয় সমর্থক বললেন, 'বৌদি নীচে নামবেন না। বাড়িতে নারায়ণপুজো। ছেলে অভিনব সরকারও পুজোয় রয়েছে।'

ব্যস্ততার মাঝেও চৈতালি সরকার ফোনে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মনটা ভালো নেই। পুজোয় রয়েছি।' একঘণ্টা পরে দেখা হতে পারে? প্রশ্ন করতেই তাঁর মন্তব্য, 'দেখুন আমার মানসিক অবস্থা ভালো নেই। সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে পারব না। আপনারা সবই জানেন। লিখছেন তো। এখন কিছু বলার নেই।' বাবলা সরকার খুন হওয়ার পর থেকেই স্ত্রী চৈতালি সরকার একদিনের জন্য চুপ থাকেননি। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কার মাথা রয়েছে ? তাকে সামনে আনার জন্য সংবাদমাধ্যমের সামনে লাগাতার বলে যাচ্ছিলেন।

# জখম প্রৌঢ়

**ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার ভোরে গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফালাকাটা-ধূপগুড়ি রাজ্য সড়কের তপসিতলা বাজার এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় জখম হন এক প্রৌঢ়। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন গৌরকিশোর রায়। বাড়ি তপসিতলায়।

# পাসপোর্ট

*প্রথম পাতার পর*

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, রেড কর্নার নোটিশ, প্রত্যর্পণ করতে ভারতকে অনুরোধ ইত্যাদিতে এমনিতেই ঢাকা-নয়াদিল্লি টানাপোড়েন বাড়ছিল। প্রত্যর্পণের অনুরোধে এতদিন সাড়া দেয়নি ভারত। কিন্তু এবার তাঁর পাসপোর্ট বাতিল হওয়ায় হাসিনাকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হতে পারে ভারত। যদিও ভারতের বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, এ দেশের ট্রাভেল ডকুমেন্টস নিয়ে হাসিনা বাংলাদেশ বাদে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে যেতেই পারেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিবের অবশ্য দাবি, ওইরকম ট্রাভেল ডকুমেন্ট হয়তো ভারত সরকার দিয়েই রেখেছে। ভারত কিন্তু এই মন্তব্যে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শর্মিলা রহমান সিঁথি।

কাতারের আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে লন্ডনে গেলেন তিনি। সেখানে আছেন তাঁর বড় ছেলে তারেক রহমান। অর্ধ যুগের পর মা-ছেলের দেখা হবে। লন্ডনে ক্লিনিকে ভর্তি করা হবে তাঁকে। এর আগে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহুবার তাঁকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করেছিল বিএনপি। কিন্তু হাসিনার সরকার সেসময় কর্ণপাত করেনি।

রোহিণীতে প্যারা গ্লাইডিং। মঙ্গলবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

# প্রধানমন্ত্রীকে দিশা

*প্রথম পাতার পর*

৮ জানুয়ারি হাওড়া থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন। তার আগে কলকাতায় রাজভবনে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানাবেন স্বয়ং রাজ্যপাল। জাতীয় যুব উৎসব ২০২৫-এর আগে এবারে 'বিকশিত ও বিশ্বগুরু ভারত' গড়তে যুবদের সঙ্গে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের আলোচনার সুযোগ করে দিতেই ক্রীড়া ও যুবমন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে এই অনুষ্ঠান।

গত বছর নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আয়োজিত প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন দেশের তিরিশ লাখের বেশি তরুণ-তরুণী। সেখানে উতরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ধাপে দশটির মধ্যে যে কোনও একটি পছন্দসই বিষয় বেছে নিয়ে অনলাইন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সফল হতে হয়েছে তাঁদের। সবশেষে গত ২২ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয় লাইভ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। সেখানে অংশ নিয়ে চূড়ান্ত বাছাইয়ে রাজ্যের মধ্যে ৩৮ জন এই সুযোগ পেয়েছেন। সেখানেই 'মেকিং ইন্ডিয়া গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং পাওয়ার হাউস' বিষয়ের ওপর আকাশের প্রবন্ধ মন কাড়ে বিচারকদের। মল্লি ও পঙ্কজের বিষয় 'বিকাশ ভি, বিরাসত ভি' এবং প্রীতম বলেছেন কৃষিতে ফলন বাড়ানোর বিষয়ে। স্বামীজির জন্মদিনে দিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশকে আগামীদিনে শিল্পোৎপাদনে শীর্ষে তুলতে যেসব নীতি চালু বা পরিবর্তন করা দরকার তা নিয়ে নিজেদের স্পষ্ট মতামত জানাবেন চারজনই।

স্নাতক স্তরে গণিতে টপার আকাশের মতে, ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে দেশকে আর্থিক ও শিল্পোৎপাদনে বিশ্বগুরু করে তোলা সম্ভব। এজন্যে দীর্ঘমেয়াদি দূষণমুক্ত ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে পাখির চোখ করার প্রস্তাব দিতে চান আকাশ। সেইসঙ্গে এআইকে বিকাশে কাজে লাগানো, কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় এবং সর্বোপরি প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়া এবং সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থায় জোয়ার আনার বিভিন্ন উপায় থাকবে ধূপগুড়ির তরুণের প্রস্তাবে। আকাশ চাইছেন সময় সুযোগ পেলে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে শিল্পোৎপাদনের বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর নজর কাড়তে। একইভাবে সুযোগ পেলে প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরের পর্যটনের বিকাশের প্রস্তাব দিতে চান মল্লি। প্রীতমের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে উত্তরে কৃষিনির্ভর শিল্পের বিকাশে। দিল্লির পথে রওনা হওয়ার মুখে আকাশের বক্তব্য, '৩০ লাখের বেশি অংশগ্রহণকারী দেখে প্রথমটায় ঘাবড়েই গেছিলাম। তবে প্রাথমিক পর্বে প্রশ্নোত্তর যত এগিয়েছে ততই আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। প্রবন্ধটা যখন ঠিকঠাক হল তখন ভয় কেটে গিয়েছিল। এরপর শান্তিনিকেতনে ডাক পেলাম, তারপর দিল্লিতে। সুযোগ পেলে আমার জেলা এবং উত্তরবঙ্গ নিয়ে শিল্প গড়ার ভাবনা জানাব প্রধানমন্ত্রীকে।'

# খড়ে আগুন

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পূর্ব বড়চৌকি চাঁদনিপাড় এলাকার একটি বাড়িতে খড়ের গাদায় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে দমকলে খবর দেন। দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা। দমকলকেন্দ্রের অফিসার অমিতকুমার সেন জানান, খড়ের গাদা বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে থাকায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে।

# হেপাটাইটিস সচেতনতা

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যে শুরু হয়েছে হেপাটাইটিস রোগ সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান। তারই অঙ্গ হিসেবে আলিপুরদুয়ার জেলাতেও তিনদিনের প্রচার শুরু হয়েছে। কোচবিহারের ছায়ানীড় নামে একটি নাট্য সংস্থা মঙ্গলবার জেলার বিভিন্ন এলাকায় পথনাটিকার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে হেপাটাইটিস নিয়ে। আলিপুরদুয়ার-১, ফালাকাটা ব্লক, আলিপুরদুয়ার শহরে এই প্রচার করা হয়।

# মমতার তোপ

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** কিছু প্রাইভেট চক্র আছে, একটু জ্বর হলেই ভয় দেখিয়ে ন্যাচারাল জিনিসকে আনন্যাচারাল করে দেয়। এইচএমপিভি নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা বলেন। তিনি বলেন, 'চিন্তা করার কারণ যখন হবে, তখন আমরা বলে দেব। এই ভাইরাস নিয়ে অনেকে অযথা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই নিয়ে মুখ্যসচিব আজই বৈঠক করেছেন। এখনও পর্যন্ত যা জেনেছি, এটা মারাত্মক কিছু নয়। এখন ভয় বা আতঙ্ক ছড়ানোর কিছু নেই।'

# প্রদীপকে সমর্থন

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বের করে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত এখনও করছে কংগ্রেস। দু-দিন আগেই এই মন্তব্য করেছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। প্রদীপবাবু বলেছিলেন, 'সেদিন মমতাকে বহিষ্কার করা ঠিক হয়নি। মমতাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্বের চাপে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সোমেন মিত্র।' এই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রদীপবাবুর এই বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলেছিলেন, সোনিয়া গান্ধি না থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না।

এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে প্রদীপ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ঠিকই বলেছেন। কংগ্রেস তো প্রায়শ্চিত্তই করছে।' এর বাইরে আর কোনও শব্দ খরচ করেননি মুখ্যমন্ত্রী।

# পরিদর্শন

**কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়ি ও মধ্য পারোকাটা সংযোগকারী পিডব্লিউডি রাস্তার ওপর সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আসেন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার পদমর্যাদার আধিকারিকরা। সেই সেতু পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা জানান, খুব শীঘ্রই সেটির সংস্কার করা হবে। বর্তমানে সেতুর যা অবস্থা তাতে ১০ টনের বেশি মাল পরিবহণ করা যাবে না।

# ১৫৬ প্রজাতির

*প্রথম পাতার পর*

তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ মাছের খনি। অথচ আক্ষেপের বিষয় বলতে আমাদের মধ্যে অনেকেরই এখানকার মাছের বিষয়ে সেভাবে কোনও ধারণা নেই। সেকারণে আমার এই উদ্যোগ।' মাছ চাষের সুবাদে বেশ কয়েকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছেন। মাছ চাষ করে কীভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায় সে বিষয়ে প্রৌঢ় মানুষটি অন্যদের স্বেচ্ছায় সাহায্য করেন। তাঁর কাছে মাছ চাষ শিখে শ্যামল বর্মন, সুলতান মিয়াঁর মতো অনেকেই আজ স্বাবলম্বী। লক্ষ্মীকান্তের এহেন উদ্যোগকে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অঙ্কিত শর্মার মতো অনেকেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের নামও লক্ষীকান্ত বর্মন। এক লক্ষ্মীকান্ত আরেক লক্ষ্মীকান্তর প্রশংসা শুনে খুবই লজ্জায় পড়েন। তবে তিনি নিজের লক্ষ্য থেকে সরতে রাজি নন। বরং, সবার মধ্যে মৎস্যপ্রীতি বৃদ্ধিতে মাছ চাষের জন্য একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনায় আজকাল বেশি করে ডুব দিয়েছেন।

# গাড়িতে সৌরভ

*প্রথম পাতার পর*

তাই নিজের ক্ষমতা দেখাতে বেআইনিভাবে গাড়িতে নীলবাতি লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

প্রাক্তন বিধায়কের এমন নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহারের বিষয়ে অবশ্য তেমন কিছু বলতে চাননি আলিপুরদুয়ারের বর্তমান বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি আমার নজরে আসেনি। তাই আমি কিছু বলব না।' আর তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইককে অবশ্য এদিন ফোনে পাওয়া যায়নি।

ওই কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদ ছাড়া সৌরভ আর কোনও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে নেই। কিন্তু ওই পদে থেকেও তিনি সরকারি নির্দেশিকা মতো গাড়িতে নীলবাতি লাগাতে পারেন না বলেই আইনজীবীরা জানিয়েছেন। তাই তাঁর এভাবে গাড়িতে নীলবাতি লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানো নিয়ে এখন ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে।

# ভরসা ফেরাতে ভার অপর্ণাকে

**প্রসেনজিৎ সাহা**

**দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি :** বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে ল্যাজেগোবরে অবস্থা দিনহাটা পুরসভার। জালিয়াতি কাণ্ডে একের পর এক পুরকর্মীর গ্রেপ্তারের ঘটনায় অস্বস্তি বেড়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। এই অস্থির অবস্থার মাঝেই পুরসভায় চেয়ারম্যান বদল করল তৃণমূল। পুরসভার প্রতি সাধারণ মানুষের ভরসা ফেরাতে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির অপর্ণা দে নন্দীর হাতেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। অপর্ণাকে দায়িত্ব দিয়ে দল এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছে। একদিকে পুরসভার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা। অন্যদিকে জেলাজুড়ে নবীন-প্রবীণ তৃণমূলের দ্বন্দ্বের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া। শুধু তাই নয়, আগামীতে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে অপর্ণার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে কাজে লাগাতে চাইছে দল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, '১৯৭৩ সালের পর প্রথমবার একজন মহিলা চেয়ারপার্সন পেল দিনহাটা পুরসভা। বর্তমান পুরসভার অস্থির পরিস্থিতিতে দল চেয়েছিল ঠান্ডা, ধীরস্থির মাথার লোক এই দায়িত্ব পাক। সেদিক থেকে রাজ্য অপর্ণার নাম অনুমোদন করেছে। আশা করব উনি সকল কাউন্সিলারকে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে পুরসভা চালাবেন। কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমি সবসময় ওঁর পাশে থাকব।'

দিনহাটায় দীর্ঘদিন ধরেই আদি তৃণমূল কর্মীদের অনেকেই কার্যত ঘরবন্দি। অপর্ণার দাদা অসীম নন্দীও জেলার অন্যতম আদি তৃণমূল নেতা। সেদিক থেকে অসীমের বোন অপর্ণাকে চেয়ারপার্সন হিসেবে বসানোয় আদি তৃণমূল কর্মীদের অনেকেই ফের চাঙ্গা হবেন। আদি-নব্যের দ্বন্দ্বের ক্ষতেও কিছুটা প্রলেপ পড়বে সেক্ষেত্রে। পাশাপাশি প্রতিটি ভোটে দিনহাটা পুরসভার ওয়ার্ডগুলিতে তৃণমূলের পিছিয়ে পড়া কাটিয়ে উঠে নতুন করে দল যাতে লিড পায়, সেই অঙ্কও কাজ করছে দলের কাছে।

পুরসভায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে একের পর এক পুরকর্মী গ্রেপ্তারের পরে গত ৩০ ডিসেম্বর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এরপরে পুরসভার চেয়ারম্যানের ফাঁকা জায়গায় কে বসবেন তা নিয়ে একাধিক নামের চর্চা শুরু হয় জেলা রাজনীতিতে। অবশেষে মঙ্গলবার সেই জল্পনার অবসান ঘটে। রাজ্য থেকে পাঠানো খামে বেরিয়ে আসে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অপর্ণা দে নন্দীর নাম। এদিন প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর খাম খোলার পর প্রবীণ কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকার অপর্ণার নাম প্রস্তাব করেন। এরপর সমস্ত কাউন্সিলার সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। দায়িত্ব পাওয়ার পরেই বেলা বারোটা নাগাদ মহকুমা শাসক বিধু শেখরের সঙ্গে দেখা করেন অপর্ণা। ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স হলে মহকুমা শাসক ও সমস্ত কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে শপথবাক্য পাঠ করানো হয় তাঁকে। অপর্ণা বলেন, 'দল যে দায়িত্ব দিয়েছে তা সাদরে গ্রহণ করছি। মন্ত্রী আমার ওপর যে ভরসা রেখেছেন তা অটুট রাখতে চাই।'

শপথবাক্য পাঠ করছেন অপর্ণা দে নন্দী।

# প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা

**ফাঁসিদেওয়া, ৭ জানুয়ারি :** পৃথক রাজ্য ও রাজবংশী সহ উত্তরবঙ্গের অবহেলিত মানুষের চাওয়াপাওয়া তুলে ধরতে বিধানসভা ভোটে লড়তে চলেছে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড)। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমতলা শ্মশান মাঠে উত্তরবঙ্গের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। সেখানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিলকুমার রায় একথা জানান। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ললিপপ দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছে। বাস্তবে সবাই অবহেলিত। আমাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা না এলে উন্নয়ন হবে না।'

উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য তৈরির আন্দোলন সফল করতে আসন্ন বিধানসভা ভোটকেই পাখির চোখ করেছে সংগঠন।

# স্কুলে অনুষ্ঠান

**জটেশ্বর, ৭ জানুয়ারি :** জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলাগাঁও উচ্চবিদ্যালয় এবছর ২৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। সেই উপলক্ষ্যে স্কুলের তরফে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সেই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। তাতে পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেন। সন্ধ্যায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ধুলাগাঁও উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত অধিকারী বলেন, 'স্কুলের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে আমরা অভিভূত।'

# হটল বিজিবি

*প্রথম পাতার পর*

শুকদেবপুর এলাকার বাসিন্দা পীযূষ মণ্ডলের কথায়, 'এখানে কিছু অংশে কাঁটাতার নেই। বিএসএফ রবিবার রাত থেকেই কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু করে। গতকাল সেই কাজ শুরু করলেই বিএসএফকে বাধা দেয় প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষীরা। কিন্তু আমাদের দেশের জমিতেই কাঁটাতার দেওয়া হচ্ছিল। বাধা দেওয়ার বিষয়টি আমরা জানতে পেরেই সেখানে হাজির হই। আমাদের গ্রামের কয়েকশো বাসিন্দা ওই এলাকায় জমায়েত করে।' পরে বিএসএফের হস্তক্ষেপে তারা সরে যান। আর এক বাসিন্দা গোপাল মণ্ডল বলেন, 'আমরা আমাদের জমির এক ইঞ্চিও ছাড়ব না। প্রয়োজনে আমরাও বিএসএফের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।'

৫ অগাস্টের পর বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। যার মধ্যে প্রায় ১৫০টিরও বেশি জায়গাকে ব্ল্যাক স্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সূত্রের খবর, অনুপ্রবেশকারীরা ওই ব্ল্যাক স্পটগুলোকেই অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করছে। এরা বিভিন্ন এজেন্টদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই বিএসএফকে কাঁটাতার দিতে বাধা বিজিবির। যা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এদিন।

# ৩০ হাজার

*প্রথম পাতার পর*

পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে এই বিষয়ে তিনি কথা বলবেন বলে জানান। আর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানান, এটি পিএইচই'র বিষয়। তারাই ভালো বলতে পারবে। শহরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে জলের সমস্যায় জল কিনে খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এবিষয়ে শহরের বাসিন্দা নিলয় দেবনাথ বলেন, 'টাইমকলের জল ছাড়া অন্য জল খেতে পারি না। কারণ কখনও জলে আয়রন বেশি থাকে, কখনও সেই জলে দুর্গন্ধ থাকে। এখন জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছি।'

পিএইচই আধিকারিক ভালভ খারাপ থাকার কথা বললেও সূত্রের খবর আলাদা। এর জন্য নাকি দায়ী ডুয়ার্স উৎসব। সেখানে এখন প্রচুর লোকের সমাগম। প্রচুর জলের চাহিদা। ডুয়ার্স উৎসবে জলের জোগান দিতে গিয়েই নাকি শহরের অন্যান্য জায়গায় পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে পিএইচই বা ডুয়ার্স উৎসব কমিটির কেউই সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি।

# কাঁপল বঙ্গও

*প্রথম পাতার পর*

ভারতেও কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ভারতে একবার আফটারশক অনুভূত হয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন, 'হতাহতের সংখ্যা কমানোর জন্য সর্বাত্মক উদ্ধারকাজ চলছে।' প্রায় ১,৫০০ দমকলকর্মী এবং উদ্ধারকারী ধ্বংসস্তূপ থেকে বিপন্নদের উদ্ধারে মোতায়েন হয়েছেন। হতাহতের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা।

এর আগে এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের রেকর্ড আছে ২০২৩ সালের নভেম্বরে। ৬.৪ মাত্রার ওই কম্পনে নেপালে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৮ সালে চিনের সিচুয়ানে ভূমিকম্পে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ২০১৫ সালে নেপালের কাঠমান্ডুর কাছেও ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৯ হাজার মানুষ প্রাণ হারান।

**ছোট্ট তারা**

নেতাজি রোডের পাঁচ বছর বয়সি সায়েশা সেনগুপ্ত স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলের এলকেজি'র ছাত্রী। নৃত্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রেখে পুরস্কার পেয়েছে।

ব্যাংকের সামনে বসে আছেন ক্ষুব্ধ উপভোক্তারা। -সংবাদচিত্র

### ব্লক হয়ে গিয়েছে অ্যাকাউন্ট

# আবাসের টাকা মিলছে না, ব্যাংকে লম্বা লাইন

ভাস্কর শর্মা

**ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি :** বেশ কয়েকজনের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা। আবার কারও অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে রূপশ্রীর টাকা। কিন্তু কেউ-ই টাকা তুলতে পারছেন না। কারণ প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে রয়েছে। ব্যাংক জানিয়েছে, অ্যাকাউন্ট ব্লকের কারণ কেওয়াইসি নেই কিংবা তা আপডেট করা নেই। সেই কারণে অনেকেই টাকা তোলার আশায় এবং কেওয়াইসি জমা দেওয়ার জন্য ভোর থেকে ব্যাংকের সামনে লাইন দিচ্ছেন। ফালাকাটা মুক্তিপাড়ায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনে এখন রোজ লাইন দিচ্ছেন উপভোক্তারা। অনেক উপভোক্তা আবার ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হয়রানিরও অভিযোগ তুলেছেন।

ফালাকাটা মুক্তিপাড়ার ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চিফ ম্যানেজার চঞ্চল বৈদ্য বলেন, 'আমরা নিয়ম মেনেই পরিষেবা দিচ্ছি। বাদবাকি যা বলার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই বলতে পারবে।'

ব্যাংক ম্যানেজার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কথা বলে দায় সারলেও ক্ষোভ কিন্তু কমছে না ব্যাংকের গ্রাহকদের। ভোর ৬টার সময় লাইনে দাঁড়ান লতাপাতার বাসিন্দা সীমা বর্মন। তাঁর কথায়, 'আমি এই ব্যাংক শাখার গ্রাহক। আমার অ্যাকাউন্টে আবাস যোজনার টাকা ঢুকবে। কিন্তু কয়েক মাস ধরে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে রয়েছে। প্রায় ২ মাস ধরে ব্যাংকে এসেও অ্যাকাউন্ট সচল করতে পারছি না। অ্যাকাউন্ট ঠিক না হলে হয়তো টাকাটাই পাব না।' তালুকেরটারির বাসিন্দা বীরেন্দ্র বর্মন বলেন, 'আমার কাছে এসএমএস এসেছে আবাস যোজনার ঘরের টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। কিন্তু টাকা তুলতে পারছি না। রোজ ব্যাংকে এসেও অ্যাকাউন্ট সচল করাতে পারছি না।'

ব্যাংক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় প্রতিদিন শতাধিক গ্রাহক ব্যাংকে আসছেন। প্রত্যেকেরই অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে রয়েছে। ব্যাংক থেকে সবাইকে কেওয়াইসি জমা করতে বলা হয়েছে। বাংলা আবাস যোজনার ঘরের টাকা ডিসেম্বর মাস থেকে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকা শুরু হয়েছে। আর তারপর থেকেই ফালাকাটার ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে উপভোক্তাদের ভিড় বাড়ছে। সোমবার কয়েকশো উপভোক্তা একই সমস্যা নিয়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গেও কথা বলেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে, বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা বেশিরভাগ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৬০ হাজার টাকায় ঘরের কাজ করতে হবে। যাঁদের টাকা ঢুকেছে তাঁরা ভেবেছিলেন টাকা তুলে দ্রুত ঘরের কাজে হাত দেবেন। তাই উপভোক্তারা ডিসেম্বর মাস থেকেই ব্যাংকে আসতে শুরু করেন। কিন্তু ব্যাংকে এসে জানতে পারেন তাঁদের অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে রয়েছে। তাই উপভোক্তারা কেওয়াইসি নিয়ে ব্যাংকে আসছেন। এর জন্য রোজ ব্যাংকে ভিড় হচ্ছে।

উপভোক্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা কেউ কেউ ভোর ৫টা, তো কেউ ৮টায় এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নাকি সপ্তাহে ৩ দিন কেওয়াইসির জন্য ফর্ম জমা নিচ্ছে। ওই দিনগুলিতে মাত্র ৫০টি করে টোকেন বিলি করা হচ্ছে। যাঁরা টোকেন পাচ্ছেন তাঁদের ফর্ম জমা করা সম্ভব হচ্ছে। ব্যাংকের ওই সিদ্ধান্তেই এখন ক্ষোভ দেখা দিয়েছে উপভোক্তাদের মধ্যে।

ব্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে ষাটোর্ধ্ব হামিদুল মিয়াঁ বলেন, 'আমার বাড়ি মালসাগাঁও। সেখান থেকে ব্যাংকে আসতে অনেক ভাড়া এবং সময় লাগে। তাও কেওয়াইসি জমা করতে ভোরে এসেছি। ৩ দিন ধরে ঘুরেও জমা করতে পারছি না। এভাবে অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকায় জানি না ঘরের টাকা আদৌ পাব কি না?'

**অভিযোগ**

- কেউ কেউ ভোর ৫টা, তো কেউ ৮টায় এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নাকি সপ্তাহে ৩ দিন কেওয়াইসির জন্য ফর্ম জমা নিচ্ছে
- ওই দিনগুলিতে মাত্র ৫০টি করে টোকেন বিলি করা হচ্ছে, যাঁরা টোকেন পাচ্ছেন তাঁদের ফর্ম জমা করা সম্ভব হচ্ছে

**জরুরি তথ্য**

**মজুত রক্ত**

মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি

**আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

এ পজিটিভ - ৩
বি পজিটিভ - ০
ও পজিটিভ - ৭
এবি পজিটিভ - ১
এ নেগেটিভ - ০
বি নেগেটিভ - ২
ও নেগেটিভ - ০
এবি নেগেটিভ - ০

**ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

এ পজিটিভ - ১
বি পজিটিভ - ১
ও পজিটিভ - ২
এবি পজিটিভ - ১
এ নেগেটিভ - ১
বি নেগেটিভ - ০
ও নেগেটিভ - ১
এবি নেগেটিভ - ১

**বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

এ পজিটিভ - ০
বি পজিটিভ - ০
ও পজিটিভ - ১
এবি পজিটিভ - ০
এ নেগেটিভ - ০
বি নেগেটিভ - ০
ও নেগেটিভ - ০
এবি নেগেটিভ - ০

**রোজ শহরে**

- ডুয়ার্স উৎসবের শিশু-কিশোর মঞ্চে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বাংলা গান, রবীন্দ্রসংগীত, শাস্ত্রীয় সংগীত প্রতিযোগিতা
- শিশু-কিশোর মঞ্চে বিকেল ৫টা থেকে আমন্ত্রণমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- লোকসংস্কৃতি মঞ্চে সকাল ১১টা থেকে লোক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।
- লোকসংস্কৃতি মঞ্চে বিকেল পাঁচটা থেকে নানা আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠান।

## ট্যাবলো

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** ট্যাবলো, লোকশিল্পী ও কথা বলা পুতুলের মাধ্যমে ক্রেতা সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতার প্রচার করবে উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য অনুশীলন অধিকার দপ্তর। বুধবার ডুয়ার্সকন্যা থেকে সেই ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লকে এই ট্যাবলো দশদিন ধরে প্রচার চালাবে। এদিন ট্যাবলো উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পবিত্র বসাক, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সৌরভ গুহ রায় প্রমুখ। স্কুল, বাজার সহ জনবহুল জায়গায় প্রচার চলবে। এনিয়ে লোকশিল্পী গানও বেঁধেছেন। কথা বলা পুতুলের মাধ্যমে সচেতন করবেন রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকসংগীতশিল্পী সন্তোষ বর্মন প্রমুখ।

# হেলমেটের জন্য ১০

## ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে নতুন বিতর্ক

অসীম দত্ত

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** এক বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেক বিতর্ক। এক্সপোমেলার মাঠে লটারির দোকানে চটুল নৃত্য প্রদর্শন নিয়ে গত সপ্তাহের শেষের দিকেই যথেষ্ট হইচই হয়েছে। তা মিটতে না মিটতেই এবার ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে নতুন বিতর্ক হেলমেট নিয়ে। উৎসবের মাঠে ঢুকতে গেলে নাকি টিকিটের টাকা, দু'চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের টাকা ছাড়াও দিতে হচ্ছে হেলমেট রাখার টাকা। হেলমেট পিছু ১০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।

হেলমেট রাখার টাকা নিয়ে বিতর্ক কোথায়? বিতর্ক হচ্ছে, কারণ উৎসব কমিটি জানিয়েছে এব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। এমন কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর এই যে হেলমেটপিছু টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেটাও আবার সব জায়গায় নেওয়া হচ্ছে না। একটা গেটে নেওয়া হচ্ছে তো অন্য গেটে নেওয়া হচ্ছে না।

আপনি যদি দু'চাকা নিয়ে ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে ঢুকতে চান, তাহলে আপনাকে সেই গেটে দিতে হবে ৪০ টাকা। প্রবেশমূল্য হিসেবে টিকিটের দাম ১০ টাকা ধরা হয়েছে। আর বাইক বা স্কুটার নিয়ে মেলায় গেলে প্রবেশ করতে অতিরিক্ত ৩০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। মেলা কমিটির তরফে দুটি মোটর সাইকেলের স্ট্যান্ড তৈরি করে নির্দিষ্ট অঙ্কের বিনিময়ে ১০ দিনের জন্য তার ইজারা দেওয়া হয়েছে। মেলায় প্রবেশের মূল গেটে ডানদিকে যে মোটর সাইকেলের স্ট্যান্ড রয়েছে সেই স্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে এই বিতর্ক।

ধরা যাক, আপনি মোটরসাইকেল নিয়ে মেলায় বেড়াতে এসেছেন। প্রবেশমূল্য হিসেবে ১০ টাকা দেওয়ার পর এবার ওই স্ট্যান্ডে বাইক রাখতে হলে ইজারা নেওয়া দলকে ২০ টাকা দিতে হবে। আর উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আপনি যে হেলমেট পরে মেলায় গিয়েছেন, সেজন্য আরও ১০ টাকা দিতে হবে। সব মিলিয়ে মেলায় যাওয়ার খরচ ৪০ টাকা।

ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'মোটর সাইকেলের স্ট্যান্ডে হেলমেট রাখার জন্য বাড়তি কোনও টাকা নেওয়ার কথা নয়। আমরা এমন কোনও অনুমতি কাউকে দিইনি।' সৌরভ যে কথা বলেছেন, তা তো আরও চাঞ্চল্যকর। তাঁর কথায় স্পষ্ট যে পার্কিং ফি হিসেবেও বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে। সৌরভ বলেছেন, 'যদি কেউ এভাবে মেলায় মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরতে আসেন শুধু মোটর সাইকেল বাবদ ১০ টাকা আর সাইকেলের জন্য ৫ টাকা নেওয়ার কথা। আমরা মোটরসাইকেলের জন্য ২০ টাকাও নিতে বলিনি। এমন কোনও লিখিত কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি। কেউ এই কাজ করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।'

তবে মেলায় ঢোকার আরেকটি গেটেও রয়েছে। সেই দ্বিতীয় স্ট্যান্ড যেখানে রয়েছে, সেখানে কিন্তু হেলমেটের জন্য কোনও বাড়তি টাকা দিতে হচ্ছে না মোটর সাইকেল নিয়ে আসা দর্শনার্থীদের।

কেন এত টাকা নেওয়া হচ্ছে? বিতর্কিত ওই মোটর সাইকেলস্ট্যান্ডের ইজারাদার উৎপল সরকার বলেন, 'উৎসবে মোটর সাইকেল নিয়ে বেড়াতে আসা দর্শনার্থীদের হেলমেটের নিরাপত্তার জন্য ১০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছে। কারণ স্ট্যান্ড থেকে অনেকেরই হেলমেট চুরি হয়েছে। তাই হেলমেটের দেখভালের জন্য বাড়তি নজরদারি করা হয়েছে।' তবে উৎপলও মেনে নিয়েছেন যে মেলা কমিটির তরফ থেকে এজন্য তাদের কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মেলার ওই দুই স্ট্যান্ড থেকেই মোটর সাইকেল রাখার জন্য ২০ টাকার কুপন দেওয়া হচ্ছে। তবে অভিযোগ প্রথম স্ট্যান্ড থেকে হেলমেটের জন্য বর্ধিত ১০ টাকা নেওয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কুপন দেওয়া হচ্ছে না। শহরের বাসিন্দা তপন দেব, সমীর দত্ত, বিপ্লব দাস প্রমুখ অনেকেই ওই স্ট্যান্ডে বাইক সহ হেলমেট রেখেছিলেন। তপনরা জানালেন, হেলমেট বাবদ ১০ টাকা নিয়েছে। বাইক নিয়ে ৩০ টাকা। বিপ্লব বলেন, 'বন্ধুরা মিলে দুইটি বাইক নিয়ে মেলায় গিয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে আমাদের চারজনের মেলায় প্রবেশ করতেই খরচ হয়েছে ১০০ টাকা।'

ডুয়ার্স উৎসবে এই সাইকেলস্ট্যান্ডকে ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মেলায় বাইক নিয়ে ঘুরতে এলে শুধু মোটর সাইকেল বাবদ ১০ টাকা আর সাইকেলের জন্য ৫ টাকা নেওয়ার কথা। উৎসব কমিটি মোটর সাইকেলের জন্য ২০ টাকাও নিতে বলেনি, দাবি সৌরভের

**ঢুকতে গেলে**

- উৎসবের মাঠে প্রবেশমূল্য ১০ টাকা
- বাইক বা স্কুটারের পার্কিং ফি ২০ টাকা
- হেলমেটের জন্য আরও ১০ টাকা
- এই টাকা নেওয়া হচ্ছে কেবল একটি গেটে
- উৎসব কমিটি কোনও অনুমতি দেয়নি

> দর্শনার্থীদের হেলমেটের নিরাপত্তার জন্য ১০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছে। কারণ স্ট্যান্ড থেকে অনেকেরই হেলমেট চুরি হয়েছে। তাই হেলমেটের দেখভালের জন্য বাড়তি নজরদারি করা হয়েছে।
>
> **-উৎপল সরকার**
> *স্ট্যান্ডের ইজারাদার*

শিশু-কিশোর মঞ্চের তবলার লহরা অনুষ্ঠান। সোমবার ডুয়ার্স উৎসবে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

## ডুয়ার্স ভ্রমণ নিয়ে গান

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** ডুয়ার্সেই বাড়িঘর। এখানেই বড় হওয়া। এবার সেই ডুয়ার্সের ওপর গান বাঁধলেন আলিপুরদুয়ার কলেজিয়েট স্কুলের ১৯৭১ ব্যাচের ছাত্ররা। এই গান ৯ জানুয়ারি ডুয়ার্স উৎসবের মঞ্চে প্রকাশ পেতে চলেছে। 'একদিন একদিন করে যায় কতদিন চলে/ চল এবার বন্ধুরা সব আসি কোথাও ঘুরে/ ভাবতে থাকো যাবে কোথা, যে যার মতন করে...' এই গানের কথা লিখেছেন শংকরকুমার দে এবং সুর দিয়েছেন ভাস্কর চৌধুরী। ডুয়ার্সের নানা বিষয় নিয়ে লেখা এই গান। ভাস্কর বলেন, 'আমরা বন্ধুরা মিলে ডুয়ার্সে ঘোরার বিভিন্ন বিষয়কে গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছি।'

# নয়া স্টেডিয়াম পেল ফালাকাটা

ভাস্কর শর্মা

**ফালাকাটা, ৭ জানুয়ারি :** জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ পাঁজি ফুটবলে লাথি মেরে ফালাকাটা টাউন ক্লাবের স্টেডিয়ামে খেলার সূচনা করলেন। মঙ্গলবার জেলার একমাত্র আউটডোর স্টেডিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সঙ্গে ছিলেন আইএফএ'র সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই স্টেডিয়ামে রাজ্য স্তরের অ্যাকাডেমি গড়ার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে।

টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করে উদয়ন বলেন, 'এই স্টেডিয়ামকে আধুনিক মানের গড়ে তুলতে আমরা সহযোগিতা করব। রাতেও যাতে খেলা অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য ফ্ল্যাশ লাইট, বসার চেয়ার সহ যাবতীয় সব পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।' এদিন ফলক উন্মোচন করে মাঠের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। আর মাঠের সামনে ফুটবলার গোষ্ঠ পালের মূর্তির উন্মোচন করেন আইএফএ সভাপতি। অজিত বলেন, 'আমরা এখন বিভিন্ন বয়সভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি। সেখানে টাউন ক্লাবের মাঠের মতো জায়গা থেকে ফুটবলার তুলে আনতে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি। প্রয়োজনে টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে অ্যাকাডেমি করতেও আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করব।'

কয়েকদিন আগেই টাউন ক্লাবের সভাপতি ত্রিনাথ সাহা প্রয়াত হয়েছেন। সেকারণে এদিন খুব জাঁকজমক করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। প্রয়াত বিধায়ক অনিল অধিকারীর সময় টাউন ক্লাবের মাঠে অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম তৈরির জন্য উদ্যোগ নেয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। তখন প্রায় ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ২০১৯ সালে স্টেডিয়াম তৈরির কাজ শুরু হয়। একটা সময় দীর্ঘদিন ধরেই অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল গ্যালারি। পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আরও প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। ওই টাকায় মাঠের জঙ্গল পরিষ্কার সহ অন্যান্য কাজ করা হয়। গ্যালারি ঠিক করা হয়। তার কয়েকদিন পর জেলার একমাত্র আউটডোর স্টেডিয়ামের জন্য ফের ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সেই টাকাতেই এতদিন মাঠের ঘাস পরিষ্কার, মাটি সমান করা, নিকাশিনালা তৈরি ইত্যাদি করা হয়েছে। তৈরি হওয়া এই স্টেডিয়ামই এদিন খেলাধুলোর জন্য উদ্বোধন করা হল।

ফুটবলে শট মেরে টাউন ক্লাবের স্টেডিয়াম উদ্বোধন করছেন বিকাশ পাঁজি।

## নয়া উপাচার্য

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** বুধবার আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী দায়িত্বভার নেবেন। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ জয়দীপ রায় বলেন, 'নতুন উপাচার্যকে সম্মাননা জানানো হবে।'

# বডি পেন্টিংয়ে পরিবেশরক্ষার বার্তা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে মঙ্গলবার তখন বিভিন্ন মঞ্চে প্রতিযোগিতামূলক নানা অনুষ্ঠান চলছে। এর মাঝেই মাঠের ঠিক মাঝখানে দুজনকে ঘিরে ভিড়। দেখা গেল, ডুয়ার্স-এর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বডি পেন্টিং করছেন কোচবিহার থেকে আগত এক মহিলা চিত্রশিল্পী। নাম, ইভানা কুণ্ডু। আর যাঁর শরীরে এই পেন্টিং করছিলেন, তাঁর নাম শংকর রায়। দুজনই কোচবিহারের বাসিন্দা। তাঁদের এই ভিন্ন স্বাদের বার্তা যেন হয়ে উঠেছিল মঙ্গলবারের মূল আকর্ষণ।

শংকরের গোটা শরীরে ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অরণ্য সম্পদ যেমন ছিল, তেমন আবার পশু, পাখির কমতে থাকা বিচরণ, দূষণের ছবিও ছিল। পশুপাখি রক্ষা, পরিবেশ বাঁচাতে একাধিক বার্তা সেই বডি পেন্টিং-এর মাধ্যমেই তুলে ধরেন শিল্পী।

বাঘ, হরিণ, হাতি, শাবকের মুখ ছাড়াও রয়েছে একাধিক পাখি ও গাছপালার ছবি। এর আগেও ইভানা নানা বিষয়ের ওপর বডি পেন্টিং করেছেন। বললেন, 'ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে এসে এই কাজটা করে খুবই ভালো লাগছে। সকলের মাঝে এভাবে ডুয়ার্সকে ফুটিয়ে তুলে ভালো লাগল। তাছাড়া পরিবেশরক্ষার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছি।' শংকরের শরীরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন ছবি আঁকার সময় তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের দুজনকে ঘিরে মুহূর্তের মধ্যেই ভিড় জমে ওঠে।

বডি পেন্টিং ছাড়াও চমক ছিল শিশু-কিশোর মঞ্চে সদ্য প্রয়াত বিখ্যাত তবলাবাদক শিল্পী জাকির হোসেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'তবলা লহরা'র অনুষ্ঠান। তবলার পাশাপাশি ভায়োলিন এবং তবলা লহরার ওপর প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে ১০০ জন শিল্পী অংশ নিয়েছিল। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রান্তিক সাহা, অভিনব দেবনাথ, অভিরূপ সরকার, রণদীপ বর্মনরা জানায়, জাকির হোসেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথম অনুষ্ঠানটা তারাই করল। নিজেদের ধন্য মনে করছে তারা। পাশাপাশি তাদের শিক্ষকরাও তবলার অনুষ্ঠান করেছেন। সন্ধ্যায় একাধিক অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন নাচ ও গানের স্কুলগুলি অংশ নিয়েছিল।

লোকসংস্কৃতি মঞ্চেও সকাল থেকে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান চলছিল। এরপর সন্ধ্যায় ওই মঞ্চে বিষহরা, সাঁওতাল নৃত্য, ভাওয়াইয়া সংগীত সহ লোকসংগীত, নাচের অনুষ্ঠানের লম্বা তালিকা ছিল। সোমবারও মূল মঞ্চে রাতের অনুষ্ঠান মাতিয়ে তুলেছিলেন পর্যটনমন্ত্রী সহ সংগীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। তিনি একাধিক গান গেয়ে মঞ্চ মাতিয়ে তুলেছিলেন।

ডুয়ার্স উৎসব সমিতির সম্পাদক দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মঙ্গলবার ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে অভিনব বডি পেন্টিং সকলের নজর কাড়ে। এর আগে কখনও এমন উদ্যোগ দেখা যায়নি।'

এর পাশাপাশি নানা মঞ্চে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়েছে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়েছে। যা দেখতে ভিড় ছিল জমজমাট। এছাড়া, মূল মঞ্চে প্রতিদিনই শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমে। খাবারের স্টল, ঘরের বিভিন্ন সামগ্রীর স্টলেও ভিড় তো ছিলই। রাত বাড়তেই ভিড় বাড়ে।

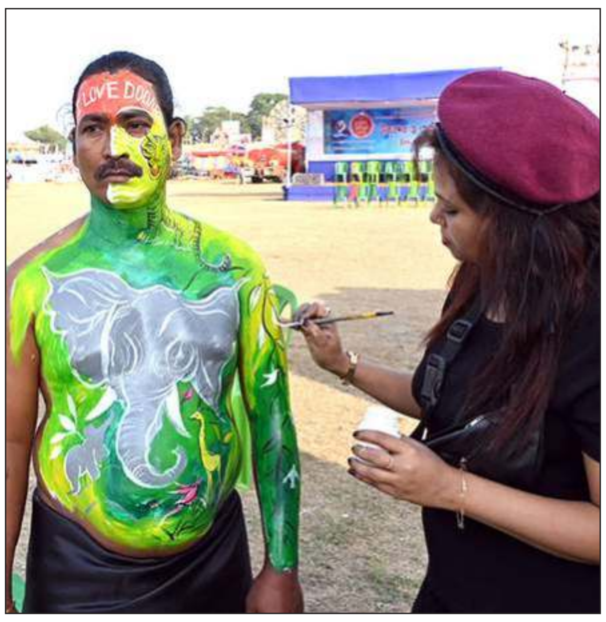

মডেল শংকর রায়ের গায়ে শিল্পী ইভানা কুণ্ডুর তুলির ছোঁয়া। ডুয়ার্স উৎসবে।

## ডুয়ার্সের টুকটাকি

### টার্কিস কফি

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে এবার খাওয়াদাওয়ার স্টলে নতুনত্বের বাহার দেখা গিয়েছে। এরই মধ্যে এসেছে টার্কিস স্যান্ড কফি। বালির গরমে তামার পাত্রে কফি হচ্ছে। আর কফি এসেছে অসমের গৌরীপুর থেকে। একবার হলেও এই ভিন্ন ধরনের কফি চেখে দেখছেন ডুয়ার্স উৎসবে আসা সকলে।

### পরিষেবা

আলিপুরদুয়ার আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের একটি স্টলও রয়েছে ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে। ওই স্টলের মাধ্যমে তপশিলি জাতি, উপজাতির সদস্য, শিশু, মহিলা, শিল্প শ্রমিক, মানসিক দিক থেকে অসুস্থ বা বিশেষভাবে সক্ষম সহ অন্যদের বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে এই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিনা খরচে আইনজীবী নিয়োগ, বিনা খরচে আইনি পরামর্শ প্রভৃতি রয়েছে।

### সচেতন করতে

আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থার তরফে ডুয়ার্স উৎসবে সাপ ও সাপের কামড়ের উপর বিভিন্ন ছবি ও লিফলেট, বই নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে স্টল দেওয়া হয়। সোমবারই এই স্টলের উদ্বোধন হয়।

### সরকারি স্টল

ডুয়ার্স উৎসবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের তরফে স্টল দেওয়া হয়। প্ল্যান্ট জারমিনেশনের জন্য হাইটেক পলিহাউস, সূর্যের তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে শেড নেটহাউস, জৈব সার তৈরির মডেল থাকছে এই স্টলে। স্টলে থাকছে মধু সংগ্রহের যন্ত্র, মাস্ক। নানা ফুল, ফলের চারাগাছও রয়েছে।

### গুড়ের টানে

সামনেই পৌষ সংক্রান্তি। গুড়ের হরেকরকম 'ভ্যারাইটি' রয়েছে। তবে তার আগেই নদিয়া থেকে একাধিক ধরনের গুড় নিয়ে হাজির হয়েছে। ওই স্টলে পাটালি, খেজুর গুড়, ঝোলা গুড় থাকছে। এই গুড় নিতেও আসছেন অনেকে।

*তথ্য সংগ্রহ : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

# হাই ভোল্টেজ

# অ্যাকশনে তাপসী

গান্ধারীর ভূমিকায় তাপসী পান্নু। না না, এই গান্ধারীর সঙ্গে অবশ্য মহাভারতের কোনও সম্পর্ক নেই। দুর্যোধনের মা নন। এই গান্ধারীও অবশ্য এক মা। তার কিডন্যাপ হওয়া সন্তানকে খুঁজে বার করার জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

আসলে এই ছবি আদ্যন্ত অ্যাকশন নির্ভর ছবি। তাপসী এই ছবির প্রথম অংশের কাজ শেষ করেছেন ডিসেম্বর মাসে। এ মাস থেকে আবার দ্বিতীয় অংশের কাজ শুরু হল। ছবির জন্য যোগব্যায়ামের লাগাতার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাপসী। তাঁর অ্যাকশন দৃশ্যগুলোর জন্যে শূন্যপথেও বেশকিছু স্টান্ট রয়েছে, সেগুলোও সব শিখতে হচ্ছে এবার। হাই ভোল্টেজ ড্রামা, সামাজিক বার্তা, রোমাঞ্চ এবং অ্যাকশন আছে এই ছবিতে। ছবিটা অবশ্য এই বছরের শেষেই মুক্তি পাবে।

## করিনার নিউ ইয়ার পোস্ট, তৈমুরের মায়ের সেবা

করিনা কাপুর খুবই ভাগ্যবতী এক মা। নায়িকার নতুন বছরের দারুণ এক পোস্টেই তার প্রমাণ। নিজের ইন্সটায় বেশ কিছু নতুন বছরের ছবি শেয়ার করছেন করিনা। তার সঙ্গে আছে ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকা তৈমুরের ছবি। কালো সুট পরে আছে সে, তার হাতে মায়ের জুতো। এই নানা রঙের ছবি শেয়ার করে করিনা ক্যাপশন করেছেন, 'মায়ের সেবা, এই বছর এবং চিরকালের জন্য। হ্যাপি নিউ ইয়ার। আরও ছবি শেয়ার করব, সঙ্গে থাকুন।' করিনা ২০২৪-কে বিদায় জানিয়েছেন সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতে। সইফ আলি, দুই পুত্র তৈমুর ও জেহ সঙ্গে ছিলেন। এখানে তৈমুরের স্কি করার ছবির সঙ্গে আরও রোমহর্ষক ছবি শেয়ার করেছেন। এর আগে বাড়িতে খ্রিস্টমাস উদযাপনের ছবিও শেয়ার করেছিলেন।

## ফ্যানদের দাবি, কালি বিল্লি হোন প্রিয়াংকা

প্রিয়াংকা চোপড়া বলিউডে ফিরছেন—এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছেই। হলিউডে জাল বিছিয়ে দিয়েছেন অনেক দিন আগেই, তবু তাঁর অনুরাগীরা তাঁর তরফে বলিউডে ফিরে আসার একটি ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করছেন অনেকদিন ধরেই। শোনা গিয়েছিল মহেশ বাবুর সঙ্গে এস রাজামৌলির ছবি করেই তিনি ভারতে তাঁর এবারের ইনিংস শুরু করবেন। তখনই ডন ৩-এর ঘোষণা হয়। তখন থেকেই একটা গুঞ্জন শুরু হয় এবার ডন-এর বিপরীতে 'কালি বিল্লি' হয়ে কে দাঁড়াবেন! শাহরুখ খান এবার ডন হচ্ছেন না, হচ্ছেন রণবীর সিং। নায়িকা হচ্ছেন কিয়ারা আডবানি। কিন্তু অনুরাগীরা চাইছেন প্রিয়াংকাই সেই জায়গাটা নিন। এক পোর্টালে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাতে নেটমহল নিজেদের মতামত দিয়েছেন।

একজন লিখেছেন, 'প্রিয়াংকা ছাড়া কেউ রোমা হতে পারেন না। ফারহান দয়া করে তাঁকে নিয়ে আসুন। রণবীর সিংয়ের সঙ্গে তাঁর রসায়নও দারুণ।' আর একজনের বক্তব্য, 'কিয়ারা আজকের অন্য নায়িকাদের মতো ভ্যানিলা অ্যাকট্রেস। পিসি-র জলওয়ার সঙ্গে কেউ ম্যাচ করতে পারবে না।' ২০০৬-এর ডন-এ পিগি রোমা হয়েছিলেন।

# সিধু যে কথা বললেন, ফারহান জানেন?

ফারহান আখতার আমাদের বাংলার ব্যান্ডের জীবন নিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত ছবিটা বানিয়ে ফেললেন। বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এবং আইকনিক ছবি রক অন। কিন্তু জানেন কি এই বলিউডি ছবির গল্প এক বাংলা ব্যান্ডের গল্পের উপর ভিত্তি করে বানানো। ভাবছেন কোন ব্যান্ড? ক্যাকটাস। আর সেই কথা নিজেই এদিন প্রকাশ্যে আনলেন সিধু।

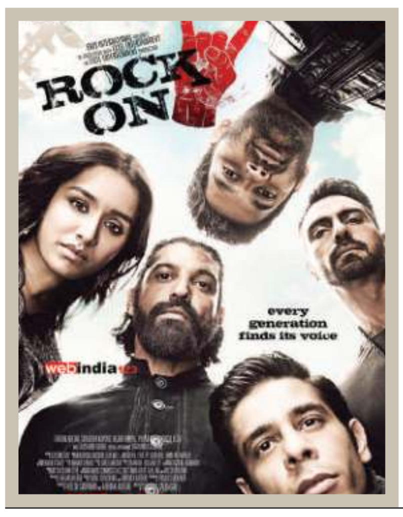

২০০৮ সালে মুক্তি পাওয়া অভিষেক কাপুর পরিচালিত রক অন ছবিটিতে উঠে এসেছিল ৪ মিউজিশিয়ানের কথা, যাঁরা ব্যান্ড তৈরি করেন। এবং সেই ব্যান্ডকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখলেও নানা সমস্যার কারণে পারেননি। ফারহান আখতার, অর্জুন রামপাল অভিনীত ছবিটি বহুল প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু জানেন কি এই ছবিটি আসলে বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাসের গল্পের উপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে? এদিন নিজে সেই তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন সিধু।

সকলেই জানেন ক্যাকটাস ব্যান্ডটি একাধিক বার ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। ফাটল ধরেছে মেম্বারদের মধ্যে, আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আর সেটাই ভিত্তি ছিল রক অন ছবির। এই বিষয়ে এদিন এক সাংবাদিক যখন সিধুকে জিজ্ঞেস করেন যে, 'একটা ব্যান্ড কেন ভেঙে যায় বারবার?' তখন গায়ক বলেন, 'রক অন দেখেছ নিশ্চয়। রক অনের গল্প কিছুটা ক্যাকটাসের উপর বেস করে। রক অন-এর যে চিত্রনাট্য করেছিল পূবালি চৌধুরি, আমাদের খুব কাছের বন্ধু ছিল। ইনফ্যাক্ট আমাদের যে বেসিস্ট তার সঙ্গে প্রেম করত। তো আমাদের রিহার্সলে আসা, আমাদের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া, শো-তে যাওয়া সবটাই খুব কাছ থেকে দেখেছে। সে সব কথাই উঠে এসেছে তার চিত্রনাট্যে।'

## অস্কারে এবার 'পুতুল'

অস্কারের তালিকায় বাংলার নাম! বাংলা 'পুতুল' খেলতে খেলতে অস্কারে উঠে এল? ব্যাপারটা তেমন না হলেও, ছবির নাম কিন্তু 'পুতুল'। কয়েকদিন আগে ইমন চক্রবর্তীর 'ইতি মা' গানটা অস্কার নমিনেশন পাওয়ার কথা মনে পড়ছে? শেষ মুহূর্তে তা তালিকা থেকে বেরিয়ে গেলেও, অস্কার অবধি যে বাংলার দৌড় পৌঁছতে পারে, তার নিদর্শন সেদিনই দেখা গিয়েছিল।

তবে বাংলার নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আরও একবার বাংলার বুকে আশা জাগাল পুতুল। এবার সেরা ছবি বিভাগে মনোনয়ন পেল। এদিন অস্কারের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকায় পুতুলের নাম দেখে আবেগঘন পরিচালক ইন্দিরা ধর। ইন্দিরা ধরের এটাই প্রথম ছবি। আর তাতেই তাঁর বাজিমাত। খবর পাওয়া মাত্রই পরিচালক বলেন, 'অস্কার কমিটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার কাজ, পরিচালনা, আমার লেখা পছন্দ করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কারণ পুতুল সেরা ছবি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে। ওয়েবসাইটে বেরিয়েও গিয়েছে। আমি খুব ভুল না হলে প্রথম কোনও বাংলা ছবি এই বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে। আমার টিমের সকল সদস্যদের আমি ধন্যবাদ বলতে চাই। আমি খুব কষ্ট করে ছবিটা বানিয়েছি। এটা আমার ডেবিউ ছবি। খুব বড় প্রযোজকের সাহায্যে নয়। প্রথম কাজকেই আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে পারলাম, এটাই আমার কাছে বড় পাওনা।

## একনজরে সেরা ৫

### উদিতের ফ্ল্যাটে আগুন

সোমবার রাত নটায় শিল্পী উদিত নারায়ণের মুম্বাইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে আগুন লাগে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। দমকলকর্মীরা খুব দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভান। শিল্পী ও তাঁর পরিবার সুরক্ষিত। তিনি থাকেন ন-তলায়। এই অগ্নিকাণ্ডে রাহুল মিশ্র নামে এক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি অ্যাপার্টমেন্টের ১১ তলায় থাকতেন।

### ভূমিকম্পেও মনীষা

মঙ্গলবার তীব্র ভূমিকম্প হয় তিব্বতে, মাত্রা ৭.১। এরপরও আফটারশকে ৪০ বার কেঁপে উঠেছে দেশ। এর প্রভাব পড়েছে নেপাল, ভুটান ও ভারতে। এর মধ্যেও অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা ট্রেডমিলে হেঁটেছেন। পরনে নীল জ্যাকেট, টুপি, গোলাপি স্কার্ফ। সে ছবি ইন্সটায় দিয়েছেন। সঙ্গে ক্যাপশন, সকালে ভূমিকম্প আমাদের জাগিয়ে দেওয়ার পরে।

### শিবুকে হুমকি দেব-ভক্তদের

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হুমকি দিয়ে দেব-ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, দেবের ছবি মুক্তির দিন শিবপ্রসাদের ছবির মুক্তি হলে ওরা দেখে নেবে! উত্তরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী জিনিয়া সেন লিখেছেন, 'ছবিমুক্তির দিন হুমকি, আমাদের থামাতে পারেনি, পারবে না।' পুজোয় মুক্তি পাওয়া বহুরূপী, টেক্কাকে টেক্কা দিয়েছে। তাই কি এই হুমকি? প্রশ্ন সেটাই।

### স্পাইডারম্যানের বিয়ে

বিয়ে করছেন স্পাইডারম্যান টম হল্যান্ড। পাত্রী মার্কিন অভিনেত্রী ও নর্তকী জেনডেয়া। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের নিয়ে তাঁদের বাগদান ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। খ্রিস্টমাসের সময় দুজন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। তখনই টম জেনডেয়াকে প্রোপোজ করেন। গোল্ডেন গ্লোবের অনুষ্ঠানে জেনডেয়ার হাতে বাগদানের আংটি ছিল। তবে কেউ এ বিষয়ে মুখ খোলেননি।

### বুলেটপ্রুফ সলমন

সলমন খানের বান্দ্রার বাড়ি গ্যালাক্সির বারান্দা বুলেটফ্রুফ কাচে ঢাকা হল। নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা। গত বছর বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের বারবার হত্যার হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন মিয়াঁ। বারান্দায় বেরিয়ে ভক্তদের দিকে হাত নাড়াতে পারেননি গত জন্মদিনে। এবার ইদে সেটা হবে বলে মনে করছে অনুরাগীরা।

## ভাগ্নিকে দেখে আবেগতাড়িত অক্ষয়

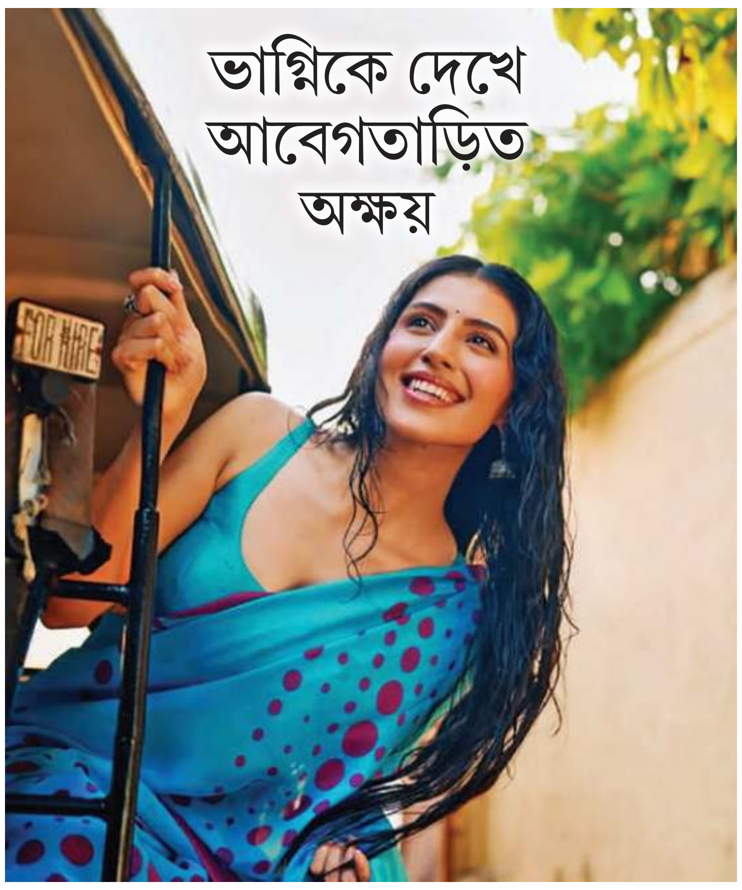

অক্ষয়কুমারের ভাগ্নি সিমর ভাটিয়া অভিনয়ে পা রাখছেন। তাঁর প্রথম ছবি ইক্কিস, নায়ক অগস্ত্য নন্দা। পরিচালক শ্রীরাম রাঘবন। এক সংবাদপত্রে নতুন বছরে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নবাগত-নবগতাদের তালিকায় সিমর জায়গা পেয়েছেন। আর সেটি দেখেই আবেগতাড়িত সিমরের মামা অক্ষয়কুমার। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই কাগজ শেয়ার করে লিখেছেন, 'যখন নিজের ছবি প্রথমবার কাগজে দেখি, ভেবেছিলাম, এটাই চূড়ান্ত আনন্দ। কিন্তু আজ বুঝছি, সন্তানের ছবি দেখার আনন্দ সব আনন্দকে হারিয়ে দেয়।' এই আনন্দে তিনি আরও আবেগতাড়িত হয়ে মা সীমা ভাটিয়ার কথা বলেন, সীমার নাতনি সিমরই আজ নায়িকা! তিনি লিখেছেন, 'যদি মা আজ থাকত, বলত, সিমর পুত্তর, তুই তো অবাক করে দিলি! আমার সোনা, বেঁচে থাকো। পুরো আকাশটাই আজ থেকে তোমার।' সিমর অক্ষয়ের বোন অলকার মেয়ে। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন বৈভব কাপুর। এখন অলকা রিয়েল এস্টেট টাইকুন সুরেন্দ্র হীরানন্দানীকে বিয়ে করেছেন।

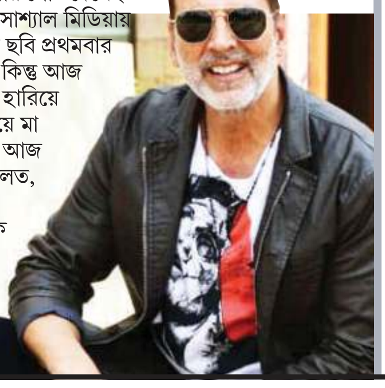

## আমনকে সেলিব্রেট করলেন কাজল

আসলে কাজল সেলিব্রেট করলেন আমন দেবগণের প্রথম ছবি আজাদ-কে। সম্প্রতি ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। ছবি এবং তার তারকারা দারুণভাবে সমাদৃত হচ্ছেন। তাতে অংশ নিলেন আমনের কাকিমা, অভিনেত্রী কাজলও। ইন্সটায় ছবির ট্রেলার শেয়ার করে গর্বভরে তিনি লিখেছেন, 'যদি ঘোড়াদের শুভেচ্ছা জানাতে হয়, তাহলে এই ঘোড়াকেই আমি শুভেচ্ছা জানাব। আমি তোমার জন্য গর্বিত, আমন দেবগণ। এবং আরও অনেক অভিনন্দন তোমার জন্য আসতে চলেছে।'

প্রসঙ্গত, ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র এক ঘোড়া। ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্রে আছেন অজয় দেবগণ। তাঁরই ভাইপো আমন দেবগণ ও রবিনা ট্যান্ডনের কন্যা রাশা থাডানি ছবির রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা। অজয় গ্রামের এক বিদ্রোহী এবং বলিপ্রদত্ত তাঁর বিশ্বস্ত ঘোড়ার প্রতি। এই ঘোড়া এক যুদ্ধের মাঝে হারিয়ে যাবে, তাকেই খুঁজবেন আমন। ট্রেলারে অজয়-আমনের সম্পর্ক, তাঁদের একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শিক্ষা কীভাবে অজয় আমনকে দিলেন, সবই প্রকাশিত। ছবির পটভূমি ইংরেজ আমল। ছবিতে রাশা অভিজাত পরিবারের মেয়ে, সম্প্রতি ছবির একটি গান উয়ি আম্মা বেরিয়েছে। তাতে রাশার নাচের দক্ষতা দেখা গিয়েছে। নেটমহল তাঁকে পছন্দও করেছেন। ছবিতে আমনের কাজের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং অজয়। ছবির পরিচালক অভিষেক কাপুর, মুক্তি ১৭ জানুয়ারি।

# ‘বিরাট-রোহিতের অবদান ভুলে যাচ্ছে সবাই’

## সমালোচকদের বিঁধলেন যুবরাজ

**দুবাই, ৭ জানুয়ারি :** স্রোতের উলটোদিকে হাঁটলেন যুবরাজ সিং।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সমালোচকদের একহাত নিলেন বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অলরাউন্ডার। যুবির দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটদের অবদান সবাই ভুলে যাচ্ছে। তির্যক ভাষায় আক্রমণ করছে। ঘরের মাঠে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর অস্ট্রেলিয়া সফরে চূড়ান্ত ব্যর্থ দলের দুই ব্যাটিং অস্ত্র। তরুণ ব্রিগেড কিছুটা হাল ধরলেও জল ঢালে বিরাট-রোহিতের ব্যর্থতা।

ভারতের সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার পর যা নিয়ে সমালোচনার ঝড়। বিরাটদের টেকনিক থেকে টেম্পারামেন্ট-আতশকাচের নীচে। কারও কারও দাবি, ক্রিকেটে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। তরুণদের জায়গা দিতে বিরাট-রোহিতকে এবার ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরানো উচিত। কঠিন যে পরিস্থিতিতে উত্তরসূরিদের পাশে দাঁড়ালেন যুবরাজ।

দুবাইয়ে টেনিস বল ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুবরাজ বলেছেন, ‘গত ৫-৬ বছরে ভারতের সাফল্যের তালিকা দেখছিলাম। ওরা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পরপর দুইটি টেস্ট সিরিজ জিতেছে। মনে করতে পারছি না, দ্বিতীয় কোনও দলের এই কৃতিত্ব আছে কি না। অথচ মানুষ এখন রোহিত, বিরাটের সমালোচনায় মুখর, ভুলে গিয়েছে অতীতে ওরা কী সাফল্য অর্জন করেছে।’

ওডিআই, টি২০, দুই ফরম্যাটে বিশ্বজয়ী যুবরাজের দাবি, ‘রোহিত-বিরাট বর্তমান প্রজন্মের মহান ক্রিকেটার। ব্যর্থ হয়েছে মানছি। কিন্তু আমাদের চেয়ে এই হারে ওরা অনেক বেশি হতাশ। আমি নিশ্চিত, এই দলটাই ঘুরে দাঁড়াবে। কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক প্রধানের দায়িত্বে থাকা অজিত আগরকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ-পারফেক্ট কম্বিনেশন। ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক। ওরাই ঠিক করবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কোন পথে চালিত হবে। আলোচনায় বসবে বিসিসিআই-ও। ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি হবে যেখানে।’

দলের স্বার্থে নির্ণায়ক পঞ্চম টেস্টে রোহিতের সরে দাঁড়ানো নিয়েও উচ্ছ্বসিত যুবরাজ। বলেছেন, ‘বিশাল ব্যাপার। ফর্মের কারণে কখনও কোনও অধিনায়ককে এভাবে সরে দাঁড়াতে দেখিনি। এখানেই রোহিতের মহত্ত্ব, যে দলকে সবসময় নিজের আগে রাখে। ফলাফল যাই হোক রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক। চিরকালই দুর্দান্ত অধিনায়ক থাকবে। ওর নেতৃত্বে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছি, টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছি আমরা। সাফল্যের তালিকা বেশ দীর্ঘ, যা অস্ট্রেলিয়ায় এই ব্যর্থতার চেয়ে অনেক বেশি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হার অবশ্য আমাদের সবাইকেই ধাক্কা দিয়েছে। ওটা মেনে নেওয়া যায় না।’

ভারতীয় সাজঘরের চলতি হাল নিয়ে অবশ্য মন্তব্যে নারাজ। যুবরাজের মতে, তিনি ভারতীয় সাজঘরের অঙ্গ নন। তাই না জেনে কোনও মন্তব্য করতে চান না। গম্ভীর, রোহিত, বিরাটরা প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে। পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না হয়ে সাজঘরের পরিবেশ নিয়ে আলটপকা মন্তব্য করতে চান না। এরপর সমালোচকদের ফের একহাত নিয়ে বলেছেন, ‘ব্যর্থ হলে সমালোচনা সহজ, কিন্তু সমর্থন করাই কঠিন। সমালোচনা সংবাদমাধ্যমের কাজ, আমার কাজ বন্ধু-ভাইদের পাশে থাকা। আমার কাছে ওরা পরিবারের অঙ্গ।’

*দুবাইয়ে টেনিস বল ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনে ব্যাটে সই করছেন যুবরাজ সিং।*

> রোহিত-বিরাট বর্তমান প্রজন্মের মহান ক্রিকেটার। ব্যর্থ হয়েছে মানছি। কিন্তু আমাদের চেয়ে এই হারে ওরা অনেক বেশি হতাশ। আমি নিশ্চিত, এই দলটাই ঘুরে দাঁড়াবে। কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক প্রধানের দায়িত্বে থাকা অজিত আগরকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ-পারফেক্ট কম্বিনেশন। ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক। ওরাই ঠিক করবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কোন পথে চালিত হবে। আলোচনায় বসবে বিসিসিআই-ও। ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি হবে যেখানে।
>
> -যুবরাজ সিং

# পাঁচতারা জয়ে শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ

**মার্সিয়া, ৭ জানুয়ারি :** কোপা ডেল রে-এর শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ। রাউন্ড অফ ৩২-এ কিলিয়ান এমবাপে, জুডে বেলিংহাম, ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের ছাড়াই ৫-০ গোলে জয় মাদ্রিদ জায়েন্টদের।

> মডরিচ ফুটবলের জন্য দুর্দান্ত উপহার। তরুণ ফুটবলারদের কাছে দৃষ্টান্ত। ভালো একটা ম্যাচ খেলল ছেলেরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছেই ছিল।
>
> কার্লো আন্সেলোত্তি

অভিজ্ঞদের বেঞ্চে রেখে স্পেনের চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব ডিপোর্টিভো মিনেরোর বিরুদ্ধে দল সাজান রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। তবে প্রথমার্ধেই তিন গোল তুলে নেওয়ায় দলের খেলায় কোনও অভাবই চোখে পড়েনি। প্রথম ৪৫ মিনিটে গোল তিনটি করেন ফেডেরিকো ভালভের্দে, এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা ও আরদা গুলার। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৫ এবং ৮৮ মিনিটে বাকি দুটি গোলের মধ্যে প্রথমটি করেন লুকা মডরিচ। অপরটি গুলারের।

এই ম্যাচে তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে ৩৯-এর মডরিচও যেভাবে দাপিয়ে বেড়ালেন, তার প্রশংসা করেছেন আন্সেলোত্তি। রিয়াল কোচ বলেছেন, ‘মডরিচ ফুটবলের জন্য দুর্দান্ত উপহার। তরুণ ফুটবলারদের কাছে দৃষ্টান্ত।’ দলের পারফরমেন্স নিয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘ভালো একটা ম্যাচ খেলল ছেলেরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছেই ছিল।’ তরুণ ফুটবলাররা যেভাবে দাপট দেখিয়েছে তাতে বেজায় খুশি কার্লো। বলেছেন, ‘যারা কম সুযোগ পায় এদিন তাদের সময় দেওয়া হয়েছিল। প্রতিপক্ষ তুলনামূলকভাবে দুর্বল হলেও ওরা নিঃসন্দেহে ভালো খেলেছে।’

*গোল করলেন রিয়াল মাদ্রিদের ফেডেরিকো ভালভের্দে। তাঁকে অভিনন্দন সতীর্থ ব্রাহিম দিয়াজের।*

# আফগান-ম্যাচ বয়কটে না ইংল্যান্ডের

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** সর্বসাকুল্যে টেস্ট খেলে ১২টি দেশ। ২০১৮ সালে ১০ থেকে সংখ্যাটা ১২-তে পৌঁছোয় আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তিতে। আর ১২ দলীয় টেস্ট পরিবারকে ভেঙে ‘টু টায়ার’ পরিকাঠামো! ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলগুলি নিজেদের মধ্যে নিয়মিত খেলবে। বাকিদের জন্য আলাদা মঞ্চ। টেস্টকে আরও আকর্ষণীয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে তুলতে এমনই দাবিতে সমর্থন জুগিয়েছেন রবি শাস্ত্রীর মতো অনেকেই। অজি দৈনিক সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের দাবি, চলতি মাসেই নাকি আইসিসি সভাপতি জয় শা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

## দ্বিস্তরীয় টেস্ট ভাবনায় আপত্তি লয়েডের

ক্লাইভ লয়েড যে সম্ভাব্য পদক্ষেপের প্রবল বিরোধী। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির মতে, এর ফলে টেস্ট ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দীর্ঘদিন ক্রিকেট বিশ্বে রাজত্ব চালানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দল ধাক্কা খাবে। উৎসাহ হারাবে। তুলনায় দুর্বল দলের বিরুদ্ধে খেললে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে।

এদিকে, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তান ম্যাচ বয়কটের সম্ভাবনা খারিজ করল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। মহিলা ক্রিকেটকে নিষেধাজ্ঞা আফগানিস্তানে। যার প্রেক্ষিতেই ম্যাচ বয়কটের দাবিতে গণস্বাক্ষরপত্র জমা দিয়েছে ইংল্যান্ডের ১৬০ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ইসিবি অবশ্য জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আইসিসি টুর্নামেন্ট। বয়কটের মতো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়।

# বিয়ের পর কোর্টে ফিরছেন সিন্ধু

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** বিয়ের পর প্রথমবার প্রতিযোগিতামূলক ব্যাডমিন্টনে ফিরছেন পিভি সিন্ধু। ১৪ জানুয়ারি থেকে নয়াদিল্লিতে শুরু হতে চলা ইন্ডিয়ান ওপেনে তাঁকে দেখা যাবে। প্রতিযোগিতায় ভারতের মোট ২১ জন শাটলার নামছেন।

# মাসের সেরা হতে পারেন বুমরাহ

## দুই মহাতারকাকে নিয়ে কড়া হওয়ার বার্তা বোর্ড সচিবের

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** সিরিজ হাতছাড়া হয়েছে। সম্মান, মর্যাদা ধাক্কা খেয়েছে। সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অসন্তোষ।

দুইজনের কেউই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে তাঁদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। পারথ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে কোহলি অপরাজিত শতরান করেছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক রোহিতের মিশন অস্ট্রেলিয়ায় কোনও হাফ সেঞ্চুরিও নেই। তিন টেস্টের পাঁচ ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ৩১। সিডনিতে শেষ টেস্টে পরিস্থিতির চাপে রোহিত প্রথম একাদশ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আর পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজজুড়ে কোহলি বারবার একই ভুল করে গিয়েছেন।

এমন অবস্থায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোহলি-রোহিতদের কি টিম ইন্ডিয়ায় দেখা যাবে? প্রশ্ন উঠেছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। এখনও স্পষ্ট জবাব নেই কোথাও। তার মধ্যেই আজ সর্বভারতীয় এক হিন্দি দৈনিকের তরফে দাবি করা হয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নতুন সচিব হতে চলা (১২ জানুয়ারি বোর্ডের এসজিএমে সরকারিভাবে দায়িত্ব নেবেন) দেবজিৎ সইকিয়া আজ জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারকে রোহিত-বিরাট নিয়ে আরও কড়া হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। ক্রিকেটের চেয়ে বড় কোনও ক্রিকেটার হতে পারেন না, প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রোহিতদের জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবিও তুলেছেন তিনি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া সফরেও মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতীয় দল। এমন অবস্থায় নয়া বোর্ড সচিব জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারকে রোহিত-বিরাট নিয়ে কড়া হওয়ার বার্তা দিয়েছেন বলে খবর। নয়া বোর্ড সচিবের এমন বার্তা বা নির্দেশ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহল থেকে সরকারিভাবে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

যদিও বোর্ড সচিবের মনোভাব যদি সত্যিই এমন হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে রোহিত-বিরাটদের মতো তারকাদের বর্ণময় কেরিয়ারের শেষটা খুব খারাপ হতে চলেছে। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, শুধু রোহিত-বিরাটকে নিয়েই নয়। কোচ হিসেবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া গৌতম গম্ভীরকে নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে। মিশন অস্ট্রেলিয়ায় টিম ইন্ডিয়ার চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর লাল বলের টেস্ট ক্রিকেট থেকে গম্ভীরকে সরিয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণকে দায়িত্বে নিয়ে আসা যায় কিনা, এমন ভাবনার খবরও সামনে আসছে। প্রয়োজনে গম্ভীরকে শুধু সাদা বলের ওয়ান ডে ও টি২০ ক্রিকেটে কোচের দায়িত্ব দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, টানা ব্যর্থতার কারণে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল আপাতত ঘেঁটে ঘ। এর মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া সফরের পাঁচ টেস্টে ৩২ উইকেট নেওয়ার পুরস্কার হিসেবে আইসিসি-র মাসের সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় মনোনয়ন পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ। সম্ভবত তিনিই ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বিচারে মাসের সেরা ক্রিকেটার হতে চলেছেন।

### হরিয়ানা ম্যাচে জাতীয় নির্বাচকরা

# চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফিরতে পারেন সামি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** এক বছর পর তিনি ক্রিকেটে ফিরেছেন। বাংলার জার্সিতে একটি রনজি ট্রফি ম্যাচের পাশে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মোট নয়টি ম্যাচ খেলেছেন। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতেও মহম্মদ সামি জোড়া ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। আগামী বৃহস্পতিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে বাংলার জার্সিতে বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনাল ম্যাচেও খেলবেন সামি।

বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি সূত্রে খবর, সামির হাঁটু ও গোড়ালিতে আর কোনও সমস্যা নেই। তিনি সম্পূর্ণ ফিট। আর ফিট সামিকে নিয়ে সর্বভারতীয় ক্রিকেটমহলে তৈরি হয়েছে নয়া জল্পনা। সামির আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন নিয়ে চলছে জোরদার চর্চা। জানা গিয়েছে, বড় অঘটন না হলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন সামি। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে ফিরে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ ও তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ রয়েছে। সামি কি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজে ফিরতে পারেন? রাতের দিকে মুম্বই থেকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, ‘ইংল্যান্ড সিরিজে সামির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কম। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সামি ভারতীয় দলে থাকছেই।’ ইনস্টাগ্রামে সামি আজ তাঁর বোলিংয়ের ভিডিও দিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়ায় ফিরতে তিনি মরিয়া। রাতের দিকের খবর, বৃহস্পতিবার সামির বোলিং দেখার জন্যই বরোদার মোতিবাগ স্টেডিয়ামে বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার্রের মঞ্চে হাজির হতে চলেছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও কয়েকজন জাতীয় নির্বাচক।

সোজা কথায়, সামির আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা। শুধু দেখার, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ নাকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন সামি।

# সবুজ পিচের চ্যালেঞ্জ বাংলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** বরোদার মোতিবাগ ক্রিকেট মাঠ নাকি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি?

সকালে বরোদার মোতিবাগের স্টেডিয়ামে অনুশীলনের জন্য হাজির হয়ে চমক বাংলা শিবিরে। সবুজে মোড়া বাইশ গজ। পিচের সঙ্গে আউটফিল্ডের ফারাক করাই যাচ্ছে না। এমন পিচেই কি বৃহস্পতিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনাল ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাকে? স্থানীয় মাঠ কর্মীদেরও আজ এমন প্রশ্ন করেছেন বাংলার ক্রিকেটাররা। জবাবও পেয়েছেন।

প্রতিপক্ষ হিসেবে হরিয়ানা বেশ শক্তিশালী। হর্ষল প্যাটেল, দীনেশ বানা, হিমাংশু রানা, যুবরাজ সিংদের মতো ঘরোয়া ক্রিকেটের একঝাঁক পরিচিত ক্রিকেটার রয়েছে হরিয়ানা দলে। এমন দলের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামার আগে টেনশনে বাংলা শিবির। বিকেলের দিকে বরোদা থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘মোতিবাগ স্টেডিয়ামের পিচ অবশ্যই চমকপ্রদ। সাম্প্রতিককালে ঘরোয়া ক্রিকেটের আসরে এমন সবুজ পিচের কথা মনে করতে পারছি না। দেখা যাক কী হয়।’ হরিয়ানার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার্র ফাইনাল ম্যাচেল লক্ষ্যে প্রথম একাদশে অতিরিক্ত জোরে বোলার খেলানোর ভাবনা রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি এখনই প্রথম একাদশ নিয়ে কোনও মন্তব্য করছেন না।

## ফিট মুকেশ

সবুজ পিচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বাংলা দলের জন্য সুখবর হল অভিমন্যু ঈশ্বরণ। সিডনি থেকে দেশে ফিরে আগামীকালই তিনি ঢুকে পড়ছেন বাংলার ক্রিকেট সংসারে। আজ রাতেই মুম্বই থেকে ব্যক্তিগত কাজ সেরে বরোদায় বাংলা দলে ঢুকে পড়েছেন মহম্মদ সামি। পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ঘাড়ের চোটের কারণে না খেলা জোরে বোলার মুকেশ কুমারও ফিট বলে খবর। বৃহস্পতিবার হরিয়ানা ম্যাচে মুকেশ ফিট হয়ে মাঠে নামতে চলেছেন, জানিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন। কিন্তু সবকিছুর পরও মোতিবাগের সবুজ পিচ ভাবাচ্ছে টিম বাংলাকে।

# অস্ট্রেলিয়ায় আধা ফিট সামিকেও খেলাতেন শাস্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :** অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে মহম্মদ সামিকে দরকার। দীর্ঘ রিহ্যাবের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরা সামিকে অবিলম্বে দলের সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও রবি শাস্ত্রীর দাবি গুরুত্ব পায়নি। ভারতের সিরিজ হারের ময়নাতদন্তে বসে সামির অনুপস্থিতি নিয়ে এবার প্রশ্ন তুললেন শাস্ত্রী। দাবি করলেন, আধা ফিট সামিকেও তিনি খেলাতেন! একই সুর রিকি পন্টিংয়েরও।

সামিকে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহে যে ‘নাটক’ হয়েছে, তা নিয়ে দুইজনেই অবাক। শাস্ত্রীদের দাবি, বাংলা দলের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে থাকলে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির গল্পটা অন্যরকম হতেও পারত। সামির ফিটনেস, টেস্ট-প্রত্যাবর্তনের সময়সীমা নিয়ে যেভাবে জলঘোলা হয়েছে, ক্ষোভ আড়াল করেননি প্রাক্তন হেডকোচ।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির পর্যালোচনায় শাস্ত্রী বলেছেন, ‘সামির পরিস্থিতি কীরকম ছিল, সেই সঠিক তথ্যটা কেন দেওয়া যায় না? ওর মতো দক্ষ প্লেয়ারকে আমি হলে অবশ্যই অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যেতাম। দলের সঙ্গে রাখতাম, যাতে সবসময় সেরা ফিজিওর পর্যবেক্ষণে থাকতে পারে। পরিস্থিতি বুঝে তারপর ব্যবহার করতাম।’

সামি-প্রসঙ্গে শাস্ত্রীর মতামতে সমর্থন করে পন্টিং বলেছেন, ‘আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। ভেবেছিলাম, সিরিজের মাঝপথেও অন্তত ডাক পাবে। একশোভাগ ফিট না হলে কিছুটা কম ওভার বল করত। অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডি বেশি বল করত। সামি তার মধ্যেই কিন্তু ব্যবধান গড়ে দিতে পারত। সামি, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ-তিন পেসারে দল সাজাত ভারত, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে যেত।’

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ী ভারতীয় দলের কোচ শাস্ত্রীর কথায়, অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দেওয়া ভুল। ভারতীয় পেস ব্রিগেডে এমন একজনকে দরকার ছিল, যে বুমরাহকে সাহায্য করবে। সিরাজ চেষ্টা করেছে। কিন্তু সামিকে দরকার ছিল। প্যাট কামিন্সের পাশে থেকে যে কাজটা মহম্মদ বোল্যান্ড করেছে, সামি থাকলে সেই সুবিধা পেত ভারতও।

আর এই দায়িত্বটা সামি যে দারুণভাবে সামলাতে সমর্থ, তা নিয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই শাস্ত্রীর মনে। সামি-ইস্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। অভিযোগের সুরে বলেছেন, ‘সত্যি বলতে, সামির ফিটনেস নিয়ে যে চাপানউতোর, বিতর্ক হয়েছে, তাতে আমি অবাক। দীর্ঘদিন ধরে এনসিএ-তে রিহ্যাবে ছিল। তারপরও ওর সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয়নি!’

# বুমরাহ-বিতর্কে ভুল স্বীকার কনস্টাসের তাঁর দেখা সেরা বলছেন খোয়াজা

**সিডনি, ৭ জানুয়ারি :** বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহর কঠোর শাস্তি প্রাপ্য।

সিরিজের শেষ দুই টেস্টে যেভাবে তরুণ স্যাম কনস্টাসকে আক্রমণ করেছেন দুই সিনিয়ার ভারতীয় ক্রিকেটার, তা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমনই দাবি করেছেন কনস্টাসের আঞ্চলিক দল নিউ সাউথ ওয়েলসের কোচ গ্রেগ শেপার্ড। যুক্তি, সিডনিতে উসমান খোয়াজাকে আউটের পর কনস্টাসের দিকে লক্ষ্য করে বুমরাহর আচরণ দৃষ্টিকটু, গ্রহণযোগ্য নয়।

তাঁর সেই দাবিকে যদিও খারিজ করে দেন কনস্টাসই। বলেছেন, দোষটা তাঁরই। দিনের একেবারে শেষবেলায় বাড়তি ওভার খেলা এড়াতে সময় নষ্ট করছিলেন খোয়াজা। যা মানতে পারেননি বুমরাহ। কথা বলতে দেখা যায় খোয়াজার সঙ্গে। কিন্তু তার মাঝেই ঢুকে পড়েন কনস্টাস। বুমরাহর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়ান। শেষপর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয় আম্পায়ারদেরও। খোয়াজা-শিকারে শেষ হাসি হাসেন অবশ্য বুমরাহ এবং তারপর কনস্টাসকে লক্ষ্য করে আগ্রাসী উচ্ছ্বাস।

বিতর্কিত ঘটনা নিয়ে কনস্টাসের অকপট স্বীকারোক্তি, ‘উজি (খোয়াজা) কিছুটা সময় নষ্টের চেষ্টা করছিল। ভুলটা আমারই। কিন্তু এই রকম ঘটেই থাকে। এটাই ক্রিকেট। দুর্ভাগ্য, উজি আউট হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত কৃতিত্বটা অবশ্য বুমরাহর প্রাপ্য। উইকেট তুলে নিয়েই ফিরেছিল। তবে দল হিসেবে আমাদের পারফরমেন্স দুর্দান্ত ছিল।’

অতি-আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে অভিষেক ইনিংসেই চমকে দেন। রিভার্স স্কুপে গ্যালারিতেও ফেলেন বুমরাহকে। গত চার বছরে টেস্টে যে সাহস দেখাতে পারেননি দ্বিতীয় কোনও ব্যাটার। বিস্ফোরক শুরুতে সবাইকে চমকে দেওয়া ইনিংস নিয়ে বলেছেন, ‘জানি না, মাঠে পা রাখার পর কী হয়েছিল। শুধু চেষ্টা করেছি নিজের সেরাটা দিতে। বুঝতে পারছি, যা প্রতিপক্ষকে কিছুটা ধাক্কা দিয়েছিল।’

মেলবোর্নে প্রায় ৯০ হাজার দর্শক। বুমরাহর নতুন বল সামলানোর চ্যালেঞ্জ। প্রতিপক্ষ দলে নিজের ক্রিকেট আদর্শ কোহলি। কিছুটা নার্ভাস থাকলেও নিজেকে শান্ত রেখে বুমরাহর তৈরি চক্রব্যূহ ভেঙে গুড়িয়ে দেন আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে। কনস্টাস বলেছেন, ‘মাঠভর্তি দর্শক। উজিও বলছিল, আমার ব্যাটিং ওরও রক্তচাপ বাড়াচ্ছিল। উত্তেজনায় ফুটছিল। তবে আমার মধ্যে উত্তেজনা কাজ করেনি। অবশ্য অভিষেক ভালোভাবে হয়েছে, দুই ম্যাচেই জয়ী।’

খোয়াজা মেনে নেন, সিরিজে বুমরাহ-ফোবিয়ার শিকার। সিরিজের আগে ৭ ইনিংসে বুমরাহকে একবারও উইকেট দেননি। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সিরিজ শুরু করেন। যদিও সিরিজ শেষে ছবিটা আলাদা। ৬ বারই বুমরাহর শিকার। খোয়াজার কথায়, ‘সবাই জিজ্ঞাসা করছিল, কী হচ্ছে? সত্যি কথা বলতে, আমি বুমরাহ-ফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। নির্ণায়ক ইনিংসে ওর চোট দুর্ভাগ্যজনক। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই পিচে ওকে খেলতে হয়নি। যখন দেখি বুমরাহ নেই, বুঝে যাই আমাদের সামনে বড় সুযোগ। নিঃসন্দেহে যাদের বিরুদ্ধে খেলেছি, তাদের মধ্যে সবথেকে কঠিন বোলার। যখনই বল হাতে পেয়েছে, মনে হয়েছে উইকেট তুলে নেবে।’

### লাল-হলুদে ভেনেজুয়েলার স্ট্রাইকার রিচার্ড

# হৃদয় দিয়ে খেলেই হার, মত ব্রুজোঁর

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। বাসে বসে ফুটবলার-সাপোর্ট স্টাফরা। কিন্তু দেখা নেই কোচের। তিনি তখন সাজঘরে কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।

গত কয়েকদিন ধরে এটাই চিত্র ইস্টবেঙ্গলের। এমনকি মাঝে একদিন কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য বিনো জর্জকেই অনুশীলন করাতে হল। বেশিরভাগ সময়টা অনুপস্থিত থাকলেন অস্কার ব্রুজোঁ। নতুন ফুটবলারের ব্যাপারে এসব আলোচনা শেষপর্যন্ত পরিণতি পেল। এদিনই ক্লাবের তরফে নতুন বিদেশি নাম ঘোষণা করা হয়। ভেনেজুয়েলার আন্তর্জাতিক ফুটবলার রিচার্ড সেলিস যোগ দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলে। এই স্ট্রাইকার স্বদেশের ক্লাব অ্যাকাডেমিয়া পুয়ের্তো কাবেল্লোর হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছেন গত অক্টোবরে। তিনি উইঙ্গার হিসাবেও খেলতে পারেন।

এদিকে, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে শুরুটা দুর্দান্ত শুরু এবং ডিসেম্বরের আইএসএল ম্যাচগুলিও মোটামুটি ভালো যাওয়ার পরে নতুন বছরে নতুন জোয়ারের বদলে হঠাৎই আবার ভাটার টান ইস্টবেঙ্গলে। চোট-আঘাতের পাশাপাশি মাঠে যাঁরা খেলছেন তাঁদের অত্যন্ত নির্বিষ ফুটবল! দুইয়ে মিলে ফের পরপর দুই ম্যাচে জয় অধরা। কঠিন হয়ে যাচ্ছে সুপার সিক্সের অঙ্কও। দুর্বল হায়দরাবাদ এফসি-র বিপক্ষে তবু এক পয়েন্ট এসেছিল কিন্তু মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ২-২ করেও হারের কোনও ব্যাখ্যা নেই। ম্যাচ সম্পর্কে কোচের নিজস্ব বিশ্লেষণ, ‘প্রথমার্ধে আমরা কিচ্ছু খেলতে পারিনি। বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ালেও শেষদিকে ব্যক্তিগত ভুলে হারতে হল। আসলে মাঝমাঠটা আমরা একেবারেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। ডানদিকেও সমস্যা হচ্ছে আমাদের। ওদিকটায় ফুলব্যাক (প্রভাত লাকড়া ও পরে নীশুকুমার) আত্মবিশ্বাসী না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। রক্ষণ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং প্রতিপক্ষ সেটাকেই কাজে লাগাচ্ছে।’ অ্যাটাকারদের সহজ সুযোগ নষ্টও যে হারের কারণ সেটা মেনে নিতে দ্বিধা করেননি তিনি, ‘দ্বিতীয়ার্ধে আমার ছেলেরা মস্তিস্কের থেকেও হৃদয় দিয়ে বেশি খেলেছে বলেই উজ্জীবিত লেগেছে গোটা দলকে। ক্লেইটন (সিলভা), নাওরেম মহেশরা (সিং) সহজ সুযোগ নষ্ট করে। এটাই এখন আমাদের দলের বাস্তব চিত্র। চোট-আঘাতের জন্য এগারোজন বাছাই করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। একাধিক ফুটবলার অনভ্যস্ত জায়গায় খেলছে।’

emami
Healthy Tasty
*ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি রিচার্ড সেলিস।*

এদিন আবার চোট পেলেন আনোয়ার আলি। ম্যাচের পর তিনি হুইল চেয়ারে স্টেডিয়াম ছাড়লেও তিনি দিন দুয়েকের মধ্যে ফিট হয়ে যাবেন এবং ডার্বিতে মাঠে নামবেন বলে আশাপ্রকাশ করেন ব্রুঁজো।

সাউল ক্রেসপো চলে এলেও তাঁর আরও চার সপ্তাহ লাগবে পুরোপুরি মাঠে নামার জায়গায় আসতে। ১১ তারিখ ডার্বি ছাড়াও এই মাসেই এফসি গোয়া, আবার মুম্বই, কেরালা ব্লাস্টার্সের মতো দলের মুখোমুখি হতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। ওই কঠিন ম্যাচে পয়েন্ট না পেলে যে উপরের দিকে ওঠা যাবে না সেই ব্যাখ্যাও দেন তিনি, ‘আমরা হৃদয় দিয়ে বেশি খেলছি। যখন পিছিয়ে বা ড্র করি তখন বেশি ভালো খেলি। অথচ এগিয়ে থাকলে সেটা পারি না। এই ধরনের কঠিন লিগে এভাবে পয়েন্ট তালিকার উপরে ওঠা যায় না।’ ১৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে এগারো নম্বরেই থেকে যাওয়াটা যে তাঁদের কাছে কাম্য ছিল না, এটাই উঠে এসেছে এদিন তাঁর বক্তব্যে।

## রাত অবধি হল না ঘোষণা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** আইএসএলের ফিরতি ডার্বি হচ্ছে গুয়াহাটিতেই। যদিও এদিনও রাত পর্যন্ত সরকারি ঘোষণা হয়নি। তবে এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফে মৌখিকভাবে গুয়াহাটিতে ম্যাচ হওয়ার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়। এমনকি ইস্টবেঙ্গলকেও বেসরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূলত গুয়াহাটিতে বিজেপি-র জাতীয় স্তরের নেতাদের সভা ও র‍্যালি থাকায় পুলিশের লিখিত অনুমোদন আসতে দেরি হচ্ছে বলে সরকারিভাবে ম্যাচ হওয়ার ঘোষণা করা যাচ্ছে না বলে বাগান সূত্রের খবর।

# আক্রমণাত্মক ফুটবলের ছক মোলিনার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে গোল পেয়েছিলেন তিনি। সেই ধারা বজায় রাখতে চান মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন। আইএসএলে গোল পেলেও সমর্থকদের প্রত্যাশা এখনও পূরণ করতে পারেননি তিনি। তাই ডার্বিকেই পাখির চোখ করেছেন অজি তারকা।

মঙ্গলবার অনুশীলন শেষে গাড়িতে ওঠার আগে ম্যাকলারেন বলে গেলেন, ‘আমি আগের ডার্বিতে গোল করেছি। সেই ধারা এই ম্যাচে বজায় রাখতে চাই।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি ইস্টবেঙ্গল-মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ হোটেলে বসে দেখেছি। ওদের পরাজয়ে আমাদের আরও ভালো হল। তবে ডার্বি নিয়ে আগাম কিছু বলা সম্ভব নয়। এই ম্যাচ সবসময় ফিফটি-ফিফটি। ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে। আমরা জেতার লক্ষ্যে মাঠে নামব।’

সোমবার ইস্টবেঙ্গল-মুম্বই ম্যাচের দিকে নজর ছিল কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনারও। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের দুর্বলতা ইতিমধ্যে তাঁর নোটবুকে উঠে গিয়েছে। ফলে ডার্বিতে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের ছক কষছেন তিনি। মঙ্গলবার ঘণ্টাদুয়েকের অনুশীলনে সেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তিনি। দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানোর দিকে জোর দেন মোলিনা। পাশাপাশি রক্ষণে পায়ের জঙ্গল ভেঙে গোল তুলে নেওয়ার দিকে নজর ছিল তাঁর।

এদিকে, ডার্বিতে নিজের পুরোনো ছন্দে ফিরতে চান অজি তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। চলতি মরশুমে স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে। তার ওপর চোটের কারণে কয়েকটি ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। তবে ডার্বির আগে চোট কাটিয়ে পুরোদমে অনুশীলন করছেন তিনি। নিজেকে প্রমাণ করার একটা বাড়তি তাগিদ দেখা গিয়েছে অজি তারকার মধ্যে। এমনিতেই ডার্বিতে বরাবরই দুর্দান্ত ছন্দে থাকেন তিনি। ৮টি ডার্বি খেলে ৫টি গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর। শেষ ৩টি ডার্বিতেই গোল করেছেন দিমি। শনিবার সেই পারফরমেন্স ধরে রাখতে চান তিনি।

**ডার্বিতে গোল চান ম্যাকলারেন**

# বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচে রবিই হয়তো ভরসা মহমেডানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি :** সোমবার সইপর্ব মিটেছে। মঙ্গলবারই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অনুশীলনে নেমে পড়লেন রবি হাঁসদা। আন্দ্রেই চেরনিশভের ভাবনায় ঢুকে পড়েছেন বাংলার স্ট্রাইকার।

রবির কাছে ইস্টবেঙ্গল সহ অন্য ক্লাবের প্রস্তাব ছিল। তবে বাংলার সন্তোষ জয়ের অন্যতম নায়ক এদিন বলেছেন, ‘মহমেডানে হয়তো সুযোগ বেশি পাব। সেই কারণেই এই ক্লাবকে বেছে নেওয়া।’ এদিকে শেষ দুই ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট করে এলেও এখনও গোল খরায় ভুগছে সাদা-কালো। সেই সমস্যা মেটাতেই সন্তোষ ট্রফির সর্বাধিক গোলদাতাকে নেওয়া। রবি বেশ ছন্দে রয়েছেন। সেখানে এই মুহূর্তে দলের যা পরিস্থিতি তাতে বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচেই হয়তো তাঁকে মাঠে নামিয়ে দিতে পারেন চেরনিশভ। হাতে বেশ কয়েকটা দিন সময়ও রয়েছে। তার মধ্যে রবি দলের সঙ্গে মানিয়ে নেবেন বলেও আশা সাদা-কালো থিংকট্যাংকের। এদিন মহমেডান সিনিয়ার দলের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন ইসরাফিল দেওয়ানও।

এদিকে, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ আয়োজনের বিপুল অঙ্কের খরচ এড়াতে দুটি হোম ডার্বি অন্য শহরে আয়োজন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মহমেডান কর্তারা। যদিও পুরোটাই চিন্তাভাবনার স্তরে রয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিনিয়োগকারী সংস্থাই।

Suresh Ch. Ray Memorial Runners T
Gope Memorial play Trophy 2024
Venue: M. Stadium, Cooch B
DENTAL CARE
HOTEL JOYTSNA
APEX
BE
MAA KOUSHYLLA MEDICAL
MALLICK ENTERPRISE
CTC
SENCO
APEX Infrastructure
MAA
*ম্যাচের সেরা অশ্বিনী সিং। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর*

# জয়ী এসবিএস পাটনা

**কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি :** বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ক্রিকেটে মঙ্গলবার এসবিএস পাটনা ৯০ রানে সুপ্রিম স্পোর্টিংকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে এসবিএস ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৭ রান তোলে। সূর্য প্রকাশ ৬১ রান করেছেন। ধীরাজ কুমারের শিকার ২৫ রানে ২ উইকেট। জবাবে সুপ্রিম ১৭.২ ওভারে ১০৭ রানে গুটিয়ে যায়। সাহিল কুমারের অবদান ২৮ রান। রণিত সিং ১৮ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচের সেরা এসবিএস পাটনার অশ্বিনী সিং।

## নবীনের ক্রিকেট আজ

**মাদারিহাট, ৭ জানুয়ারি :** ৪ নম্বর কলোনি নবীন সংঘ পরিচালিত পুনমচাঁদ লাখোটিয়া ও লক্ষ্মী দেবী লাখোটিয়া ট্রফি ক্রিকেট শুরু হচ্ছে বুধবার থেকে। উত্তর খয়েরবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুল মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে রাঙ্গালিবাজনা আপনজন সংঘ ও দক্ষিণ মাদারিহাট অপূর্ব সংঘ।

## টিচার্স কাপ ক্রিকেট শুরু

**দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি :** দিনহাটা-২ নম্বর চক্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তৃতীয় বর্ষ টিচার্স কাপ ক্রিকেট শুরু হল মঙ্গলবার। পেটলা নবিবকস স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে ভেটাগুড়ি এলবিএস উচ্চ বিদ্যালয় ৩ রানে দিনহাটা পশ্চিম চক্রকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা এলবিএস-র স্বরূপ কুণ্ডু। অন্য ম্যাচে আদাবাড়ি মনসুর আলি উচ্চ বিদ্যালয় ৫ রানে বলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা হয়েছেন আদাবাড়ির মলয় ঘোষ। তৃতীয় খেলায় সিতাই চক্র ২৩ রানে হারিয়েছে নাককাটি পুষণাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়কে। ম্যাচের সেরা সিতাইয়ের রবিউল ইসলাম।

## সেরা জয়ন্তী

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** ডুয়ার্স উৎসব উপলক্ষে ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জয়ন্তী টাইগার। ফাইনালে টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে তারা হারিয়েছে ডিএসএ একাদশকে।

# চ্যাম্পিয়ন বাদাইটারি উজিরিয়া

**রাঙ্গালিবাজনা, ৭ জানুয়ারি :** আলিপুরদুয়ার জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়ায় মঙ্গলবার সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হল ফালাকাটার বাদাইটারি উজিরিয়া হাই মাদ্রাসা। রাঙ্গালিবাজনার আমবাড়ি বিপ্লব সংঘের মাঠে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান। ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক, ১টি জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা এবং ৫টি মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের ১৭৩ জন পড়ুয়া ৬০টি ইভেন্টে অংশ নেয়।

### উত্তরের খেলা

## সেমিফাইনালে রেনেসাঁ একাদশ

**বারবিশা, ৭ জানুয়ারি :** উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল কোচবিহারের রেনেসাঁ একাদশ। মঙ্গলবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩ উইকেটে দার্জিলিংয়ের রাম কি সেনাকে হারিয়েছে। প্রথমে রাম ১৫.৫ ওভারে ৮২ রানে অল আউট হয়। রবিসিং রাজপুত ২০ রান করেন। ম্যাচের সেরা গুড্ডি ২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রেনেসাঁ ৭ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। বনি সাহা ১৮ রান করেন। বিজয় শর্মা ১২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে রেনেসাঁর বিরুদ্ধে খেলবে মালদার অপু আঙ্কেল দল।

## নকআউটে কিংফিশার

**বীরপাড়া, ৭ জানুয়ারি :** আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে নকআউটে উঠল কিংফিশার ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার তারা ৯ উইকেটে ফাইটার ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের মাঠে প্রথমে ফাইটার ২০.৩ ওভারে ৬৪ রানে গুটিয়ে যায়। রূপন দাস ১৭ রান করেন। রোহন ধোবি ৪ উইকেট উইকেট। জবাবে কিংফিশার ১০.২ ওভারে ১ উইকেটে ৬৫ রান তুলে নেয়। শচীন যাদব ২৫ রান করেন।

## সুপার ডিভিশন শুরু ১৪ জানুয়ারি

**আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুরু হবে আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে। এবার লিগে মোট ৮টি দল অংশ নেবে। খেলাগুলি হবে আলিপুরদুয়ারের অরবিন্দনগর মাঠ ও টাউন ক্লাবের মাঠে এবং বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের মাঠে। উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে ঘর সংসার ও আশুতোষ ক্লাব ত্রিশাখা।

LOVED IN 70 COUNTRIES
BAJAJ
THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN
নতুন বছর নতুন pulsar নতুন দাম
NS125 THE MOST POWERFUL 125 এখন ₹103 110/-এ
নতুন N125 THE ZIPPIEST 125 এখন ₹97 990/-এ
125 THE TIMELESS 125 এখন ₹83 974/-এ
অতিরিক্ত অফার Flipkart এবং amazon.in-এ উপলব্ধ
pulsar DEFINITELY DARING
72198 21111 BAJAJ SECURE AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE
শর্তাবলী এবং নিয়ম প্রযোজ্য। উল্লিখিত এক্স-শোরুম মূল্য বিশেষ পালসার মডেলের প্রারম্ভিক মূল্য। বাজাজ অটোর পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই যেকোনো অফার এবং মূল্যের পরিবর্তন/সংশোধনের অধিকার সংরক্ষিত, যা মডেল এবং রাজ্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে। AMC নির্বাচিত মডেল এবং নির্দিষ্ট রাজ্যে উপলব্ধ। আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আপনার নিকটস্থ বাজাজ ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন। রোডসাইড অ্যাসিস্টেন্স থার্ড পার্টি পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা সরবরাহ করা হয় এবং তাদের শর্তাবলী এবং নিয়মের অধীন। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে প্রস্তাব তাদের নিজস্ব শর্তাবলী এবং নিয়মের অধীন।
Authorised Dealers For Bajaj Auto Ltd.: Cooch Behar brahmachari Bajaj: 8373050491/92/93 • Sahapur bajaj Wheels 9593825338 • Karandighi bajaj Wheels 8509047694 • Tungidighi bajaj Wheels 9547525283 • Checkpost bajaj Wheels 9547424873 • Balurghat planet Bajaj 9733310021.